শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

মুস্কিল-আসান

প্রকাশক—

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২৬ সাল

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

২৬শে ভাদ্র ১৩২৮

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
বিউটিপ্রেস
২৭২।১ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গ

বৰ্দ্ধমান—নড়িহা নিবাসী শ্রীযুক্ত দয়াময় মুখোপাধ্যায়—

বি, এ, বি, এল, কর-কমলেষু—

প্রিয় দয়াময়বাবু—

মুস্কিল লইয়াই দুনিয়া,—এ পৃথিবীতে পদে পদেই মুস্কিল। তাই অনেক মুস্কিলের হাত এড়াইয়া আমার এ বড় সাধের "মুস্কিল আসান" এত দিনে প্রকাশিত হইল। টাকাই আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুস্কিল,—তাই আজ এই শরতের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে আমার এ "মুস্কিল আসান" আপনার নামের সহিত জড়াইয়া দিলাম। আপনিও থাকিবেন না,—আপনার টাকাও থাকিবে না; কালে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে কিন্তু যতদিন ভাষা থাকিবে ততদিন আমার এ "মুস্কিল আসান" আপনার নাম টুকু বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিবে। ইতি—

পুরুলিয়া
২রা ভাদ্র ১৩২৬

বিনীত—
শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল

মুস্কিল আসান

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদ দুই বন্ধু;—দুইজনেরই মনের বিশ্বাস, তাহাদের মনের বল রীতিমতই প্রবল। বড় জোর তাহা একটু আধটু নুইতে পারে কিন্তু ভাঙ্গা কিছুতেই সম্ভব নহে। কালের কুলাল-চক্রে পাক খাইয়া যখন তাহাদের বন্ধুত্বের খেই দুইটায় একটা গ্রন্থি পড়িয়া আঁট হইয়া বসিতেছিল ঠিক সেই সময়টায় বিধাতা ফিক্ করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। তাহাদের মনের বল সত্যই প্রবল কিনা তাহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বিধাতার ইঙ্গিতে সেই প্রাচীন চির-কিশোর ফুট্‌ফুটে দেবতাটি ফুলের সাজে সজ্জিত হইয়া ফুলের তীর ধনুক হস্তে লইয়া নূতন খেলায় মাতিবার জন্য আসরে অসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। দেবতাটি টুক্‌টুকে ফুট্‌ফুটে,—বেশটীও খাসা ফুলের কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তাঁহার কার্য্য অদ্ভুত,—গতি সর্ব্বত্র; অঘটন ঘটাইতে তাঁহার জুড়ীদার সত্যই বিরল।

মুস্কিল আসান

তুষারাবৃত হিমগিরির-অধীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া শেষ তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন বটে কিন্তু তথাপি তাঁহার হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইয়া সুস্থির হইতে পারেন নাই। এ হেন দুর্দ্দান্ত অদ্ভুত দেবতাটী বিধাতার ইঙ্গিত পাইবা মাত্র একেবারে সহসা আসিয়া শিবনারায়ণের স্কন্ধের উপর ভর করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমন লম্বা চওড়া পূরো সাড়ে তিন হাত শিবনারায়ণ যেন কেমন দম খাইয়া গেল,—তাহার নিরস প্রাণ সরস হইয়া কি যেন একটা কিসের পরশ অনুভব করিবার আশায় বিশ্বের বুকের উপর রীতিমত ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিল। দেবতাটি যে শর শিবনারায়ণের উপর হানিয়াছিলেন সেটি ফুলের হইলে কি হইবে, তাহার সুতীক্ষ্ণ মুখে যে হলাহল মাখান ছিল,—সেই বিষ ধীরে ধীরে শিবনারায়ণের মাথায় যাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতর একটা যেন কেমন প্রেমের লহর হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য ফাঁক খুজিতে লাগিল। শিবনারায়ণ ভালমন্দ বিবেচনা করিবারও অবসরটুকু পাইল না,—সে মোহে অন্ধ হইয়া মরীচিকা ধরিতে হাত বাড়াইল,—কিন্তু মরীচিকা চক্ষের সম্মুখে বিদ্যুতের মত মুহুর্মুহু চম্‌কাইয়া ক্রমেই দূরে,—মহাদূরে সরিয়া যাইতে লাগিল,—সে না পারিল মরীচিকাকে ধরিতে—না পারিল নিজেকে সাম্‌লাইতে,—মাঝ হইতে একরাশ কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইল।

শিবনারায়ণ জমিদারের ছেলে জমিদার ;—দেখিতে শুনিতে নধর

অধর চেহারাটীও বেশ,—চোখে সোণার চশমা,—মাথায় কোঁকড়া চুল,—বয়সটা নিতান্ত পাকাও নহে কাঁচাও নহে,—মাঝামাঝি ডাসাল গোছের অর্থাৎ তিরিশ কেবল মাত্র পার হইয়াছে। তাহাদের বাস কলিকাতায় নহে কিন্তু বহু বৎসর হইতে কলিকাতায় থাকিয়া তাহারা এক্ষণে কলিকাতারই বাসন্দে হইয়া পড়িয়াছে। শিবনারায়ণ সংসারের বড় একটা কোন ধারই ধারিত না,—সংসারের সমস্ত ভারই ছিল তাহার জ্যেষ্ঠের উপর। সে নিজের খেয়াল লইয়া কল্পনায় বড় বড় আকাশ কুসুম গড়িয়া দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন বেশ নিশ্চিন্তভাবেই কাটাইতেছিল। সে আজ বহুদিনের কথা তাহার বিবাহটা হইয়াছিল বেশ একটা বনিয়াদি ঘরে;—তাহারই ফলস্বরূপ দুইটী সোণার ফুল সংসারকুঞ্জে কন্যারূপে সম্প্রতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারটা দিনের আলোর ভিতর বহুক্ষণ গা ঢাকা দিয়াছে,—রৌদ্রের তাপ রীতিমত চড়া হইয়া উঠিয়াছে। শিব নারায়ণের নিদ্রাটা ভাঙ্গিয়াছিল বহুক্ষণ,—সে প্রভাতের কাজগুলি অর্থাৎ হস্ত মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি উষা নয়ন মেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়া আবার আসিয়া শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, —আর ভিতর হইতে মোহের জালটা লাট খাইয়া তাহার সুস্থির প্রাণটাকে ক্রমাগতই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না,—শয্যায় পড়িয়া থাকিতেও কষ্ট বোধ হইতে ছিল, এই রকম একটা বিশ্রী মেজাজ লইয়া সে উঠি উঠি করিয়াও

উঠিতে পারিতেছিল না, সেই সময় প্রভা এক পেয়ালা উষ্ণ চা লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

প্রভা শিবনারায়ণের পত্নী,—বয়স সতর আঠার,—গড়নটি বেশ ছিপ্ছিপে,—বর্ণ শ্যাম,—তাহার হাস্যভরা মুখখানি পদ্মের মত ঢলঢল্ করিতেছে,—তাহাতে শ্রীর একটুও অভাব নাই। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্বামীকে শয্যায় উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে বেলার দিকে পড়িল। বাহিরের কড়া রৌদ্র অতি চড়া ভাবে বেলার পরিমাণটা তাহাকে যেন জানাইয়া দিল। সে তাহার হস্তস্থিত চায়ের পেয়ালাটা একখানা টি'পয়ের উপর রাখিয়া স্বামীর শিয়রের নিকট যাইয়া তাহার মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বলি হ্যাগো আবার যে ঘুমুচ্চ! বেরুবে না,—চা খাবে না। প্রসাদের বড় যে আজ এখনও দেখা নেই। এই না কাল রাত্রে বল্লে,—কাল সকালেই বেরুতে হবে। এই বুঝি তোমার বেরুনো?"

শিবনারায়ণ কেবলমাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল কাজেই পত্নীর সব কথাগুলিই বেশ সুস্পষ্ট ভাবে তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু সে তাহার কোন কথারই উত্তর দিল না,—কেবল একটা গম্ভীর রবে হুঁ দিয়া চক্ষু মেলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। প্রভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—সে স্বামীর গম্ভীর দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া একটু মৃদু হাসিল,—হাসিতে হাসিতে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হুঁ কি গো? ওঠো,—চা খাও।"

মুস্কিল আসান

শিবনারায়ণ বার দুই মাথাটা নাড়িয়া, ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল,—পত্নীর কথার উত্তরটা সে একটু গম্ভীর ভাবেই প্রদান করিল,—"উঠে তো বস্‌লুম,—চা-ও না হয় খেলুম কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি।"

স্বামীর মুখ হইতে মুস্কিলের কথা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর মুখের হাসিটুকু মিলাইয়া গেল। সেই হাস্যভরা মুখখানি বিষাদের কালিমায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে বেশ একটু বিচলিত স্বরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা মুস্কিল,—কি মুস্কিল গা? আমায় বল্‌বে না?"

শিবনারায়ণ মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "নিশ্চয়ই বলবো,—তোমায় না বললে হয়,—তুমিই যে আমার মুস্কিল-আসান। এখন একবার চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দাও দেখি, তারপর বেশ ভাল করে মন দিয়ে শোন মুস্কিলটা কি ভয়ঙ্কর।"

প্রভা চায়ের পেয়ালাটা আনিয়া স্বামীর হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার মুস্কিল যা তা আমি সব বুঝতে পেরেছি। মুস্কিলও নয় ফুস্কিলও নয়, যত সব মিছে কথা। তোমার কথার ভাবেই আমি সব বুঝে নিয়েছি। মুস্কিলের তুমি কি ধার ধারো যে মুস্কিল তোমার হবে। সংসার যাকে চালাতে হয়, তার পদে পদে মুস্কিল হতে পারে। যে সংসারের কোন ধার ধারে না,—কোন ঝক্কি ঘাড়ে নেয় না তার আবার মুস্কিল কি!"

শিবনারায়ণ উষ্ণ চায়ের পেয়ালাটায় ধীরে ধীরে চুমুক দিতেছিল;

সে পেয়ালাটা মুখ হইতে নামাইয়া পত্নীর মুখের দিকে একবার চাহিল স্বরটাকে রীতিমত গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা হ'লে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখ্‌তেই হ'লো। যারা সংসারের ধার ধারে না, তাদেরই তো যত মুস্কিল ধরবার জুত পায়, আর যারা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের কি ফুরসুত আছে যে মুস্কিল ধরবে! কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লেই মানুষ মুস্কিল ফ্যাসাদ গেরো আপনা থেকেই ঘাড়ে তুলে নেবার চেষ্টা করে। এটুকুও এখন বোঝনি?"

প্রভা স্বামীর কথার উত্তরে ঠোঁট দুইখানি ঈষৎ উল্টাইয়া বলিল, "কাজ কর্ম্ম কল্লেই হয়,—শুধু শুধু মুস্কিল ফ্যাসাদ ইচ্ছা করে ঘাড়ে তুলে নেবার দরকার কি?"

শিবনারায়ণ চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়াছিল, শূন্য পেয়ালাটা পত্নীর হস্তে দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "দরকার কি এ যদি তোমায় বোঝাতে হয় তা হ'লে আমাকে এখন একটা রীতিমত টোল খুলে বস্‌তে হয়। কি যে দরকার এ যে বোঝে সেই কেবল বোঝে—অন্যকে বোঝান বড়ই কঠিন। তবে এইটুকু বুঝে রাখ যে এতে বেশ একটু আনন্দ আছে,—বৈচিত্র আছে। কখন মানুষকে জলে ডুবতে দেখেছ? ওই ডোববার ভেতরেও বেশ একটু বৈচিত্র আছে। যদি তলিয়ে যায় তো ডুবেই গেল, কিন্তু যদি বেঁচে ফিরতে পারে তা হ'লে জেন তার একটা নতুন জিনিষ জানা হয়।"

প্রভা বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল, "পোড়া কপাল অমন জানার? ডুবে, একপেট জল খেয়ে,—আধ মরা হয়ে, আমি যদি বেঁচে

তবে একটা নতুন জিনিব জানা হবে,—অমন জানা নাইবা জান্‌লুম। অমন জানার দরকার কি?"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাতো বটেই। জানার দরকার কি বল্লে তো সব আপদই চুকে গেল। পৃথিবীতে এসে যার কিছুই জানার দরকার নেই তার বেঁচে থাকবারই বা দরকার কি? যাক্ তোমার সঙ্গে এ সব বড় বড় কথার আলোচনা করবার দরকার নেই। তবে এখন আমি যে মুস্কিলে পড়েছি তা যদি তোমার জানবার ইচ্ছে থাকে শুন্‌তে পাবে।"

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বলো শুনি। এ মুস্কিলও তো আপনি আসেনি,—তুমিই তো ইচ্ছে করে ঘাড়ে তোলবার চেষ্টা কচ্ছো?"

শিবনারায়ণ এইবার একটা বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যা সেই রকম কতকটা বটে, তবে এর ভেতর দেবতারও মার প্যাঁচ আছে। সে যা হক মুস্কিলটা যে বড় ভয়ঙ্কর তাতে আর সন্দেহ নেই।"

স্বামীর দীর্ঘনিশ্বাসে, গম্ভীর ভাবে প্রভার ভিতরটা আবার একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল;—সে একটু বিচলিত স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দুশোবার তো মুস্কিল মুস্কিল বল্‌ছ, মুস্কিলটা যে কি তাতো এখনও শুনতে পেলুম না।"

শিবনারায়ণ পত্নীকে আর কথাটা শেষ করিতে দিল না, তাহার কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "মুস্কিল ভয়ঙ্কর মুস্কিল,—আমি প্রেমে পড়ে গেছি।"

মুস্কিল আসান

স্বামীর কথার ভাব ভঙ্গিতে প্রভা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "পোড়া কপাল তোমার,—কত ঢংই জান! বয়স যত বাড়্‌ছে ততই যেন কচি খোকাটী হচ্চো। দু' মেয়ের বাপ হ'লে প্রেমে পড়েছি বল্‌তে মুখেও একটু বাধলো না। মাগো তুমি যে একেবারে ঘেন্না ধরালে।"

শিবনারায়ণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "ঘেন্নাই ধরাই আর যাই করি,—সত্যি যা তা চিরকালই সত্যি। দেখ এই প্রেম জিনিষটা এমনি বিশ্রী যে ওটা যদি একবার আসে তাহ'লে তাকে পড়্‌তেই হবে। তা সে গঙ্গা যমুনাই হোক্—আর খানা ডোবাই হোক। ও জিনিষটার স্বভাবই ওই। তুমি আমার স্ত্রী ভালই হ'ক্ আর মন্দই হ'ক্ কোন কথা তোমার কাছে লুকিয়ে রাখা উচিত নয় কাজেই ব'ল্‌তে হলো। এখন যেমন করেই হ'ক্ মুস্কিল আসান কর্ত্তেই হবে।"

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ ভাল কথা—আসান করা হোক্। এখন প্রেমের পাত্রীটি কে শুন্‌তে পাইনি কি?"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই শুন্‌তে পাবে। তুমি আমার স্ত্রী,—তোমার কাছে কোন কথা ঢাক্‌বো না, ঢাকা উচিত নয় সে তো আগেই বলেছি। পাত্রীটি বিশেষ কোন মহৎবংশ-সম্ভূতা নয়। পাত্রীটি হচ্চে একটি থিয়েটারের নর্ত্তকী। বয়স তের কিংবা চোদ্দ। কিংবা দেবার কারণ কি জান, তার জন্মাবার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম না। দেখতে ভালও নয় মন্দও নয়।"

প্রভা স্বামীর শয্যার একপ্রান্তে আসিয়া বসিয়াছিল,—স্বামীর হাতের আঙ্গুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে আর মুস্কিল কি আছে,—এতো আসান কল্লেই হ'লো। থিয়েটারে যে নাচে তার আবার মূল্য কি,—এর ভেতর মুস্কিল তো থাকতেই পারে না,—তোমাদের মত লোকের ঘাড়ে চাপবার জন্যেইতো তাদের জন্ম।"

শিবনারায়ণ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল,—"আছে গো এর ভেতর বেশ একটু মুস্কিল আছে। পাত্রীর মাসীরা পাত্রীটীকে আমার হাতে অর্পণ কর্ত্তে একেবারেই নারাজ,— কাজেই মুস্কিল।"

প্রভা আবার কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই আটকাইয়া গেল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "জ্যোতিপ্রসাদ বাবু এসেছেন।"

"বসতে বল, যাচ্ছি," বলিয়া শিবনারায়ণ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাবুর আদেশ শুনিয়া ভৃত্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা তোমার বন্ধুটি এ সব কথা শুনেছেন?"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না—এতদিন শোন্‌বার প্রয়োজন হয়নি কাজেই তিনি শোনেননি। এখন শোনবার প্রয়োজন হয়েছে কাজেই তিনি শুন্‌বেন। শুধু এইটুকু জেন যে মাসে মাসে এক একখানা বই লেখে তার ভেতরে কিছু না থাকলেও একটা কিছু আছে।"

প্রভা মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "আমি কি তাই বল্‌ছি,—তাঁর ভেতরে যে কিছু আছে তা সকলেই স্বীকার করে। তবে তিনিও যে এই সব পাগলামিতে যোগ দেন এইটুকুই আশ্চর্য্য।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আশ্চর্য্য তাতে আর সন্দেহ কি? এই পৃথিবীটাই যে একটা মস্ত আশ্চর্য্য। যাক্ প্রসাদ বসে আছে আর আমি দেরী কর্ত্তে পারিনি। কি আশ্চর্য্য আর কি আশ্চর্য্য নয় সেটা আপাততঃ স্থগিত রইল,— এর পরে দুপুর বেলা হবে।"

শিবনারায়ণ বন্ধুর উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্ষুদ্র বালিকা গৃহের মেঝের উপর বসিয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল,—প্রভা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া গণ্ডে চুম্বন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটা প্রবাদ আছে দুঃখই মানুষকে যথার্থ মানুষ করিতে পারে। বিশ্বে আসিয়া যে দুঃখ ও অভাব কি জানে না সত্যই তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? যে চিরদিন আলোয় আছে অন্ধকার যে কি ভয়ঙ্কর সে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? যে জীবনে কোন দিন দুঃখ ও অভাবে পতিত হয় নাই তাহার নিকট ব্যথিতের বেদনা,—অভাবীর হাহাকার একটা অর্থহীন প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহার পর্য্যাপ্ত আহার আছে সে অনাহারের যে কি জ্বালা কেমন করিয়া বুঝিবে। তাই বলিতেছিলাম যথার্থ মানুষ হইতে হইলে অভাব ও দুঃখের ভিতর দিয়া এ জীবনটা গঠিত হওয়া প্রয়োজন,—নতুবা মানুষ কিছুতেই সম্পূর্ণ মানুষ নামের যোগ্য হইতে পারে না।

জ্যোতিপ্রসাদের জীবনটা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল অভাব ও দৈন্যের ভিতর দিয়া,—কিন্তু সে যে যথার্থ মানুষ হইতে পারিয়াছিল এ কথা হলফ্ করিয়া কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। অভাবের পরীক্ষা সে বড় কঠিন পরীক্ষা,—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কয় জন? অভাবে মানুষ চোর হয়,—জুয়াচ্চোর হয়,—ডাকাত হয়। যে হয় না,—যে ভগবানের দান বলিয়া অভাবকে মাথা

পাতিয়া লইতে পারে—সেই যথার্থ সাধু। জ্যোতিপ্রসাদের জীবনে এখনও সেই অভাবের পরীক্ষা চলিতেছিল এ পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি না সে সমস্যার মীমাংসা করিবে কে? যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে তাহার কি মীমাংসা হওয়া সম্ভব? জ্যোতিপ্রসাদের চরিত্রের এইটাই ছিল মস্ত বড় বিশেষত্ব যে,—সে যে দিবা রাত্র অভাব ও দৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে তাহা কেবল তাহার উপরটা দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। ইহা ব্যতীত তাহার আর একটা ক্ষমতা ছিল,—সে ছোট বড় ধনী নির্ধন সকলেরই সহিত সমান ভাবে মিশিতে পারিত। তাহার ভিতর এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সে যাহারই সহিত একবার আলাপ করিত, সেই যেন কেমন আপনা হইতেই তাহার বড় আপনার হইয়া উঠিত। এত দিন জ্যোতিপ্রসাদের জীবনটা বেশ একটানাই বহিয়া আসিতেছিল,—কিন্তু সম্প্রতি স্রোত ফিরিয়াছে,—সে বিবাহ করিয়াছে। এত দিন জ্যোতিপ্রসাদ বিবাহ করে নাই,—বিবাহ করিব না এইটাই ছিল তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু এ বিশ্বে কয়টা সঙ্কল্প মানুষ স্থির রাখিতে পারে? নেপথ্য হইতে আর এক মহাপুরুষ অনন্ত শক্তি লইয়া অনন্ত ভাবে মানুষকে নাচাইতেছেন,—সে শক্তির কণা মাত্র বিকাশে কত সঙ্কল্প লুপ্ত হইয়াছে কত সঙ্কল্প লুপ্ত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তাঁহারই ইচ্ছায় জ্যোতিপ্রসাদকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। বিবাহে তাহার চিরদিন কেমন একটা আশঙ্কা ছিল,—বুঝি বা বিবাহ করিলেই

জীবনের সব সুখ নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু বিবাহের পর তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—বিবাহ করিয়া সে তো অসুখী হয়ই নাই বরং সুখীই হইয়াছে। বিন্দুবাসিনী তাহার পত্নীরূপে গৃহরাণী হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে যে নূতন আলো ধরিয়াছে সে আলো যে কি সুন্দর,—কি মধুর,—কি পবিত্র তাহা যে বিবাহ করে নাই, সে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না,—তাহাকে বোঝান অসম্ভব। বঙ্গসাহিত্যে জ্যোতিপ্রসাদের বেশ একটু নাম হইয়াছিল,—প্রকাশকগণ তাহার পুস্তক ক্রমান্বয়েই মহা আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিতেছিল। বিবাহের পূর্ব্বে সেও এ জিনিষ যে কি পবিত্র তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। এ জিনিষ কল্পনার নহে,—এ কেবল অনুভব করিবার। পত্নীর ভিতর এমনি একটা বিশেষত্ব আছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না,—যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও মিলিবার উপায় নাই। সে বিশেষত্বটুকু এমনি মধুর,—এমনি পবিত্র যে তাহা যে একবার অনুভব করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই সুখী,—তাহার মত সুখী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। পত্নী যদি যথার্থ পত্নীর আসন গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে কোন প্রলোভনই পুরুষকে প্রলোভিত করিয়া পাপের পথে টানিয়া লইতে পারে না। কেমন করিয়া পারিবে,—পত্নীই যে পতির পুণ্যের আবরণ,—পাপের সাধ্য কি যে সে আবরণ ভেদ করে!

রাত্রি এখনও গভীর হইতে পারে নাই,—কলিকাতা সহর তখনও নিশুতি হইয়া পড়ে নাই। গাড়ীর ঘড়ঘড়,—লোকের

কোলাহল তখনও সমান ভাবে চলিতেছিল। জ্যোতিপ্রসাদ তাহার ত্রিতলের শয়ন কক্ষে শয্যার উপর পড়িয়া একখানা উপ-ন্যাসের শেষ কপিটা শেষ করিতেছিল। উপন্যাসখানার তিন চারিটা ফরমা ছাপা হইয়া গিয়াছে; আর কপি নাই,—কপি না পাইলে ছাপা বন্ধ থাকিবে কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে এই অসময়ে কলম ধরিতে হইয়াছে। জ্যোতিপ্রসাদের হস্তস্থিত লেখনী আরবী অশ্বের মত ছুটিতেছিল আর তাহার পত্নী বিন্দু তাহার পৃষ্ঠের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তাহার স্বামীর লেখনীর মুখ হইতে কালির বিন্দু বিন্দু কি বাহির হইতেছিল তাহাই দেখিবার জন্য আকুল দৃষ্টিতে কাগজের দিকে চাহিয়াছিল। কাহার মুখে কথা নাই;—উভয়েই নীরব,—সমস্ত ঘরটার ভিতর বেশ একটা নীরবতা ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। এইভাবে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া যাইবার পর সহসা জ্যোতিপ্রসাদ কলম ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। তাহাকে বসিতে দেখিয়া বিন্দুও উঠিয়া বসিয়াছিল,—সে তাহার স্বামীকে কলম রাখিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেল?"

বিন্দুর বয়স চোদ্দ পোনরোর অধিক নহে। রংটা কালো,—গড়নটা বেশ ছিপছিপে, মুখখানি গৃহস্থের সংসারে চলন সই। জ্যোতিপ্রসাদ বিবাহ করিব না করিব না করিয়া বিবাহ করায় পত্নীর সহিত তাহার বয়সের পার্থক্যটা কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পত্নী তাহা অপেক্ষা ষোল সাতোর বৎসরের ছোট। জ্যোতিপ্রসাদ যে কাগজগুলি লিখিয়া শষ করিয়াছিল সেইগুলি

নাড়িয়া চাড়িয়া গুণিয়া দেখিতে ছিল,—পত্নীর প্রশ্নে সেগুলিকে মুড়িয়া রাখিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল, "এই রকম তো মনে হচ্ছে।"

বিন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "এইতো লিখ্‌তে বস্‌লে, আধঘণ্টা না হ'তে হ'তেই অমনি লেখা হয়ে গেল? বেশতো মজার লেখা। এমন লেখা সকলেই লিখতে পারে।"

জ্যোতিপ্রসাদ চোখের তারা দুইটী একটু উচু করিয়া তুলিয়া আবার ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে পত্নীর কথায় উত্তর দিল, "পাল্লে হয়তো পার্‌তে পারে,—কিন্তু পারে বলে তো বোধ হয় না,—সকলে যদি পার্ত্তো তাহ'লে পয়সা দিয়ে আমায় কেন লেখাবে প্রেয়সী?"

স্বামীর কথায় বিন্দুর মুখখানি ভার হইয়া উঠিল,—সে ঠোট দুইখানি উল্‌টাইয়া বলিল, "যাও ভালো লাগে না।"

প্রসাদ হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "এর মধ্যে ভালো না লাগ্‌বার মত কি হ'লো প্রিয়ে? স্ত্রী হ'লো স্বামীর সব;—ঘর, বাড়ী, দোর, জান্‌লা, চন্দ্র, সূর্য্য, আলো, অন্ধকার প্রভৃতি। ভালো না লাগ্‌লেও ভালো লাগিয়ে নিতে হবে;— স্বামীর সাম্‌নে স্ত্রীর কি মুখ ভার করা সাজে প্রেয়সী। তোমার মুখের প্রতি ভঙ্গিমা আমার বুকের ভেতর ডিগ্‌বাজী খেয়ে ওঠে। তুমি হাসলে হাসি কাঁদ্‌লে কাঁদি তাও কি জান না।"

"না জানি না," বলিয়া মুখখানি আরো একটু ভার করিয়া বিন্দু মুখখানি নীচু করিয়া বসিল। প্রসাদ একদৃষ্টে পত্নীর মুখের

দিকে চাহিয়া পত্নীর মুখের নানারূপ রাগ ও অভিমানের বিচিত্র ভঙ্গিমা দেখিতেছিল,—মহা সোহাগে ডানহাতখানি বাড়াইয়া পত্নীর চিবুকটুকু ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—

"ওরে আমার প্রিয়ে আমার,
ওরে আমার ওরে ;
চুপি সারে একটী চুমো,
আজকে দেব তোরে।"

প্রসাদের এই কবিতা আওড়াইবার ভঙ্গিমায় বিন্দু আর একটু হইলেই হাসিয়া ফেলিত,—কিন্তু খুব সামলাইয়া লইল। স্বামীর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "কি যে বল তার কিছু ঠিক নেই। এমন করে চেচিয়ে কথা কইতে একটু লজ্জাওতো করে না। নীচে বট্‌ঠাকুর রয়েছেন তাও বুঝি খেয়াল নেই। মাগো আমার লজ্জায় মাটীতে মিশুতে ইচ্ছে করে।"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "তোমার সঙ্গে আমি কথা কইছি,—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী কথা কইছে এর ভেতর লজ্জার কি কথা থাকৃতে পারে? আমি পুরুষ কাজেই আমার স্বরটাও পুরুষেরই মত হওয়া উচিত। তুমি স্ত্রীলোক কাজেই তুমি কথা কইবে খুব মিহি সুরে তাহ'লেই লজ্জার বাপান্ত হয়ে যাবে বুঝলে ?"

বিন্দু তাহার স্বামীর সম্মুখে হাত দুইখানা যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ বুঝেছি, আপনাকে বেজ্ঞাতা কচ্ছি এখন আপনি একটু আস্তে কথা কোন্।"

প্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—

"পারলেম না ঐটী প্রিয়ে,—

স্বরই আমার মোটা ;

প্রাণের কথা তাইতে আসে,

আস্ত খাটী গোটা।"

বিন্দু স্বামীর এই কবিতার স্রোত বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তুই হস্তে তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু আর ধরা হইল না,—নীচে হইতে জ্যোতিপ্রসাদের ভ্রাতৃকন্যার স্বর উপরে আসিল, "কাকা বাবু, তোমাকে কে ডাক্‌ছে।"

"কাকা বাবু তোমাকে কে ডাক্‌ছে"—কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই জ্যোতিপ্রসাদ একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এত রাত্রে আবার সহসা কার আবির্ভাব হ'লো, নিশ্চয়ই কারো কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে— নইলে কখন এত রাত্রে আসে।"

বিন্দু আবার ঠোঁট তুইখানি উলটাইয়া বলিল, "ডাকেরও বাবা বাহাত্তরী আছে,—সেই সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে আর এই রাত তিন প্রহর হ'লো এর তো বিরাম নেই।"

জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া পত্নীর কথার উত্তর দিল, "এ একটা কম ভাগ্যির কথা মনে করো না,—কে কার বাড়ী যায় ? অনেক পুণ্যি না থাক্‌লে আর এ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায় না।"

জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল,—বিন্দু তাহার স্বামীর লিখিত সেই কাগজগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। জ্যোতিপ্রসাদ নীচে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহের ভিতর শিবনারায়ণ একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে সিগারেট পুড়াইতেছে। জ্যোতিপ্রসাদকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে ঘাড়টা ঈষৎ একটু ফিরাইল,—প্রসাদ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি,—এত রাত্রে,—ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার রীতিমত গুরুতর,—বোস তারপর সব একে একে হচ্ছে,"—বলিয়া শিবনারায়ণ চেয়ারখানা একটু ঘুরাইয়া লইল, —জ্যোতিপ্রসাদ তাহারই সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইল। প্রসাদ চেয়ার দখল করিলে শিবনারায়ণ তাহার হস্তস্থিত সিগারেটটা প্রসাদের হস্তে দিয়া বলিল, "ব্যাপারটা যে কি এইবার একটু বেশ মন দিয়ে শোন। ব্যাপারটা তোমায় সকালেই বল্‌বো ভেবেছিলুম কিন্তু নানা ঝামিলিতে তখন বল্‌বার মোটেই সুবিধে পাইনি কাজেই এই দুপুর রাতে তোমার বাড়ী ধাওয়া হ'তে হ'লো। ব্যাপারটা খুব সংক্ষিপ্ত এক নিশ্বাসেই বলা যায় কিন্তু তার ডাল ফেঁকড়ী গুড়ি প্রভৃতি বিস্তর আসে পাশে ঘিরে আছে। মোটের উপর এইটুকু শোন, বোধ হয় আমি বেশ একটু রীতিমতই প্রেমে পড়ে গেছি। যদি বল যে কি ক'রে জান্‌লে তার উত্তর হচ্ছে আমার এই, যে তা না হ'লে এত রাত্রে তোমার বাড়ী কখনই ধাওয়া হতেম্ না। প্রেমের পাত্রটিও

চমৎকার,—থিয়েটারের নর্ত্তকী,—রূপ রংএ ঢাকা,—স্বর থিয়েটারের গান। এ কথা শুনে তুমি যে আমায় বাহবা দেবে তা নিশ্চয়ই কিন্তু তবুও বল্‌তে হবে আমি প্রেমে পড়ে গেছি। এখন আমি তোমার কাছে এসেছি কেন শোন,—থিয়েটারের নর্ত্তকীর সঙ্গে প্রেম কর্ত্তে গেলে নিজেদেরও অভিনয় করা দরকার। কাজেই অভিনয় কর্ত্তে হবে কিন্তু এই অভিনয়ের নায়কের ভূমিকা নিতে হবে তোমায়,—আর আমি নেব মন্ত্রীর অংশ।"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ নিবিষ্ট চিত্তে শিবনারায়ণের কথাগুলি শুনিতেছিল,—শিবনারায়ণ নীরব হইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "আমাদেরও অভিনয় করবার প্রয়োজন হচ্ছে কি এবং আমাকেই বা নায়কের ভূমিকা গ্রহণ কর্ত্তে হবে কেন?"

শিবনারায়ণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "কেন এইবার সেইটা বল্‌বো ধৈর্য্য ধরে একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার এই প্রেমটা হঠাৎ অমনি আজই আসেনি। এ প্রেমটা অনেক দিন থেকেই লাট খেয়ে আসছিল এখন একেবারে এলিয়ে পড়েছে। কাজেই ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাত্রীর মাসীরা পর্য্যন্ত জেনে ফেলেছে যে, আমি পাত্রীটীকে ভালবেসেছি;—কাজেই তারাও দাও কস্‌ছে। এখন তুমি যদি আসরে হানা দাও তাহ'লেই ব্যাপারটা সোজা হয়ে যাবে। তুমি যাবে বাবু হয়ে আর আমি যাব বাবুর বন্ধু হয়ে,—তারপর যেমন যেমন ঘটনা ঘট্‌বে তেমনি তেমনি কল্লেই হবে।"

শিবনারায়ণ পকেট হইতে একটী সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে আবার অগ্নি সংযোগ করিল। জ্যোতিপ্রসাদ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে এ গেরো আর ঘাড়ে তোলবার প্রয়োজন কি? ঢের তো হ'লো। দেখ্‌তে তো আর কিছু বাকি নেই। তবে আর কেন পয়সা খরচ করে শুধু বাজে ঝামিলি ঘাড়ে তোলা। নতুন যদি কিছু হ'তো দেখা যেত,—এ সেই পুরোন ভাবভঙ্গি,—কথাবার্ত্তা সবই সেই।"

শিবনারায়াণ এক গাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বটে,—কিন্তু হ'টে যাব তাতো হ'তেই পারে না। তার মাসীরা যখন বলেছে হবে না, তখন যেমন করে হোক্ হওয়ান চাই। এ প্রেম নয়,—পিরীত নয়, এ হ'লো জেদ। প্রসাদ জেগে ওঠো দেখাও যে আমরা পারি সব কিন্তু করি না যে শুধু মেহেরবাণী। থাক বেশী কথায় কাজ নেই সংক্ষেপে এইটুকু শোন অন্ততঃ আমার জন্যে তোমার এটুকু করা উচিত।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এর ওপর আর কথা নেই :—

উড়াইয়া দাও তবে,
বিজয় নিশান;
পাড়ী দিব মোহ নদী—
গোখুর সমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যোতিপ্রসাদের সহিত আলাপ ছিল না, কলিকাতায় এরূপ লোক অতি অল্পই ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্যোতিপ্রসাদের এইটুকুই ছিল বিশেষত্ব যে সে সকলেরই সহিত সমান ভাবে আলাপ করিতে পারিত। যেই একবার তাহার নিকট আসিত সেই কি যেন একটা আকর্ষণে তাহার সহিত একেবারে জড়িত হইয়া পড়িত। কাজেই জ্যোতিপ্রসাদের আসে পাশে সর্ব্বদাই দুই চারিজনকে দেখিতে পাওয়া যাইত। কেন যে তাহারা জ্যোতিপ্রসাদের নিকট আসিত কি উদ্দেশ্যে যে তাহারা তাহার পাশে পাশে ঘুরিত সে কৈফিয়ত দিতে পারে এমন সাধ্য কাহার নাই। কি কৈফিয়ত দিবে, কৈফিয়তের তো কিছুই নাই। কেহ যে তাহার নিকট কোন উপকারের আশায় ঘুরিত একথা একেবারেই বলা যায় না। তাহার নিকট হইতে মানুষে কি উপকার পাইতে পারে! যাহাকে দিন রাত্র অভাব ও দৈনের ভিতর হাপাই জুড়িতে হয় তাহার দ্বারা কি কাহারও উপকার হওয়া সম্ভব! ইহার উত্তর পরিস্কার পড়িয়া রহিয়াছে কথনই নহে। তাই বলিতেছিলাম জ্যোতিপ্রসাদের আসে পাশে যাহারা সর্ব্বদাই ঘুরিত তাহারা তাহার নিকট হইতে বিশেষ কোন উপকার পাইবার আশায় ঘুরিত না, তাহারা সত্যই জ্যোতিপ্রসাদকে মনে

মনে ভালবাসিত,—প্রীতির চক্ষে দেখিত। পূর্ণেন্দুও ছিল তাহাদেরই মধ্যে একজন জ্যোতিপ্রসাদের পার্শ্বচর। অবসর পাইলেই সে জ্যোতিপ্রসাদের বাটীতে আসিত ও অবসর কালটুকু তাহারই আসে পাশে কাটাইয়া দিয়া যাইত। পূর্ণেন্দু লোকটা ছিল শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে, বেশভূষাও করিত সাদাসিদে। ভিতরটাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। তবে একটা দোষেই লোকটা একেবারে মাটী হইতে বসিয়াছিল। গৃহস্থের জন্য যাহা একেবারেই নহে,—যাহা আমিরের সন্তানদিগের এক চেটীয়া হওয়া উচিত,—যাহার সংসর্গে আমির দুই দিনে ফকির হইয়া যায় ঘটনা চক্রে সে তাহারই সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিল। একটী অবিদ্যা আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছিল। ব্যাচারী সামান্য বেতনে চাকুরী করে, অবিদ্যার পূজার সরমঞ্জম প্রতি মাসে মাসে বহন করা কি তাহার কর্ম্ম। কাজেই ব্যাচারী একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছিল। বাটীতে যদিও তাহাকে বিশেষ কিছু দিতে হইত না .কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তাহার অভাব ও দৈন্যের অবধি ছিল না। সর্ব্বদাই অভাব যেন বিকট রাক্ষসীর মত চারি পাশ হইতে তাহাকে গ্রাস কারতে চেষ্টিত ছিল। এত অভাব,—এত দৈন্য কিন্তু তথাপি সে মোহের ফাঁস ছিড়িতে পারে নাই। যতই অভাব ও দৈন্য বাড়িতে ছিল ততই সে সেই মোহের ফাঁস আপন গলদেশে আরোও ভালো করিয়া জড়াইতেছিল। মোহের ফাঁস এমনি ভয়ঙ্কর সামগ্রী যে, একবার তাহার ভিতর মস্তক প্রবেশ করাইলে তাহার ভিতর হইতে বাহির

হইয়া আশা সে বড় সোজা ব্যাপার নহে। সে ফাঁস দিন দিন এমনি কঠিন হইয়া বসিতে থাকে যে ভগবানকেও তাহা খুলিবার চেষ্টা করিলে বেগ পাইতে হয়। সে যাহাই হউক অভাব ও দৈন্যের শত অশান্তি ও জ্বালার ভিতর দিয়া সুখে দুঃখে পূর্ণেন্দুর দিনগুলি কাটিয়া আসিতেছিল, একেবারে এখনও ঠেকিতে হয় নাই। মোহ রাজ্যে দিন রাত্র থাকিয়া এ রাজ্যের পথ ঘাটগুলা পূর্ণেন্দুর নিকট বর্ণ পরিচয়ের মত একেবারেই সরল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিবনারায়ণ জ্যোতিপ্রসাদের বাটী হইতে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিপ্রসাদের পূর্ণেন্দুর কথা মনে পড়িল। এ কাজে ঘটক নিযুক্ত করিতে হইলে পূর্ণেন্দুকেই করা উচিত। এ পথ ঘাট তাহার একেবারেই পরিচিত। তাহার দ্বারা এ কাজ অতি সহজেই উদ্ধার হইতে পারে। যখন এ কাজ করাই স্থির হইল তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করা একেবারেই উচিত নহে। জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুর উদ্দেশ্যে পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদকে কষ্ট করিয়া আর পূর্ণেন্দুর বাটী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে হইল না, পথেই তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ণেন্দুও জ্যোতিপ্রসাদের বাটী আসিতেছিল। সম্মুখে জ্যোতিপ্রসাদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকাল সকাল যে বেরিয়ে পড়েছেন, কোথায় যাচ্ছেন ?"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যাচ্ছিলুম বিশেষ কোথাও নয়,—যাচ্ছিলুম তোমার বাড়ীতেই ;—

তব সাথে প্রয়োজন,

আছে ভয়ঙ্কর ;

যেতে হবে মধুপুর,

হয়ে গুপ্তচর।”

পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারলুম না কোথায় যেতে হবে, ব্যাপারটা কি বাঙ্গালায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।”

জ্যোতিপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, “ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর গুরুতর। রাস্তার মাঝখানে ব্যাপারটা একেবারে বাঙ্গালায় স্পষ্ট করে বলা উচিতও নয় বলা যায়ও না। তবে কথা হচ্চে কি জান :—

গোবরে ফুটেছে এক,

শুনি পদ্ম ফুল ;

পবনে সুবাস তার

ছড়ায় অতুল।

হৃদয়ে রাখিতে তারে,

চায় ভাগ্যবান ;

সে ফুল না পেলে তার

আহা উষ্ণ প্রাণ।”

জ্যোতিপ্রসাদ বাটী হইতে বাহির হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কাজেই পূর্ণেন্দুর সহিত দুই চারিটী কথা কহিতে না

কহিতেই সে আবার ফিরিয়া বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল সে তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানার দ্বারটা খুলিয়া দিল;—পূর্ণেন্দু ধীরে ধীরে বৈঠকখানা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিল। তাহার পর জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "সিগারেট টিগারেট আছে নাকি,—একটা ধরান না।"

জ্যোতিপ্রসাদ তখনও দাঁড়াইয়াছিল সে তাহার পকেট হইতে একটী সিগারেট বাহির করিয়া পূর্ণেন্দুর হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, "সিগারেটের অভাব নেই,—অভাব হচ্ছে যা সেইটা একটু বিশেষ ভাবে শুনে নাও।"

পূর্ণেন্দু সিগারেটে তখন অগ্নি সংযোগ করিতে ছিল ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "বলুন।"

জ্যোতিপ্রসাদ তাহার সম্মুখস্থ চেয়ারখানায় জুত করিয়া বসিয়া বলিল, "শোন ব্যাপারটা হয়েছে কি। থিয়েটারের একটী ফুট-ফুটে নর্ত্তকীকে দেখে শিবনারায়ণের প্রাণ আনচান করে উঠেছে। এখন আমাদের সেই নর্ত্তকীটীকে সংগ্রহ কর্ত্তে হবে। তবে এর ভেতর গোল হচ্ছে এই যে, তার অবিভাবকগণ কেমন করে জান্‌তে পেরেছে যে শিবনারারণ তার ওপর বেশ একটু পড়্‌তা হয়েছে। কাজেই তাদের ব্যবসা হিসেবে বেশ একটু দাও কস্‌তে চায়। আর না চাইবেই বা কেন, দেখেছে জমিদারের ছেলে যদি কিছু হাতান যায়। এখন তোমায় কি কর্ত্তে হবে জান যাতে সাপও

মরে লাটীও না ভাঙ্গে। তুমি এখনি সটাং সেখানে চলে যাও-শিবনারায়ণের নাম গন্ধও করো না। শিবনারায়ণকে যে আমরা চিনি সেটুকুও না তারা জানতে পারে! আমি যেন রাখছি এই রকম পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে তুমি চলে এস। তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে আমার স্থান শিবনারায়ণ দখল কল্লেই পার্ব্বে তাতে তখন যা একটু আধটু গোলমাল হবে তার জন্যে যা হয় একটা কিছু সামান্য ধরে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বড় কাকেড়টার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এখনি আজ সন্ধ্যের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলা চাই। তোমায় বলাই বৃথা, এসব কাজে দেরী হয়েছে কি সব মাটী। মোটের উপর আজই কাজ ফতে করা চাই। মহাকবি—মহারসিক ভারতচন্দ্রের কথাটা মনে রেখ, বাস তাহলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে,—

"লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে মন্ত্রতন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম সেও ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥"

পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের কথা গুলা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, জ্যোতিপ্রসাদ নীরব হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "এর ভেতর আর শক্ত ব্যাপার কি আছে বলুন আপনি টাকার যোগাড় রাখুন, আজ সন্ধ্যে বেলাই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবে। বেলা

হয়ে পড়লো, আমায় আবার আফিস বেরুতে হবে,—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, সন্ধ্যের সময় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলবো। আপনি এদিককার বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলুন।"

পূর্ণেন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, জ্যোতিপ্রসাদ বলিল, "এদিককার বন্দোবস্ত একেবারে পাকা,—করকরে মজুত।"

"বাস, তাহ'লেই হ'লো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন", পূর্ণেন্দু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিপ্রসাদ পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল, তাহার পর তাহাতে গোটা কতক প্রচণ্ড টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার বদন গহ্বর হইতে চাপ চাপ ধোঁয়া বাহির হইয়া পাক খাইয়া খাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের ভিতরেও তখন শত কথা শতভাবে তাল পাকাইতে লাগিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও অবিলম্বে বাটী হইতে আবার বাহির হইয়া পড়িল।

সাঁঝের আলো তখন সবে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রের অন্ধকার তখনও একেবারে ভরাট হইয়া উঠিতে পারে নাই, জ্যোতিপ্রসাদ বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য সাজগোজ করিয়া সবে মাত্র প্রস্তুত হইতেছিল সেই সময় তাহার ভ্রাতৃ কন্যা আসিয়া সংবাদ দিল, "কাকাবাবু, পূর্ণেন্দুবাবু এসেছেন।"

জ্যোতিপ্রসাদ তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না—কেবল ঈষৎ

একটু ঘাড় নাড়িল। বালিকা সংবাদটা প্রদান করিয়া যে ভাবে আসিয়াছিল আবার ঠিক সেই ভাবেই চলিয়া গেল। জ্যোতিপ্রসাদ বেশভূষাটা সত্বর শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। নীচে বৈটকখানা গৃহে পূর্ণেন্দু ব্যাকুল ভাবে জ্যোতি-প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সব ঠিক, একশো টাকা করে মাসে দিতে হবে। এর কম মেয়ে মানুষ হয় না। না জিনিষ মন্দ নয়,—শিবনারায়ণবাবুর পছন্দ আছে। প্রথম মাসের মাহিনাটা আগাম দিতে হবে, সেইটা দিলেই একেবারে বন্দোবস্ত পাকা হয়ে যায়। চলুন, আজই আগাম টাকাটা দিতে পাল্লে ভালো হয়।"

এত বড় একটা আনন্দ সংবাদ পূর্ণেন্দু যেন একেবারে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, কণ্ঠে কোথায়ও তাহার একটু বাধিল না। সে একেবারে ফরফর করিয়া সব কথা গুলা শেষ করিয়া জ্যোতি-প্রসাদের মুখের দিকে চাহিল। জ্যোতিপ্রসাদ বলিল, "ভালো হয় কিহে, নিশ্চয়ই দিতে হবে! নিজেদের উচ্ছন্নে যাবার রাস্তা নিজেরাই যখন পরিস্কার করে নেওয়া হচ্চে তখন কি আর দেরী করা উচিত! শুভস্য শীঘ্রম্। উঠে পড় তাহ'লে আর দেরী করায় প্রয়োজন নেই, এখনি টাকা দিয়ে একেবারে পাকাপাকি করে নেওয়াই ভালো। উঠে পড় পূর্ণেন্দু উঠে পড়, লগ্ন বয়ে না যায়, লগ্ন বয়ে না যায়:—

জানি সব বুঝি সব,
তবু যাওয়া চাই,
অর্থ পণে বিষ এনে,
নিজ হাতে খাই।"

পূর্ণেন্দু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জ্যোতিপ্রসাদ তাহাকে আর উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কাজে কাজেই পূর্ণেন্দুকেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া পড়িতে হইল। রাস্তায় আসিয়া সে জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি সেইখানেই যাওয়া হবে নাকি, টাকা সঙ্গে নিয়েছেন?"

জ্যোতিপ্রসাদ তাহার গোঁপটায় একবার হাত দিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই। তারপর তোমায় বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা কল্লে নাকি হে? কে রাখবে কি বৃত্তান্ত এ সব কথা কিছু হ'লো?"

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "বিশেষ কিছু এখনও জিজ্ঞাসা করেনি, তবে আমি বলেছি যে যিনি রাখ্‌বেন তিনি, আপনাদের অপরিচিত হ'লেও একেবারে অপরিচিত নন। আপনাদের জানা শোনার মধ্যে অনেকেই তাকে চেনেন। ভদ্রলোক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্ ভদ্রলোক সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এত বড় যখন সারটিফিকেট দিয়েছ তখন আর ভাবনা নেই;—

যাহোক করে থাবার তবু একটা সংস্থান হ'লো। আচ্ছা পূর্ণেন্দু তুমি ওই ভদ্রলোকটার ওপর এত জোর দিলে কেন! মেয়ে মানুষের বাড়া যত ভদ্রলোকই বেশী যায় দেখ্‌তে পাই। তবে তুমি একথা বল্‌তে পারো তারা ভদ্রলোকের ছেলে বটে কিন্তু নিজেরা যথার্থ ভদ্রলোক কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করার কথা আছে। কেন না ওস্থান একেবারেই ভদ্রলোকের জন্যে নয়। অভদ্রের বেশ পরে,—অভদ্রের মুখোস মুখে না আঁট্‌তে পাল্লে ওখানে ঢোকা বড় সোজা কথা নয়। আর কতদূর হে, আরোও এগুতে হবে নাকি?"

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না আর বেশী এগুতে হবে না, ঐ যে সাম্‌নের সাদা বাড়ী।"

পূর্ণেন্দুর কথা শেষ হইতে না হইতে তাহারা প্রায় সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহরাজ্যের এমনি মহিমা যে তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনা হইতেই কেমন যেন নিজেকে একটু সুসভ্য করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়! পূর্ণেন্দুর মুখে ওই যে সামনে সাদা বাড়ী শুনিবা মাত্রেই, জ্যোতিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া মুখটা একবার পুছিয়া লইল। কাপড়টা একটু ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া টানিয়া টুনিয়া সুসভ্য করিয়া দিল। পূর্ণেন্দু অগ্রে অগ্রে জ্যোতিপ্রসাদ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাটীখানি অপরিষ্কার নহে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই

সম্মুখে উঠান। উঠানের একধারে স্নানের জন্য একটু ঘেরা, সম্মুখে একটী জলের কল। উঠানের তিন দিকে বারান্দা, বারান্দার তিন দিকে তিন খানি ঘর। পূর্ণেন্দু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবা-মাত্র, একটী স্ত্রীলোক সম্মুখের বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, সে বেশ কোমল স্বরে বলিল, "যান না, ঘরের ভিতর গিয়ে বসুন।"

স্ত্রীলোকটির বয়স আন্দাজ তিরিশ বত্রিশ, ক্ষীণা, শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোকটীর কথা শেষ হইবা মাত্র, পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আসুন।"

জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সেই বারান্দার পার্শ্বস্থিত একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র-বিশেষ কোন আসবাব পত্র নাই। চারিদিকে অভাব ও দৈন্যের শত চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। গৃহের মাঝখানে একটা বেতের দোল্‌না ঝুলিতেছে, তাহারই এক পার্শ্বে একখানি খাট, তাহার উপর শত ছিন্ন বিছানা। চারি পার্শ্বে গৃহের তাকের উপর ঘটী, বাটী, খেল্‌না পুতুল শতদ্রব্য শত ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া পূর্ণেন্দু সেই খাটের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া জ্যোতিপ্রসাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বসুন।"

জ্যোতিপ্রসাদ সেই খাটের এক পার্শ্বে বেশ গম্ভীর হইয়া উপবিষ্ট হইল। পূর্ণেন্দুও সেই খাটের উপর তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিল; জ্যোতিপ্রসাদ তাহার কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া

ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "কোথায় হে, ঘরের মালিক কোথায় ? এ যে নিতান্তই গোবরে পদ্মফুল বলে মনে হচ্চে।"

পূর্ণেন্দু দ্বারের দিকে চাহিয়া, সেই রকম স্বরেই উত্তর দিল, "চুপ, আস্‌ছে।"

আস্‌ছে শুনিয়া জ্যোতিপ্রসাদ নিজেকে আরো একটু গম্ভীর করিয়া লইল। একটী বালিকা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া, দোল্‌নার সম্মুখে মেঝের উপর লজ্জাবতী লতাটির মত অতি সঙ্কোচিত ভাবে ঘাড়টি হেট করিয়া বসিল। বালিকার পরিধানে একখানি অৰ্দ্ধ মলিন খুব চওড়া পাড় শাড়ী। বালিকার বয়স আন্দাজ ত্রয়োদশের অধিক নহে। দেখিতে সুশ্রীও নহে, কুৎসিতও নহে। গড়নটী চলন সই ; দেহের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চক্ষু দুইটী। তাহাতে বেশ যেন একটু আকর্ষণী শক্তি আছে। বালিকা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর উপবিষ্টা হইলে পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কোথায় ? তাঁকে একবার ডাক।"

বালিকা মাথা না তুলিয়াই উত্তর দিল, "মা আস্‌ছে।"

জ্যোতিপ্রসাদ অতি তীব্র কটাক্ষে বালিকার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতে ছিল, আর মনে মনে ভাবিতে ছিল ইহার ভিতর বৈচিত্র্য কোথায় ? বালিকার এই জড়সড় ভাবটা সে একেবারেই পছন্দ করিতে পারিতেছিল না। গৃহস্থের কন্যা ও এই থিয়েটারের নর্ত্তকী এই দুয়ের ভিতর পার্থক্য কি ? সেই লজ্জা সেই সব।

এই বিশেষত্ব বর্জ্জিত বালিকার ভিতর পছন্দ করিবার মত সে কিছুই খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। দুই চারি মিনিট অতিবাহিত হইতে না হইতেই বালিকার মাতা আসিয়া গৃহের দরজার চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইল। পূর্ণেন্দু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, তা'হ'লে আপনি এ মাসের টাকাটা আগাম নিন, আর আমরা কবে থেকে আস্‌বো সেটা বলে দিন।"

বালিকার মাতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি দু-তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেল্‌বো,—আপনারা এই সাম্‌নের সোমবার থেকে আস্‌বেন। তা দেখুন অপনারা ভদ্রলোক, আপনারা যা বল্লেন, তার ওপর আর আমি কথা কইতে পাল্লুম না কিন্তু আপনারা একটু বিবেচনা কর্ব্বেন;—দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন ওর কিছুই নেই, সবই নতুন করে তৈরী কর্ত্তে হবে।"

পূর্ণেন্দু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমরা যখন আপনার মেয়েকে রাখ্‌ছি তখন আপনার মেয়ে যাতে সুখে থাকে সেটা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য,—সে বিষয় আপনাকে এত করে আর বল্‌তে হবে না।"

বালিকার মাতা মৃদু স্বরে বলিল, "তাহ'লে টাকাটা ওরই হাতে দিয়ে যান। আমি কাপড় কাছ্‌তে যাচ্চি এখন আর ঘরে ঢুকবো না।"

কথাটা শেষ করিয়াই বালিকার মাতা কলতলার দিকে চলিয়া গেল। পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিয়া টাকাটা বাহির করিতে ইঙ্গিত করিল। জ্যোতিপ্রসাদ পকেট হইতে দশখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া পূর্ণেন্দুর হস্তে দিল। পূর্ণেন্দু

জ্যোতিপ্রসাদের হস্ত হইতে টাকাটা লইয়া বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই নাও টাকাটা গুণে নাও।"

বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া পূর্ণেন্দুর হস্ত হইতে নোট কয়খানি গ্রহণ করিল কিন্তু গুনিবার কোনই ভাব প্রদর্শন করিল না। পূর্ণেন্দু কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, "টাকা গুণে নিতে হয় গুণে নাও।"

কথাটা পূর্ণেন্দু দুই তিন বার বলিবার পর বালিকা নোটকয়খানি ধীরে ধীরে একবার গুণিল। পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ক'খানা হ'লো?"

বালিকা মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "দশখানা।"

জ্যোতিপ্রসাদ নীরবে বসিয়াছিল,—এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে উঠিতে দেখিয়া পূর্ণেন্দুও উঠিয়া পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, ফিরিয়া পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এর নামটী কি তো শুন্‌তে পেলুম না?"

পূর্ণেন্দু বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার নামটী কি বল?"

বালিকা অবনত মস্তকে উত্তর দিল, "আশালতা!"

আর কেহই কোন কথা বলিল না;—জ্যোতিপ্রসাদ ও পূর্ণেন্দু উভয়েই গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদের মনে তখন কেবলই হইতেছিল, "আশা—সত্যই বালিকার ওই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর ভিতর কত আশাই ভরা। সে আশা কি তাহার পূর্ণ হইবে না! সে কথার উত্তর দিবে কে!"

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সহর সুষুপ্তির কোলে বহুক্ষণ নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি গভীর,—সাড়া নাই,—শব্দ নাই,—জগতবাসী নিদ্রার চির শান্তিময় কোলে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া মানুষ গাঢ় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন ;—রাত্রি সা সা করিতেছে। যখন সকলেই নিদ্রিত তখন একজনের চক্ষে নিদ্রা নাই ;—প্রভা স্বামীর আশাপথ চাহিয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। শিবনারায়ণ এখনও ফেরে নাই, কাজেঃ শত চেষ্টায়ও প্রভার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। কেমন করিয়া আসিবে? স্বামীর জন্য সতীর প্রাণের ভিতর অহর্নিশি যে আশঙ্কা ভাবনা তাল পাকাইয়া উঠে তাহা সতীই কেবল অনুভব করিতে পারে। কাজে ও বিনা কাজে শিবনারয়ণ রাত্রি তিন প্রহর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বাড়ী ঢুকিত না,—ঢুকিতে পারিত না এইটাই যেন তাহার স্বভাবে পরিনত হইয়াছিল। প্রভার নিকটেও তাহা আর নূতন ছিল না কিন্তু তথাপি সে শিবনারয়ণ বাটী না ফেরা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিত না। কেমন যেন একটা কিসের ভাবনা তাহার বুকের ভিতর তাল পাকাইয়া উঠিয়া তাহার চোখের ঘুমটা একেবারে নষ্ট করিয়া দিত।

এই ভাবে বিনিদ্রিত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া এটা যেন প্রভার একটা অভ্যাসের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—ইহাতে আর সে বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব করিত না।

প্রভা শয্যার উপর পড়িয়া একবার এ পাশ একবার ওপাশ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কন্যাটির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন আর সাধ মিটিতেছিল না,—সে মুখে সে তাহার স্বামীর মুখের ছায়া দেখিয়া থাকিয়া থাকিয়া এক একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিতেছিল। সেই সময় অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে শিবনারায়ণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর একটা আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল,—তাহাতে গৃহের সবটা অন্ধকার দূরীভূত হয় নাই। কেমন যেন সমস্ত ঘরটা ঘোলাটে হইয়াছিল। সব জিনিষ স্পষ্ট দেখা না যাইলেও অস্পষ্ট ভাবে সবই দেখা যাইতেছিল। শিবনারায়ণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একবার সমস্ত গৃহটার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া লইল। পালঙ্কের উপর স্ত্রী ও কন্যা দুইটীর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল;—সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রাণটা কেমন যেন আবেগে দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটি অঙ্গ হইতে খুলিয়া আল্‌নাতে টাঙ্গাইয়া দিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে যাইয়া শুইয়া পড়িল। এ সময় স্ত্রীকে ডাকা উচিত কি না তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পরিল না, কাজেই যেভাবে আসিয়া শয্যা লইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রভা এতক্ষণ উন্মেলিত চক্ষে গৃহের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, সে ভাবনা কেবল স্বামীরই কথায় পরিপূর্ণ। কেন আজ আবার এত রাত হইতেছে,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় রহিয়াছেন? ইঙ্গিত ইসারায় তাঁহার মুখে সে দিন যে কথা শুনিয়াছি সে কথা কি সত্য! এত দিন পরে কি আবার তিনি মোহের ফাঁসে আবদ্ধ হইবেন? না—না তাহাও কি কথন সম্ভব। তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার দেবতার ন্যায় স্বামী মোহের প্রলোভনে কিছুতেই পড়িতে পারেন না। স্বামার পদ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্রই প্রভা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল কিন্তু একটা কেমন যেন কৌতূহল তাহার প্রাণের ভিতর এমনি খোঁচা মারিতেছিল যে তাহার আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এত রাত্র পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে এইটুকু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন বাহিরে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু সে প্রাণের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিয়া কোন ক্রমে চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। শত কথা শত ভাবে প্রাণের ভিতর দাঙ্গা বাধাইলেও সে কোন কথাই কহিল না। মনের আসে পাশে কোনক্রমে ধৈর্য্যের বাধ দিয়া স্থির হইয়া রহিল।

পত্নী নিদ্রা যাইতেছে এ সময় আর তাহাকে ডাকিয়া বিরক্ত করা উচিত নয় ভাবিয়া শিবনারায়ণ বহুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

সে মহা বিরক্ত ভাবে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল। গৃহের বাহির দিকে আবার একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পত্নীর অঙ্গে মৃদু নাড়া দিয়া ডাকিল, "ওগো, একটু জল দিতে পারো। কেমন যেন তৃষ্ণা পাচ্ছে।"

প্রভা জাগিয়াই ছিল, কাজেই স্বামীর কথাগুলি অতি পরিষ্কার ভাবেই তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল। স্বামী জল চাহিয়াছেন এ অবস্থায় সে আর কিছুতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সে যদিও স্বামীর কথার কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তখনই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল ও স্বামীকে জল দিবার জন্য তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িল। প্রভা জলের একটী পরিপূর্ণ গ্লাস লইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবনারায়ণ পত্নীর হস্ত হইতে সেই জলের গ্লাসটা লইয়া এক চুমুকেই তাহার সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া শূন্য গ্লাসটা পত্নীর হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রভা স্বামীর সম্মুখে ঘাড়টি হেট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—স্বামীকে সমস্ত জলটা নিঃশেষ করিতে দেখিয়া সে অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর জল খাবে ?"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না জল যা খাবার তা যথেষ্ট হয়েছে। এখন নাও গ্লাসটা রেখে দিয়ে তুমি শোবে এস।"

প্রভা আর কোন কথা কহিল না,—ধীরে ধীরে যাইয়া গ্লাসটি যথাস্থানে রাখিয়া স্বস্থানে আসিয়া আবার মহা জড়সড় ভাবে শয়ন করিল। শিবনারায়ণ তখনও বসিয়াছিল,—সে বালিসের নিম্ন

হইতে সিগারেটের প্যাকেটটা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চাপ চাপ ধূম মুখ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ঘরখানা সিগারেটের গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আজ কয়েক মাস ধরিয়া সে যে মরিচীকা ধরিবার আশায় মোহে অন্ধ হইয়া শত মতলব আটিয়াও কোনরূপ সুবিধা করিতে পারে নাই। এত দিনে ভগবান তাহাকে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, মাছ টোপ গিলিয়াছে,—এক্ষণে খেলাইয়া তুলিতে পারিলেই হয়। এই সুসংবাদটা পত্নীকে দিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা আকুলি বিকুলী করিতেছিল কিন্তু কি করিয়া কথাটা উত্থাপন করে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শিবনারায়ণ টানের পর টান দিয়া সিগারেটটা প্রায় শেষ করিয়া আনিল কিন্তু তথাপি স্ত্রীকে যে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যেন মহা বিরক্ত ভাবে সেই অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেটটা ছুড়িয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া,—ধড়াস করিয়া আবার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। প্রভা পাশ ফিরিয়া কন্যার দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল,—শিবনারায়ণ মহা আদরে তাহার হাতখানি ধরিয়া মৃদু টান দিল। প্রভা কোন কথা কহিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। প্রভার মুখখানি আজ বড়ই ম্লান,—তাহার সমস্ত মুখখানির উপর কে যেন আজ বিষাদের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। প্রভা পাশ ফিরিয়া স্বামীর দিকে ফিরিবা মাত্র শিবনারণের দৃষ্টি তাহার সেই বিষাদমাখা মুখখানির উপর পতিত হইল। শিবনারায়ণ বোধ হয়

পত্নীর মুখে এ ভাব আশা করে নাই,—তাই সে বেশ একটু অবাক ভাবে পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অতি মৃদু মোলাম স্বরে বলিয়া উঠিল, "একি তোমার মুখখানা আজ এত শুখনো শুখনো কেন? কি হয়েছে তোমার? মুখে সে হাসি নেই, মুখখানা চুণকরে রয়েছ,—কেন কেউ কি কিছু বলেছে? না কোন অসুখ বিসুখ করেছে?"

প্রভা কোন উত্তর দিল না,—সে এ কথার কি উত্তর দিবে? শ্রাবণের জল ভরা মেঘের মত তাহার চোখের পল্লব দুইটী কানায় কানায় জল লইয়া উচ্ছ্বলিয়া ছিল স্বামীর এই একটী সোহাগের কথায় সে জল সে আর কিছুতেই চোখের কোলে ধরিয়া রাখিতে পারিল না,—ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। পত্নীর নয়ন বহিয়া সহসা ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়া শিবনারায়ণ কেমন যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে বড় একটা চোখের জলের ধার ধারিত না। হাসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া ফাঁকার উপর দিয়া সময়টা কাটাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার আবাল্য স্বভাব। সে পারত পক্ষে বড় একটা গোলমালের ভিতর নিজেকে জড়াইত না,—জড়াইতে চাহিত না কিন্তু আজ একি ব্যাপার পত্নীর চোখে জল? শিবনারায়ণ বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল,—কাজেই সে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বেশ একটু বিস্ময় সূচক স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বলি ব্যাপার কিগো! শুধু শুধু কাঁদছ কেন? আচ্ছা জ্বালা তো! নাও চোখের জল ফেল না।"

মুস্কিল আসান

শিবনারায়ণ পত্নীর কাপড়ের অঞ্চলটা টানিয়া লইয়া মহা আদরে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আচ্ছা তুমি শুধু শুধু কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে তোমার ? কেউ কি তোমায় কিছু বলেছে ! কোন কথা না বল্‌লে কেমন করে বুঝবো বলো। চোখের জলে তো বিছানা ভেসে যাবার মত হ'লো। কি হয়েছে বলো। কেউ কি তোমায় কিছু বলেছে ?"

প্রভা চোখের জল দমন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু অবাধ্য চোখের জল কোন বাধাই মানে না,—সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "না।"

শিবনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—মহা বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে ?"

এ তবের উত্তর কোন পত্নীই পতির সম্মুখে দিতে পারে না। কণ্ঠের স্বর কে যেন চাপিয়া ধরে। সে কেমন করিয়া বলিবে,—তুমি মোহে অন্ধ হইয়া বিপথগামী হইতেছ,—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিতেছ। তোমারই জন্য আমার সমস্ত প্রাণটা আজ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আমি চোখের জল কিছুতেই রাখিতে পারিতেছি না। বুক ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও এ কথা কি কোন স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে বলিতে পারে ? একথা কি বলিবার ? প্রভা বালিসের ভিতর মুখ লুকাইয়াছিল, সেই ভাবেই অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে আবার উত্তর দিল, "পৃথিবীতে আমার দ্বারা কেউ সুখী হতে পাল্লে না। বাবা ছেলে বেলায় মারা গেছেন,—মাকে এক

দিনের জন্যও সুখী কর্ত্তে পারিনি,—তুমিও আমাকে নিয়ে সুখী হতে পাল্লে না। এমনি পোড়া অদৃষ্ট আমার—"

প্রভা আরো কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে পারিল না অশ্রু তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে বালিসের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আবার ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিবনারায়ণের নিকট ব্যাপারটা এতক্ষণ একেবারেই অস্পষ্ট ছিল, কাজেই তাহার নিকট সমস্তই অন্ধকার ঠেকিতেছিল,—পত্নীর কথায় এতক্ষণে সে যেন বেশ একটু আলো দেখিতে পাইল। এতক্ষণে পত্নীর ম্লান মুখ,—অশ্রুপাত প্রভৃতির কারণ ছাপার অক্ষরের মত তাহার নিকট একেবারে স্পষ্ট হইয়া পড়িল। পত্নী নীরব হইবা মাত্র সে একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার এই বিকট হাসিতে প্রভা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে বালিসের ভিতর হইতে মুখখানি বাহির করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। শিবনারায়ণ সেই ভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "এই ব্যাপার আমি ভেবে ছিলাম না জানি কি একটা বিরাট ব্যাপার ঘটেছে। সত্যিই এ একটা কথার মত কথা। কথাটা যেমন মধুর তেমনি মিষ্টি,—বল্‌তেও খাসা শুন্‌তেও বেশ। চোখের জলতো যা কিছু ছিল প্রায় সবই শেষ করে ফেলেছ; কারণ কি না তোমার দ্বারা জগতে কেউ সুখী হতে পাল্লে না। বেশ আছ যা হক্‌,—তোমার দ্বারা যে কেউ সুখী হতে পারেনি এ কথাটা বুঝলে কি করে? কেউ কি তোমার

কাণে ধরে বলেছে,—ওগো আমি তোমার দ্বারা সুখী হ'তে পাল্লুম না।"

প্রভা তাহার স্বামীকে কথাটা আর শেষ করিতে দিল না,—মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কথা কি আর কেউ কাউকে বলে, না এ কথা বলতে হয়। আমি কি আর এ টুকু বুঝতে পারিনি। তুমি যদি আমার দ্বারা সুখী হতে তাহ'লে কি আর এমন করে থিয়েটারের একটা ছুড়ির জন্যে পাগল হ'তে।"

শিবনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া পত্নীর কথা গুলি শুনিতেছিল, পত্নী নীরব হইবা মাত্র বলিয়া উঠিল, "ও এই কথা,—আচ্ছা দাঁড়াও একটা সিগারেট ধরাতে দাও,—তারপর তোমার এ কথার জবাব দিচ্ছি।"

শিবনারায়ণ শুইয়াছিল উঠিয়া বসিল। আবার বালিসের নাচে হইতে সিগারেটের প্যাকেটটা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। প্রভা তাড়াতাড়ি স্বামীর কথার উত্তরে আবার বলিল "জবাব দেবার আর ভাবনা কি জবাব যা হয় একটা দিলেই হ'লো। কিন্তু যা কচ্ছো এটা কি ভালো,—না এটা করা তোমার উচিত।"

শিবনারায়ণের মুখ হইতে তখন সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়াপাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহির হইতেছিল, যে সিগারেটটা মুখ হইতে বাহির করিয়া,—ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "ভালোও নয় উচিতও নয়, সবই জানি, সবই বুঝি। কিন্তু জেদ্

ব'লে একটা জিনিষ যে পৃথিবীতে আছে সেটাও তো জান। এ হ'লো সেই জেদ্। পুরুষ কেমন জান সিংহের মত। আর এই জেদই হ'লো তার পুরুষত্ব। যে পুরুষের জেদ্ নেই তাকে পুরুষ বলেই গন্য করা যায় না। এই জেদ্ বজায় করবার জন্যে যদি পুরুষকে বাঘের মুখে যেতে হয়,—তাও তার যাওয়া উচিত তবু মেয়ে মানুষের মত ভয়ে ঘরে খিল দিয়ে ব'সে থাকা উচিত নয়। পোড়ন না খেলে কি কখন সোনা খাঁটী হয়? তবে এর জন্যে তোমার চিন্তা কববার কোন প্রয়োজন নেই,—মুখ চুণ করবারও কোন কারণ নেই। এ বুকে তুমি যে আঁচড় টেনেছ, সে আঁচড় মোছবার নয়, সেখানে আর দাগটী পর্য্যন্ত পড়বার সম্ভাবনা নেই। এ গুলো কি রকম জান কতকটা যেন হাউইবাজীর মত, ফস্ করে উঠে গেল, —মনে হ'লো যেন আকাশ ছুঁলে আর কি,—দুচারটে ফুলটুলও কাটলে তারপর সেই যে প্যাকাটি সেই প্যাকাটি ভিন্ন আর কিছু নয়।"

শিবনারায়ণ এক নিশ্বাসে একেবারে এত গুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া, সিগারেটটায় আবার জোর জোর গোটা দুই টান দিয়া এক রাশ ধোয়া ছাড়িয়া দিল। প্রভা মৃদু স্বরে বলিল, "এ কাজে আবার জেদ্ কি, ভালো কাজ করবারই মানুষের জেদ্ করা উচিত। ডুববো বলে যদি আমি জেদ্ ধরি সে জেদ্‌টা পাগ্‌লামী ভিন্ন আর কি বলো না। সে যাই হ'ক্ তোমাকে কেউ যে নিন্দে কর্ব্বে তা আমি কিছুতেই সইতে পার্ব্বো না।"

ক্রমান্বয় টানে শিবনারায়ণের সিগারেটটা পুড়িয়া শেষ হইয়া

আসিয়াছিল, সে সেটাকে মেজেতে ফেলিয়া দিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "সইবো না বল্লে চল্‌বে কেন? মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন তখন তো সইতেই হবে। ওর জন্যে ভাবলে চল্‌বে না। কে কি বল্‌ছে না বল্‌ছে তা জানবার তোমার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু এইটুকু দেখবে তোমার স্বামী যথার্থ মানুষ আছে কি না, সে তার কর্ত্তব্য কচ্ছে কি না। যখনি দেখ্‌বে সে তার কর্ত্তব্য থেকে হঠে গেছে, তখনি তার কাণটা ধরে বলে দেবে, ওগো মশাই তুমি তোমার কর্ত্তব্য থেকে হ'ঠে যাচ্ছ। তোমার মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে।"

প্রভা কোন উত্তর দিল না স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। শিবনারয়ণ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "এত কথা তোমায় বলতুম না কিন্তু আজ বলা প্রয়োজন হয়েছে বলেই এত কথা বল্লুম। তুমি আমার স্ত্রী দেহের অর্দ্ধেক,—তোমার কাছে কিছুই লুকান উচিত নয়। আজ সেই ছুড়িকে টাকা দিয়ে আসা হয়েছে, কাল আমরা সবাই সেখানে যাব। সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করো না,—মনের সব কালি ধুয়ে মুছে ফেল,—শুধু এইটুকু মনে রেখ আমি তোমার স্বামী;—জীবনে মরণে তোমারই স্বামী থাক্‌বো।"

প্রভা মৃদু স্বরে বলিল, "লোকে বলে ও জায়গা বড় খারাপ, ওখানে গেলে মানুষ একেবারে উচ্ছন্ন যায়। ওদের সংস্পর্শে এলে মানুষ একেবারে পশু হয়,—তার আর মনুষ্যত্ব কিছু থাকে না। কাজ কি অমন জায়গায় গিয়ে, সবাই যাদের ঘেন্না করে—সবাই যা
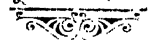
খারাপ বলে সে কাজ করা কিছুতেই উচিত নয়। আমার কথা রাখ ও জায়গায় গিয়ে কাজ নেই।”

পত্নীর কথায় শিবনারায়ণ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, “কাজ নেই বলেই অকাজকে কাজ বলে নিতে হয়। ও জায়গা খুব খারাপ জানি ও জায়গায় গেলে মানুষ উচ্ছন্ন যায় তাও বুঝি। তবু যেতে হবে কেন না প্রথম জেদ্,—দ্বিতীয় নেশা,—তৃতীয় খেয়াল। তবে আমি যখন তোমার স্বামী আমার কথায় তখন তোমায় বিশ্বাস করা উচিত আমি তোমার—আমি তোমার—আমি তোমার,—চিরদিনই তোমার থাক্‌বো।

শিবনারায়ণ আদর ও সোহাগে পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইল। প্রভার কণ্ঠ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া আবেগে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
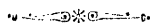
রাত্রি আট্‌টার সময় পূর্ণেন্দু আসিয়া জ্যোতিপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেদিন তাহার বেশের ভাবটা বেশ একটু চটক্ দিয়া উঠিয়াছিল। সাদা ধপধপে কাপড়ের উপর সাদা ধপধপে পাঞ্জাবী। তাহার উপর মাথার চুলগুলি বেশ কেয়ারী করিয়া আচড়ান। তাহাকে আর জ্যোতিপ্রসাদকে ডাকিয়া কষ্ট পাইতে হইল না, সাজ্‌গোজ্ করিয়া তাহারই অপেক্ষায় বাটীর দ্বারে জ্যোতিপ্রসাদ পায়চারী করিতেছিল। সে পূর্ণেন্দুকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

"কেন বন্ধু এত দেরী,
ধৈর্য্যধরা ভার;
ভব সিন্ধু পারে যেতে,
তুমি কর্ণ ধার।"

পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের তখন একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি কর্ব্বো আফিস্ থেকে ফির্‌তেই দেরী হয়ে গেল। একাউন্ট্ আর কিছুতেই মিল্‌তে চায় না। যেদিন ভাবি সকাল সকাল বেরুবো সেই দিনই একটা না

একটা গোলযোগ। আমার কি আর কাজে মন লাগছিল, বেরুবার জন্যে প্রাণটা একেবারে ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ কচ্ছিল। তা এমন বেশী কিছু রাত হয় নি,—এই সবে আট্‌টা।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "রাততো আট্‌টা, আমরা যে আজ যাব সেটা তো তারা জানে। শেষকালে না সেই রকম হয়ে বসে,—

সাজা গোজা শুধু সার।
দেখা পাওয়া হ'লো ভার॥

পূর্ণেন্দু জ্যোতিপ্রসাদের কথার মাঝখানেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না সে জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না। সে সব ঠিক ঠাক হয়ে আছে, আমি আফিসে বেরুবার সময় তার মাকে ব'লে গেছি যে আজ আমরা রাত্তির আট্‌টা থেকে নটার মধ্যে আস্‌বো। না চলুন আর দেরী করে কাজ নেই, আপনি শিবনারায়ণ বাবুকে বলে রেখেছেন তো। তার জন্যে আবার না সব গোলমাল হয়ে যায়।"

জ্যোতিপ্রসাদ একটা সিগারেট ধরাইতে উদ্যত হইয়াছিল, সে সেটাকে মুখ হইতে নামাইয়া বলিল, "তার জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না, তার প্রয়োজন আমাদের চেয়েও বেশী। আমাদের এই দেরীতে তার প্রাণের ভেতর এতক্ষণ বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেধেছে। এ বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ, এর নেষায় যিনি পড়েছেন তিনিই মরেছেন।"

প্রাণের ভেতর ঢুক্‌লে পীরিত,
প্রাণ বাঁচান দায়।
চক্ষু বুজে আস্ত মানুষ
শুধু খাবি খায়॥"

পূর্ণেন্দু যাইবার জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার আর বাজে কথা শুনিবার মোটেই অবসর ছিল না। সে জ্যোতিপ্রসাদের কথার আর কোন উত্তর না দিয়াই শিবনারায়ণের বাটীর উদ্দেশে অগ্রসর হইল;—কাজেই বাধ্য হইয়া জ্যোতিপ্রসাদকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল। রাস্তায় তাহাদের আর বিশেষ কোন কথা হইল না বেশ একটু দ্রুতপদে অতি সত্বরই তাহারা শিবনারায়ণের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইল। শিবনারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া তাহাদেরই অপেক্ষায় উপরের বৈঠকখানা গৃহের গবাক্ষের নিকটে রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল;—দুই বন্ধুকে তাহার বাটীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে উপর হইতেই সাড়া দিল, "দাঁড়াও যাচ্ছি।"

পর মুহূর্ত্তেই শিবনারায়ণ আসিয়া দুই বন্ধুর সংখ্যা তিন বন্ধুতে পরিণত করিল; মৃদু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হ'লো যে?"

জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেরীর কারণ কি পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞাসা কর। আমার কোন অপরাধ নেই,—আমি সূর্য্যি অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়েছিলুম।

পূর্ণেন্দুর আফিসে আজ একেবারে কাজের ভিড় পড়ে গেছ্‌লো, কাজেই ওর আস্‌তে দেরী হয়ে গেছে। ওতো ধরা কথা যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যে হয়। যাক্‌ আর বাজে কথায় প্রয়োজন নেই আট্‌টা থেকে ন'টা সময় দেওয়া হয়েছে—চল বেরিয়ে পড়া যাক্‌।"

শিবনারায়ণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "হেঁটে যাব সে কি হে, একটা ট্যাক্সি চাই।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কথা বটে ভড়ং দরকার ও সব জায়গায় যত ভড়ং দিতে পার্ব্বে ততই খাতির জমবে। দাও আর না দাও তুমি যে একটা মস্ত হোমরা চোমরা বড়লোক এইটুকু জানাতে পাল্লেই হ'লো। দুত্তোর কাজের মাথায় মারী ঝাড়ু। নাও এখন আর ট্যাক্সির জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই, চল এগুনো যাক্‌,—রাস্তা থেকে একখানা নিলেই হবে।"

শিবনারায়ণের ইচ্ছাটা ছিল বাটীর দরজা হইতেই ট্যাক্সিতে চড়ে। যে কার্য্যের যাহা ব্যবস্থা তাহা গোড়া হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষণে ট্যাক্সি আনিতে বিলক্ষণই বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কাজেই মহা অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পদব্রজেই অগ্রসর হইতে হইল; কিন্তু ভগবান তাহার প্রতি বোধ হয় বিশেষ সদয়ই ছিলেন, তাহাকে অধিক দূর পদদ্বয় ব্যবহার করিতে হইল না। শিবনারায়ণের বাটী হইতে বাহির হইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই

একখানা ট্যাক্সি মিলিল। তিন বন্ধু সেই ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া মহা ব্যস্তভাবে গন্তব্য স্থানে রওনা হইল।

ট্যাক্সি বাইয়া যখন সেই মোহ রাজ্যের দ্বারে দাঁড়াইল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। যে পল্লীতে শিবনারায়ণের মোহরাণী অবস্থান করিতেছিলেন সেটা ভদ্রপল্লী,—কাজেই আসে পাশে বিশেষ কোন গোলমাল নাই। শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদ ট্যাক্সিতে বসিয়া রহিল,—আমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এই সংবাদটা প্রদান করিবার জন্য পূর্ণেন্দু বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল। এইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে হইবে জানিয়া ট্যাক্সিওয়ালা, গাড়ীর আলো নিবাইয়া তাহার সচেতন ট্যাক্সিখানাকে একেবারে অচেতন করিয়া দিল। শিবনারায়ন ও জ্যোতিপ্রসাদ দুইজনে দুইটা সিগারেট ধরাইয়া নীরবে বসিয়া আশা ও নিরাশার ভিতর হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল পূর্ণেন্দুর দেখা নাই, সে যে সেই বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার পর আর তাহার কোন সংবাদ নাই। এরূপ অবস্থায় এতটা সময় নীরবে ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা সে একটা মহা কষ্টকর ব্যাপার। শিবনারায়ণ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। সে জ্যোতিপ্রসাদের গা ঠেলিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "কি হে এ ব্যাপার কি? পূর্ণেন্দু সেই যে গেল আর যে ফির্‌তে চায় না। সে কি অহল্যার মত একেবারে পাষাণ হয়ে গেল নাকি হে?"
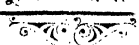
জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না হে না পাষাণ হয়নি সে ঠিকই আছে। সবুর কর ধৈর্য্য ধর। প্রমথ বাবু আসছে তাই বোধ হয় মেয়েকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছে। সবুর—সবুর—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য। যখন দরজা অবধি এসেছি তখন কাজ নিশ্চয়ই হতে হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু ভাই আমার কেমন ভালো বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হয় আবার কোন গোলমাল বেধেছে।"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় বলিল, "কোন গোলমাল বাধতে পারে না, গোলমাল বাধবার যা গোড়া তা বাঁধা হয়ে গেছে। টাকাটা যখন হাতে ক'রে নিয়েছে তখন শীগ্‌গির বড় একটা গোলমাল বাধবে না। একশো টাকা,—কর্‌করে দশখানা নোট এ কি সোজা কথারে ভাই। যত গোলই বাধুক ওইখানে এসে সব চোস্ত হয়ে যাবে। শুধু একটু ধৈর্য্যের প্রয়োজন।"

শিবনারায়ণ আর কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। জ্যোতিপ্রসাদও নীরব। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল,—রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যেখানে ট্যাক্সিখানা দাঁড়াইয়াছিল সেটা একটা গলি পথ, রাত্রির গভীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে পথে লোক চলাচলও ক্রমেই বিরল হইয়া উঠিল। কিন্তু পূর্ণেন্দুর তথাপি দেখা নাই। সহসা শিবনারায়ণ জ্যোতিপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "না ভাই আমার
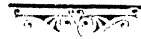
আর ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব। আর এ রকম ভাবে বোসে থাকা কিছুতেই চলে না। রাত্তির বারটা বাজ্‌তে চল্লো আর এমন করে মানুষ কাহাতক্‌ বসে থাক্‌তে পারে। নাও ভাই তুমি পূর্ণেন্দুকে ডাকবার যা হয় ব্যবস্থা কর।"

জ্যোতিপ্রসাদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাইতো হে এ ব্যাপার কি? পূর্ণেন্দুকে গুমি কল্লে নাতো। দুটী ঘণ্টা পাকা হতে চল্লো, কথাতো বড় ভালো বলে বোধ হচ্ছে না। ওহে ট্যাক্সিওয়ালা যাও দেখি বাবু এই বাড়ীর ভেতর ঢুকে বাবু বাবু বলে গোটা কতক হাক্‌ ছাড় দেখি।"

জ্যোতিপ্রসাদের আদেশ পাইয়া ট্যাক্সিওয়ালা সেই বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বাবু বাবু করিয়া খুব কয়েকটা জোর হাক ছাড়িয়া দিল তাহার পর বাহিরে আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু বল্লেন, বাবু আস্‌ছেন।"

জ্যোতিপ্রসাদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবু ভালো বাবুর সাড়া পেয়েছ তো?"

ট্যাক্সিওয়ালা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

জ্যোতিপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলিল, "যাহক্‌ তবু একটা দুর্ভাবনা ঘুচ্‌লো। বোঝা গেল বেঁচে আছে।"

শিবনারায়ণ কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোটেই রহিয়া গেল, পূর্ণেন্দু আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পূর্ণেন্দুকে বাটী হইতে বাহির হইতে

দেখিয়া দুই বন্ধুতেই মহা ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে এতক্ষণ কি কচ্ছিলে। সেই যে গেলে তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই।"

পূর্ণেন্দু গাড়ীর ভিতর মাথা আনিয়া বেশ একটু ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিল, "মহা গোল বাধিয়েছে,—শিবনারায়ণ বাবুকে আপনার পাশে দেখে ওরা ঘাব্ড়ে গেছে।"

জ্যোতিপ্রসাদ মহা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বা শিবনারায়ণ বাবুকে দেখে ঘাব্ড়ে যাবার কারণ কি? আমার বন্ধু আমার সঙ্গে আস্‌বে না। তুমি সে কথা বল্‌তে পার্লে না।"

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "বলা যথেষ্ট হয়েছে, এই দু' ঘণ্টা ধরে সেই কথাই বলা হচ্ছিলো। তারা বলে জ্যোতি-প্রসাদ বাবু ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চান এখনি নিয়ে যান, কিন্তু শিবনারায়ণ বাবু ওর সঙ্গে থাক্‌লে আমরা ওকে পাঠাতে পারিনি।"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিল. "পাঠাতে না পার্‌তে পারে ঘরে তো বসাতে পারে? তুমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করে এসো,—গাড়ীতে রাস্তার মাঝে এ রকম করে কাহাতক্ বসে থাকা যায়।"

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাতে কোন আপত্তি নেই।"

জ্যোতিপ্রসাদ উত্তর দিল, "তবু একবার জিজ্ঞাসা করে এস।

ও জাতের কিসে আপত্তি আর কিসে আপত্তি নয় তা বোঝা বড় কঠিন।”

পূর্ণেন্দু আর কোন কথা কহিল না, জ্যোতিপ্রসাদ ও শিব নারায়ণ ঘরে আসিয়া বসিতে পারে কি না সেইটুকু জানিয়া আসিবার জন্য আবার বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শিবনারায়ণ এতক্ষণ একটীও কথা কয় নাই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পূর্ণেন্দু বাটীর ভিতর আবার প্রবিষ্ট হইলে, সে মহা বিরক্ত ভাবে জ্যোতি-প্রসাদকে বলিল, “আর কেন ভাই চল ফিরে যাওয়া যাক। দেখ্‌ছ না এদের মতলব খারাপ।”

শিবনারায়ণের কথায় ভঙ্গিমায় ও মুখ চোখের ভাবে জ্যোতি-প্রসাদ হাসিয়া ফেলিল, সে হাসিতে হাসিতে তাহার কথার উত্তর দিল, “এইবার এতক্ষণে তুমি যাহক্ একটা নতুন কথা শুনিয়েছ। এদের মতলব খারাপ। মানুষকে উচ্ছন্ন দেবার জন্যে ভগবান যে জাতকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের মতলব কোন দিন ভালো হ'তে পারে? তাদের মতলব ভালো নয় তাতো জানাই আছে কিন্তু যখন এতদূর এগুনে গেছে তখন সহজে ফিরতে পারি কি। জানতো আমার বৃহন্নলার মত প্রতিজ্ঞা, যখন এসেছি তখন শেষ অবধি দেখে যেতেই হবে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় মরে।”

শিবনারায়ণ কোন উত্তর দিল না। বসিয়া বসিয়া সে একে-বারে তিতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মহা বিরক্ত ভাবে
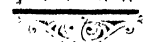
পকেট হইতে আবার সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে যাইতে ছিল, সেই সময় একটা খোট্টা বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু, আপনাদের বাড়ী ভেতর ডাক্‌ছেন।"

জ্যোতিপ্রসাদ শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিল, "এসো একবার ভেতরে গিয়েই দেখা যাক ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়িয়েছে।"

শিবনারায়ণ মহা বিরক্ত ভাবে উত্তর দিল, "তুমি যাও ভাই আমি এইখানেই বসে থাকি। ভেতরে ঢুক্‌তে আমার আর ইচ্ছে কচ্ছে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখানে কি ভাই আর অভিমান করা সাজে। এটা একটা মহা তীর্থ। এখানে মান অভি-মান, লজ্জা ভয়, স্তুতি নিন্দা সব বাহিরে রেখে তবে মন্দিরের ভেতর ঢুক্‌তে হয়। এ মন্দিরে ঢুক্‌লেই মানুষ অমনি সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেব হয়ে দাঁড়ায়। ভেদাভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, মান অপমান কিছুই থাকে না সব একাকার হয়ে যায়। চল আর অভিমান করে কি কর্ব্বে বল,—যে বিয়ের যে মন্ত্র।"

জ্যোতিপ্রসাদ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া ছিল, শিবনারায়ণও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর দুই বন্ধুতে সেই বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল। জ্যোতিপ্রসাদের ঘরটা জানা ছিল কাজেই সে অগ্রে অগ্রে আর শিবনারায়ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়া সেই গৃহের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। পূর্ণেন্দু গৃহের ভিতর পালঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়াছিল, জ্যোতিপ্রসাদ ও

শিবনারায়ণকে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে মহা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "আসুন, দাঁড়ালেন কেন, ঘরের ভিতর আসুন ”

গৃহের ভিতর একটী যুবতী,—বয়স আন্দাজ উনিশ কুড়ি পূর্ণেন্দুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদ মহা সঙ্কোচিত ভাবে সেই মহাতীর্থের নাটমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জ্যোতিপ্রসাদ ও শিবনারায়ণ ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সেই পালঙ্কের একপার্শ্বে ঘাড়টী হেট করিয়া মহা ভালো মানুষটীর মত উপবিষ্ট হইল। যে যুবতীটি গৃহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সে শিবনারায়ণের পরিচিত, সে শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহারই নিকটে বেতের দোল্‌নাটার সম্মুখে মেজের উপর ঘাড়টি হেট করিয়া আশা শত আশা ছড়াইয়া বিরাজ করিতেছে। যে আশার আশায় আজ শিবনারায়ণ দুই ঘণ্টা কাল ট্যাক্সিতে বসিয়াছিল, যাহার আশায় সে এই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে,—সম্মুখে সেই আশা চারিদিকে শত আশা ছড়াইয়া মোহরাজ্য পাতিয়া বসিয়াছে। শিবনারায়ণের মনের ভিতর তখন কি হইতেছিল অন্তর্য্যামীই কেবল তাহা বলিতে পারেন। সেই যুবতীটি আশার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যাও তো মা গোটাকতক পান নিয়ে এস।"

আশা উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে পান আনিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিপ্রসাদ ও শিবনারায়ণের দিকে ফিরিয়া পূর্ণেন্দু বলিল, "ইনি হ'লেন আশার ছোট মাসি। ইনি

কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছেন না যে আপনি আশার বাবু হবেন, ওর বিশ্বাস শিবনারায়ণবাবুই আশার বাবু হবেন। আপনি কিছুই নন,—শুধু ঢালের মত শিবনারায়ণ বাবুর আচ্ছাদন হয়েছেন।"

জ্যোতিপ্রসাদ সেই যুবতীর দিকে চাহিল। যুবতীকে সুরূপা তো বলা একেবারেই চলে না তবে একেবারে কুরূপাও নহে। বর্ণ শ্যাম, গড়ন ছিপ্‌ছিপে। আবভাবে বেশ ভাবোন আছে। সে মৃদুস্বরে বলিল,—"আপনার এটা বিশ্বাস করবার কারণটা কি হ'লো? আর সত্যিই যদি তাই হয় তাতেই বা আপনাদের বিশেষ কি এসে যাচ্ছে। আপনার বোনঝিটির আমিই বাবু হই, আর শিবনারায়ণই বাবু হ'ক—যে হ'ক একজন বাবু হ'লেই হ'লো। এই না কথা।"

সেই যুবতী খন্‌খনে গলায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এই না কথা নয়,—এর ভেতর বিস্তর কথা আছে। তা না হ'লে আপনাদের এতক্ষণ ওইভাবে গাড়ীতে বসে থাক্‌তে হ'তো না। যেমন এসেছিলেন তেম্‌নি আশাকে নিয়ে চলে যেতে পার্ত্তেন। কিন্তু এর ভেতর একটু গোল আছে বলেই আপনাদের এত কষ্ট পেতে হ'লো। এখন সত্যি ক'রে বলুন দেখি কে আশার বাবু?"

জ্যোতিপ্রসাদ উত্তর দিল,—"কে আশার বাবু সেটা নাই বা জান্‌লেন। এই দু'জনের ভেতর একজন বাবু এইটুকু জান্‌লেই তো হ'লো।"
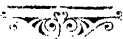
আশা একখানি রেকাবী করিয়া পান লইয়া আসিয়াছিল, সে সেই রেকাবীখানি জ্যোতিপ্রসাদ ও শিবনারায়ণের মধ্যস্থলে রাখিয়া যেখানে বসিয়াছিল সেইখানে আবার যাইয়া চুপটি করিয়া বসিল। সেই যুবতী জ্যোতিপ্রসাদের কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না তা হবে না। আপনি যদি বাবু হ'ন্ তা'হলে আমাদের কোন কথা বল্‌বার নেই, আর যদি শিবনারায়ণ বাবু বাবু হন্ তা'হলে আমাদের অনেক কথা বল্‌বার আছে।"

শিবনারায়ণ জ্যোতিপ্রসাদের কাণের নিকট মুখটা আনিয়া বলিল,—"আর ঢেকে কাজ নেই ভাই, সত্যি কথাই বলা ভালো যা হবার এখনিই হয়ে যাক্।"

জ্যোতিপ্রসাদ শিবনারায়ণের কথার কোন উত্তর দিল না,—সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"আপনি যখন এত করে জান্‌তে চাইছেন তখন সত্যি কথাই বলা ভালো। শিবনারায়ণ-বাবুই আপনার বোন্‌ঝিটির বাবু।"

জ্যোতিপ্রসাদের কথায় যুবতী মুখখানি রীতিমত ভার করিয়া বলিল,—"আমরা তা আগেই বুঝেছি। কিন্তু এ কাজটা শিবনারায়ণ বাবুর একেবারেই ভালো হয়নি। তার যদি আসবারই ইচ্ছে ছিল তিনি কেন সোজাসুঝি এলেই পার্ত্তেন। এমন করে আসাটা কি তার উচিত হয়েছে।"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ একটু বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"অন্যায়টাই বা কি হয়েছে, আর যদিই বা অন্যায় হ'য়ে থাকে

সেটা তো এখনি আপোষে মিটিয়ে নিলেই হ'লো। তিনি সোজা না এসে একটু বেঁকে এসেছেন,—এই না আপনাদের কথা তা সেই বাঁকাটুকু এখনিই তো আপনারা সোজা করে নিতে পারেন। তার জন্যে এত কথাই বা হচ্ছে কেন আর আপনারাই বা এমন বেঁকে দাঁড়াচ্ছেন কেন? আপোষে মিটিয়ে নিন্ সব গোল চুকে যাক্।"

সেই যুবতী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বেশ একটু ভাবন দিয়া উত্তর দিল,—"আমরা চিরকালই সোজা, সোজাভাবে থাক্‌বো, আপনারই তো বাঁকা হ'য়ে আমাদের বাঁকা ক'রে দিচ্ছেন।"

জ্যোতিপ্রসাদ যুবতীকে বাধা দিয়া বলিল,—"আর বাকায় কাজ কি,—আমরা তো সোজা হ'য়ে প'ড়েছি,—এইবার আপনারাও সোজা হ'য়ে পড়ুন।"

দরজার অন্তঃরালে আশার মাতা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এইবার তিনি দরজার ভিতর মাথাটা একটু বাড়াইয়া ধরিলেন,—"দেখুন আমাদের সোজা বাঁকার কিছুই নেই, তবে কথা হচ্ছে কি জানেন শিবনারায়ণবাবুর কাছে আমরা অনেক আশা করি, তিনি বড়লোক ইচ্ছে কল্লেই দিতে পারেন তাঁর কাছে আমরা চাইবই বা না কেন। আর তিনিই বা না দেবেন কেন। তার অন্ততঃ পক্ষে একটা কিছু দেওয়া তো উচিত।"

জ্যোতিপ্রসাদ মহাততপর স্বরে বলিল,—"কি চান সেটা স্পষ্ট বলুন।"

আশার মাতা সেই স্বরেই উত্তর দিল, "সেটা আর আমরা কি বল্‌বো, সেটা ওঁরই বিবেচনা করা উচিত। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন ওর কিছুই নেই। দশজনের সাম্‌নে এইভাবে বেরুলে ওঁরই নিন্দে হবে। যা'হক্‌ একটু আধটু সোনাও তো গায়ে থাকা উচিত।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই কথা।"

সেই যুবতী আবার একটু হাসির রসান দিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই কথা নয়, শিবনারায়ণ বাবুকে ওকে একজোড়া চুড়ি দিতেই হবে,—তা না হ'লে কিছুতেই হবে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এর জন্যে এত কথা, একজোড়া চুড়ি পেলেই তো আপনাদের সব গোল মিটে যায়, আচ্ছা আমরা আপনার বোনঝিটিকে একজোড়া চুড়ি দেব প্রতিশ্রুত হ'লেম,—বেশ আর তো কোন কথা নেই।"

সেই যুবতী হাসিয়া ঢলিয়া ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল, "না আর আমাদের কোন কথা নেই, এখন আপনারা একে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, আর আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

তাহার পর সে আবার আশার দিকে ঘাড়টা বাঁকাইয়া বলিল,—"নাও মা, এইবার তুমি তোমার বাবুদের বুঝে পড়ে নাও, রাত ঢের হ'য়েছে আমি এখন চল্লেম।"

জ্যোতিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা

আপনি এর মধ্যে যাবেন কোথায়,—তাও কি কখন হয়, আপনি হ'লেন মাস্‌শাশুড়ী আপনার সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনি এর মধ্যে যাবেন কোথায়?"

যুবতী ফিক্ করিয়া একটু হাসিল,—হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার মশাই আর দাঁড়াবার সময় নেই,—ঘর ফেলে অনেকক্ষণ এসেছি। এখন আর আলাপ হবার ভাবনা কি,—আলাপ হবার ঢের সময় হবে। তাহ'লে চল্লুম মশাই নমস্কার, মনে কিছু কর্ব্বেন না।"

যুবতী হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া চারিদিকে বাসনার অনন্ত প্রলোভন ছড়াইয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানাও নীরব হইয়া পড়িল,—তিন বন্ধু কাহার মুখে কথা নাই,—আশাও ঘাড় হেট করা মাটীর পুতুলটির মত চুপ। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর পূর্ণেন্দু প্রথম কথা কহিল, "জ্যোতিপ্রসাদ বাবু, আপনাদের মেয়ে মানুষকে ডাকুন, দু' একটা কথাবার্ত্তা কন, আলাপ প্রণয় হ'ক্,—এ রকম চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? অন্ততঃ দু' একটা কথাও হক্।

জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুর দিকে ফিরিয়া উত্তর দিল,—"ডাকা-ডাকির ভার ভাই তোমার উপর, ভবসিন্ধু পারে নিয়ে যাবার যখন তুমিই হ'লে কর্ণধার, তখন পালাটা প্রথম তুমিই সুরু কর।"

জ্যোতিপ্রসাদের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই পূর্ণেন্দু আশার

দিকে ফিরিয়া বলিল, "অমন করে ওখানটিতে চুপটি করে বসে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। এইদিকে উঠে আসা হ'ক্—খাটের ওপর উঠে বসা হ'ক।"

কিন্তু বালিকার উঠিবার কোনই ভাব লক্ষ্য হইল না, কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া পূর্ণেন্দুকে উঠিতে হইল ও বালিকার হাত ধরিয়া আনিয়া শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদের মাঝখানে খাটের উপর তাহাকে বসাইয়া দিল। শিবনারায়ণ এ যাবৎ একটাও কথা কহে নাই, একটা ওয়াড়বিহীন তাকিয়ার উপর আঢ় হইয়া পড়িয়া কেবলই সিগারেট টানিতেছিল, এতক্ষণে সেও একটু নড়িয়া চড়িয়া অৰ্দ্ধ উত্থিতভাবে আশার দিকে মুখ করিয়া উঠিয়া বসিয়া তাহার আঙ্গুলগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। জ্যোতিপ্রসাদ বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিগো বাবু মনের মতন পছন্দ সই হয়েছে তো ?"

বালিকা কোন উত্তর দিল না লজ্জায় ঘাড়টি আরও একটু নীচু করিল। এই লজ্জাটুকু জ্যোতিপ্রসাদের বড়ই মধুর ঠেকিল। বালিকার লজ্জিত, কম্পিত মুখখানি চকিতের জন্য যেন তাহার প্রাণের ভিতর একবার পাক খাইয়া গেল। পূর্ণেন্দু বালিকার হইয়া উত্তর দিল, "মনের মত পছন্দ সই না হ'বার তো কোন কারণ নেই। শিবনারায়ণবাবুর জন্যে ও ওর মাসিদের কাছে গালাগালি এমন কি মার পর্য্যন্ত খেয়েছে তখন তো বোঝাই যাচ্ছে ও শিবনারায়ণবাবুকে মনে মনে একটু ভালবাসে।"

বালিকা তথাপি কোন কথা কহিল না, শিবনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো মনে মনে একটু ভালো বাস নাকি ?"

এইবার আশা উত্তর দিল, মুখখানি একটু ভার করিয়া স্পষ্ট বলিল, "হুঁ তা বইকি।"

জ্যোতিপ্রসাদ শিবনারায়ণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "রাত্রিব অনেক হ'লো ভাই এইবার বাড়ী গেলে হয় না ? কাল সকাল সকাল আবার এলেই হ'বে।"

শিবনারায়ণ উত্তর দিল, "হ্যাঁ ওঠো রাত ঢের হয়েছে,—এর মাকে একবার ডেকে ব'লো যে আমারা যাচ্ছি।"

জ্যোতিপ্রসাদ পূর্ণেন্দুকে ইঙ্গিত করিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আশার মাতাকে ডাকিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আশার মাতা পার্শ্বের গৃহেই বসিয়াছিল সে পূর্ণেন্দুর সহিত ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারের চৌকাটের সম্মুখে দাঁড়াইল, জ্যোতিপ্রসাদ আশার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তাহ'লে এখন আমরা চল্লুম, কাল সন্ধ্যার পর এসে আমরা একে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব।"

আশার মাতা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আশাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার মাতা তাহার হাতখানি ধরিয়া শিবনারায়ণের হাতের উপর দিয়া

মৃদু স্বরে বলিল, "আজ থেকে একে আপনার হাতে সঁপে দিলুম —এর ভালো মন্দ সব ভার আপনার উপর।"

শিবনারায়ণ কোন উত্তর দিল না, "চুপ করিয়া রহিল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ বিশ্বে শুধু মারিভয়ই সংক্রামক নহে, বাতাস সু হইলে প্রেম পীরিতও সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। শিবনারায়ণের প্রেমের বাতাস জ্যোতিপ্রসাদের অঙ্গে এমনি কুক্ষণে আসিয়া লাগিল, যে শিবনারায়ণের রোগটা তাহাকে আসিয়া ধরিল। জ্যোতিপ্রসাদ যে তাহা বুঝিতে পারিল না তাহা নহে, সে বেশ বুঝিল তাহার প্রাণের ভিতর এত দিন পরে আবার প্রেমের বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এখনও সাবধান হইলেও হইতে পারা যায় কিন্তু সাবধান হইবে কে? এ বহ্নি একবার প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিলে আর মানুষ সাবধান হইতে পারে না, সেই বহ্নি মুখে দগ্ধ হইবার জন্য ধীরে ধীরে আপনাকে ক্রমেই অগ্রসর করিয়া দিতে থাকে। মানুষ যে বোঝে না তাহা নহে, মানুষ সবই বুঝিতে পারে;—এ হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে,—অশান্তির হাহাকার চারি দিকে উঠিবে কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে প্রেমের টান সে বড় শক্ত টান, সে টানে একবার আসিয়া পড়িলে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া ফেরা অসম্ভব।

জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণটা ছিল পাথরের অপেক্ষাও কঠিন,

কিন্তু প্রেম চিরদিনই অঘটন সংঘটন করিয়া থাকে। কাজেই প্রেমের বাতাস যেমনই তাহার মাথার উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ হইল, অমনি যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু কাবু হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। অপরে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক সে বেশ বুঝিল ভিতরে ভিতরে রীতিমত প্রেমের টান ধরিয়াছে। সে টান হইতে সে নিজেকে রক্ষা করিয়া উপরে উপরে ভাসিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ঢেউ চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাকে একেবারে ডুবাইয়া দিবার জন্য প্রচণ্ডবেগে চারি পাশ হইতে লাগিতে লাগিল কিন্তু তখনও একেবারে তাহাকে ডুবাইয়া দিতে পারিল না। জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের ভিতর রীতিমত একটা যুদ্ধ চলিতে লাগিল তাহাতে সে বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিল কিন্তু তাহার চরিত্রের বিশেষত্বের গুণে বাহির হইতে বড় একটা কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

সে দিন বোধ হয় পূর্ণিমার রাত্র,—ষোল কলায় পরিপূর্ণ চাঁদ আকাশ হইতে ধরার অঙ্গে জ্যোৎস্না বৃষ্টি করিতেছিলেন। জ্যোৎস্না বসনে ভূষিতা হইয়া ধরণীসুন্দরী যেন হাসির বাজার খুলিয়া বসিয়া ছিলেন। আকাশে বাতাসে লতায় পাতায় যেন হাসির ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। চারিদিকে হাসি,—ধরার অঙ্গে সে দিন যেন হাসির স্রোত চলিতেছিল। রাত্রি তখন আন্দাজ বারোটা। বিন্দু তাহার ত্রিতলের গৃহের মেঝের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় পড়িয়া একখানা মোটা খাতায় তাহার কাঁচা হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে

যাহা তাহা লিখিয়া তাহার হাতের লেখাটা চোস্ত করিতেছিল। তাহারই পার্শ্বে তাহার বড় জা' সরোজবাসিনী একটা বালিসের উপর একটু হেলিয়া পড়িয়া একখানা উপন্যাস অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছিলেন। উপন্যাসখানার ভিতর তাহার মনটা এমনই নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার পার্শ্বে বিন্দু যে কি লিখিতেছে না লিখিতেছে তাহা জানিবার বা দেখিবার তাঁহার মোটেই ফুরসুদ ছিল না। ঘরের ভিতর একটা প্রগাঢ় নীরবতা যেন জমাট হইয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়াছিল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর বিন্দুবাসিনীর বড় জা' সরোজবাসিনীর সেই উপন্যাসখানার বোধ হয় এক পরিচ্ছেদ পড়া শেষ হইল। রাত্রির পরিমাণ বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় মনে মনে সেটা বুঝিয়া সরোজবাসিনী উপন্যাসখানি মুড়িয়া রাখিয়া, আপন মনে বিন্দু কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিলেন। বিন্দু তাহার বড় জা'কে পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সেও তাড়াতাড়ি তাহার খাতাখানি মুড়িয়া কোলের ভিতর লুকাইয়াছিল। সরোজ-বাসিনী বিন্দুকে খাতাখানি লুকাইতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "খাতাখানা লুকুনো হ'লো কেন? দেখিনা কি লেখা হচ্ছিলো। আমায় দেখাতে দোষ নেই।"

খাতাখানা কোলের ভিতর লুকাইয়া বিন্দু হাসিয়া কুটিপাটি হইতেছিল;—সে হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "না দিদিমণি আমি কিছুতেই তোমায় দেখাব না।"
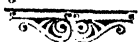
বিন্দুর হাসিতে সরোজবাসিনীর মুখখানিতেও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তিনি নিজেকে বেশ একটু গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিলেন, "লেখা দেখাতে এত লজ্জা কিসের? এত আর বরের চিঠি নয় যে লোক্‌কে দেখাতে লজ্জা হবে। দেখি কি লিখ্‌ছিলে। লোককে না দেখালে কি লিখছ না লিখ্‌ছ, ভুল হচ্ছে কি না হচ্ছে কেমন করে বুঝবে বলো? খোল তোমার খাতা দেখি কি লিখছিলে।"

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "না দিদিমণি, আমি তোমায় দেখাব না। আমার লেখা বড় বিশ্রী, লোকের দেখবার নয়।"

সরোজবাসিনী গম্ভীর ভাবে আবার বলিলেন, "লোকের দেখবার নয় সে কি রকম কথা। লোকে দেখবে বলেই তো লেখা নইলে লেখার দরকার কি? নিজে লিখে নিজেই পড়বার জন্যে তো আর কেউ লেখে না। দেখি কি লিখছিলে, লোক্‌কে না দেখালে কখন কি লেখা ভালো হয়।"

বিন্দু তাহার লেখা কিছুতেই দেখাইবে না, সরোজবাসিনীও না দেখিয়া ছাড়িবেন না। দুইজনে অনেক কথা কাটাকাটির পর বিন্দুকে শেষ হার মানিতে হইল, সে হাসিতে হাসিতে কোলের ভিতর হইতে খাতাখানা বাহির করিয়া সরোজবাসিনীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরোজবাসিনী খাতাখানা তুলিয়া লইয়া, দুই চারিখানি পাতা উল্টাইয়া দুইচারি লাইন পড়িয়া বলিলেন, "এই তো

বেশ লেখা হয়েছে, এ দেখাতে এত লজ্জার কি ছিল। লিখে লিখে রোজ ঠাকুরপোকে দেখাবে,—দেখবে লেখা কত ভালো হয়ে যাবে। লজ্জা কল্লে কি আর লেখা পড়া শেখা যায়।”

নিম্নতলায় ঘড়ীতে টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিয়া রাত্রি বারোটা চারি দিকে জ্ঞাপন করিয়া দিল। সরোজবাসিনী বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওমা রাত্তির বারোটা বেজে গেল? কই এখন তো ঠাকুরপোর দেখা নেই। ঠাকুর-পোকে বলতে পারো না এত রাত্তির করে কেন বাড়ী আসে।”

বিন্দু তাহার ঠোঁট দুইখানি উল্টাইয়া বলিল, “আমার কি দরকার?”

সরোজবাসিনী বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, “কি দর-কার! তোমার দরকার নয়তো দরকার কি হবে রাস্তার মুটের। ঠাকুরপোকে বল্‌বে এত রাত্তির করে বাড়ী ফেরে কেন? এই নিয়ে রীতিমত ঝগড়া বাঁধাবে। স্পষ্ট বল্‌বে আমি এমন করে এত রাত্তির পর্য্যন্ত একলাটি থাক্‌তে পার্ব্বো না। তুমি যদি বোবার মত মুখটী বুজে চুপটী করে থাক তা হ’লে আর কি হবে।”

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না দিদিমণি আমি কিছু বল্‌তে পার্ব্বো না। আমি একলাটি বেশ শুয়ে থাক্‌তে পারি, তাতে আমার কোন কষ্ট হয় না। আর আমি কেন বল্‌তে যাব দিদিমণি, ভালো মন্দ তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন। আমার গায়ে পড়ে কোন কথা বলাই অন্যায়, আমি কেন সে অন্যায়

কর্ব্বো ? নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজে আটকে পড়েন, নইলে কখন এত রাত্তির হয়। আমি বেশ জানি দিদিমণি তিনি ইচ্ছে ক'রে কখন এত রাত্তির করেন না।"

"ওই জেনেই বসে থাক", সরোজবাসিনীর মুখ হইতে কেবল ওইটুকু কথা বাহির হইয়াছে ঠিক সেই সময় সিড়িতে জুতার মস্‌মস্ শব্দে বিন্দুবাসিনী ও সরোজবাসিনী উভয়কেই বেশ একটু বিচলিত করিয়া তুলিল। সরোজবাসিনী যে কথাটা বলিতে যাইতে-ছিলেন সেটাকে সেইখানেই ইতি করিয়া বলিলেন, "ওই ঠাকুরপো, আস্‌ছে।"

সরোজবাসিনী তাহার সংযত বস্ত্র আরও একটু ভালো করিয়া সংযত করিয়া লইলেন,—বিন্দু মস্তকের অবগুণ্ঠনটা আরো একটু টানিয়া দিল! জ্যোতিপ্রসাদ জুতার মস্‌মস্ শব্দ করিতে করিতে গৃহের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। সরোজবাসিনী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঠাকুরপো এত রাত্তির করে যে রোজ বাড়ী ফের কিন্তু এক বেচারী যে একলাটি পড়ে থাকে তা বুঝি আর মনে থাকে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অঙ্গের পাঞ্জাবীটা খুলিতেছিল, সে সেটা আলনার উপর টাঙ্গাইয়া দিতে দিতে বৌ-দিদির কথার উত্তর দিল, "বৌদি মনে সবই পড়ে, কিন্তু কি কচ্ছি বলো। গেরোয় মানুষকে যখন ঘোরায় তখন ঠিক এই রকমই ঘোরায়। যতই ভাবি সকাল সকাল বাড়ী ফিরবো, ফেরবার যো

কি. সেই রাত বারোটা। আর এক মজা শুনলে তুমি বৌদি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। সন্ধ্যের পর থেকে আমার মনে হয় ঘড়ীর চালটা কিছু বেড়ে যায়। দুটো চারটে লোকের সঙ্গে দেখা শুনো হ'তে না হতেই বারোটা, এর আমি কি কচ্ছি বলো। ঘড়ী শুদ্ধু যদি এমনি বেয়াড়া হয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে বেচারীর একলা শোয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে? তাছাড়াও কথা হচ্ছে এই যে ওই সময় জিনিষটাকে আমি কিছুতেই আর বাগিয়ে নিতে পাল্লুম না। আমার মনে হয় সময়টা যেন আমার সুমুখ দিয়ে ডাক্ গাড়ীর মত ছুটুছে, ও আমাদের মত ছোট ষ্টেসনে দাঁড়ায়ও না ভ্রুক্ষেপও করে না, কেবল হু হু করে চলে যায়। যা বিলম্ব ওই পাকা ফেলতে।"

সরোজবাসিনী তাহার ঠাকুরপোর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার এই কথগুলা হাঁ করিয়া শুনিতেছিলেন কিন্তু রাত্তির পরিমাণ ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি আর তাঁহার দেবরকে কথাটা শেষ করিতে দিলেন না, কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন, "নাও ঠাকুরপো ঢের হয়েছে এখন ক্ষান্ত দাও। কথায় তোমার সঙ্গে কে এঁটে উঠবে বলো? আমি তো মোটে একটী কথা বলেছি, তুমি তো একেবারে কথার তুবড়ী বাজি ছেড়ে দিলে,—ফরফর করে ক্রমাগতই বেরুচ্ছে। রাত্তির ঢের হয়েছে আমি এখন চলুম শুতে।"

তাহার পর তিনি বিন্দুবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ''নাও গো ঠাকুরপোকে খেতে টেতে দাও। রাত ঢের হ'লো।''

সরোজবাসিনী আর দাঁড়াইলেন না, দ্বিতলে নিজের গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন। জ্যোতিপ্রসাদের জামা খোলা বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছিল। সরোজবাসিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবা মাত্র সে যাইয়া একেবারে বিছানার উপর আড় হইয়া পড়িল। বিন্দু গৃহের এক পার্শ্বে ঘোমটায় মুখটি ঢাকিয়া এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, স্বামীকে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিতে দেখিয়া মুখের উপর হইতে ঘোমটাটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "হ্যাগা শুলে যে খাবে না ?"

পত্নীর কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র জ্যোতিপ্রসাদ উঠিয়া বসিয়াছিল, ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "পূরো দম খেয়ে এসেছি, পেটে আর এমন জায়গাটুকু নেই যাতে জলটুকু পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতে পারি। মটোরে বেড়ান,—হোটেলে খাওয়া, হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।"

বিন্দু আসিয়া স্বামীর পাশটিতে বসিয়াছিল, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার হ'লো কেন,—কি হয়েছে,—কে খাওয়ালে ?"

জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর চিবুকটি ধরিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া উত্তর দিল, "আশা পূর্ণে মিলন ভোজ। শিবনারায়ণ আজ মিলন ভোজ দিলে। তার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে কাজেই এই

হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারের আয়োজন। আশার আলো একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠেছে,—এ ব্যাপারে দশজন লোককে না খাইয়ে কি সে থাকতে পারে,—আর খাওয়ান উচিতও বটে।"

বিন্দু স্বামীর কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিল না, একটা বিস্মৃতির দৃষ্টি লইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে প্রেম ও প্রীতি বিস্ময়ের পার্শ্বে থাকিয়া যেন একটা স্বর্গের দীপ্তি জ্যোতিপ্রসাদের সর্ব্বাঙ্গের উপর ছড়াইয়া দিল। জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর হাতটি ধরিয়া একেবারে পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া বলিল, "হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কি? শিবনারায়ণ প্রেমে পড়ে গেছলো। বহু কষ্টে অনেক কথা কাটাকাটি,—অনেক দর দস্তুরের পর সেই প্রেমে এত দিনে গাছ বেরুলো। শিবনারায়ণের মনোস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে। প্রেমের পাত্রীটি এতদিন পরে ধরা দিয়েছে।"

স্বামীর কথায় বিন্দু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেমে গাছ বেরুলো সে কি কথা গো! শিবনারায়ণ বাবু তো বিয়ে করেছেন,—দুটী মেয়ে হয়েছে, আবার কার সঙ্গে প্রেম হবে? তাও কি কখন হয়? যাও তোমার সব মিছে কথা।"

জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর চিবুকটা ধরিয়া আর একবার নাড়িয়া দিয়া বলিল, "মিছে কথা নয়গো ধনি মিছে কথা নয়,—একেবারে খাটি সত্য কথা। পুরুষ মানুষের রোগই হ'লো ওই বিয়েও করে মাঝে মাঝে প্রেমেও পড়ে। এ প্রেমে পড়ার

মানে হচ্ছে কি জান ভূতে পাওয়া গোছের,—পেত্নীতে পাওয়া বল্‌লে আরো ভালো হয়। স্ত্রী চিরকালই স্ত্রীই থাকে, আর এই যে পেত্নীগুলো মাঝে মাঝে এসে ঘাড়ে ওঠে ওগুলো শুধু গেরোয় করায়। গেরো কেটে গেলে ওরাও আপনা হতে ঝরে পড়ে যায়। এই পেত্নীগুলো বড় ছোঁয়াছে, ওরা যদি একবার মানুষকে ছুঁতে পারে তাহ'লেই মানুষের দফা রক্ষা। মানুষ যেন কেমন একটা নেষায় ভোর হয়ে যায়। ওদের ঘাড়ে তুলে নেবার জন্যে ঘাড়টা অমনি সুড়সুড় করে ওঠে। ঘাড়ে না তুলে কিছুতেই স্থির হতে পারে না। এই দেখনা তোমার স্বামীর অবস্থাটাও বড় সুবিধে গোছের আর নেই। শিবনারায়ণের ছোঁয়াছে লেগেছে। পেত্নী না ঘাড়ে উঠে বসে।"

বিন্দু ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিল, "ও! তা আর হতে হয় না। পেত্নীর সাধ্যি কি যে তোমার ঘাড়ে ওঠে। উঠুক না দেখি একবার কেমন করে ওঠে। রোজা যদি ভালো হয় পেত্নীর সাধ্যি কি যে সে ঘাড়ে উঠতে পারে।"

পত্নীর কথায় একটা বেশ পুণ্যের লহর জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের ভিতর বহিয়া গেল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওই যা বল্লে রোজা যদি ভালো হয় পেত্নীর সাধ্যি কি যে সে ঘাড়ে উঠতে পারে। তুমি হ'লে আমার রোজা,—তুমি যদি ভালো হও তাহ'লে পেত্নীর সাধ্যি কি যে সে আমার ঘাড়ে ওঠে। আশ পাশ থেকে বড় জোর দু' একটা ছোবল মার্‌তে পারে, তাতে আশঙ্কার বিশেষ কিছু নেই।

তাতে যা ক্ষত হবে তাতে তোমার ভালবাসার প্রলেপ একবার পড়লেই সব জল হয়ে যাবে। তুমি আমার স্ত্রী, ধর্ম্ম অর্থ সব, তুমি যদি আমায় ধরে রাখ আমি চিরদিন ঠিক এই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বো।"

স্বামীর কথায় লজ্জায় বিন্দুর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে স্বামীর মুখের উপর একটা ভ্রূকুটি কটাক্ষে চাহিয়া স্বামীর কোলে মুখ লুকাইল। জ্যোতিপ্রসাদ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "মুখ লুকালে চলবে না সত্য কথায় লজ্জা নেই। মুখ তোল মুখ লুকালে চল্‌ছে না।"

স্বামীর কথায় বিন্দু স্বামীর কোল হইতে মুখখানি তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। জ্যোতিপ্রসাদ তাহার চিবুক ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—

"শান্তি প্রীতি প্রেমময়ী,
তৃপ্তি তোমায় দেখে ;
পুণ্যের ঢাল হয়ে তুমি,
রেখ আমায় ঢেকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
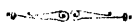
আশার ঘর হইল,—নূতন বাবু পাইয়া যে এই প্রথম নূতন সংসার পাতিয়া বসিল। এত দিন সে যাহার ভিতর দিয়া দেখিয়া শুনিয়া পাকিয়া উঠিয়াছিল, এতদিন পরে সে সেই প্রতারণা ও ছলনার ভূষণ পরিয়া আসরে অবতীর্ণা হইল। এই মোহ রাজ্য পাতিতে হইলে প্রথম যাহা যাহা প্রয়োজন যথা,—গদি, বিছানা, তাকিয়া আলো প্রভৃতি সরঞ্জম একে একে শিবনারায়ণই সমস্ত সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম বাবুরই এই সকল সামগ্রী সরবরাহ করিতে হয় মোহরাজ্যের ইহাই নাকি সনাতন প্রথা। এ রাজ্যে যাহারা বিচরণ করে তাহাদের নিকট এ প্রথা অবিদিত নহে। কাজেই শিবনারায়ণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সরবরাহ করিয়া আশার মোহরাজ্য পাতিয়া দিল। ঘরখানি ভদ্রলোকের বসিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিল। ঘরটি বসিবার উপযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও রীতিমত জমিয়া উঠিল। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদ সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া তাসের হররা চালাইয়া দিল। রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত পুরো দমে আসর চলিতে লাগিল।

আশা যে বাড়ীখানিতে ঘরটি লইয়াছিল সে বাড়ীখানি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। উপর তলায় তিনখানি ঘর। প্রত্যেক গৃহ বৈদ্যুতিক আলোয় পরিশোভিত। সমস্ত বাড়ীখানি একেবারে ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করিতেছে। বাড়ীখানি যিনি ভাড়া লইয়াছিলেন, উপরের দুইখানি ঘর তিনি নিজে রক্ষিতার জন্য রাখিয়াছিলেন,—বক্রীখানি হইয়াছিল আশার। দুই চারি দিন সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতেই শিবনারায়ণ ও জ্যোতিপ্রসাদের সহিত সেই ভদ্রলোকটীর আলাপ হইল। ভদ্রলোকটি কোন অবস্থা সম্পন্ন বনিয়াদি বংশের সন্তান। বয়স চল্লিস বহুদিনই পরে হইয়া গিয়াছে। মূৰ্ত্তিটি অদ্ভুত,—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। দাড়ী গোপ কামান। রং বেশ পাকা কালো। তাহার উপর সর্ব্বাঙ্গ আবার লোমে ভরা। এই মূর্ত্তিটী এই স্থানে বেশ একটু পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থের সদ্‌ব্যবহার করিতেছিলেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনের সহিত ইহার সম্পর্ক অতি অল্পই ছিল। বৈকাল পাঁচটা না বাজিতে বাজিতেই ইনি আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতেন আর পরদিন বেলা বারোটা না বাজিলে আর গৃহে ফিরিতেন না, এমন কি মাঝে মাঝে দুই চারি দিন একেবারেই বাটী ফিরিতেন না। বাটী হইতে আহারাদি দুই বেলায়ই এই মহা তীর্থে সরবরাহ হইত। ভাবনা নাই,—চিন্তা নাই,—পরিশ্রম নাই, পিতার অর্থ আছে। বেশ শান্তিতেই তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। সকল থাকিতেও মানুষ

আর মানুষ থাকে না, কেমন করিয়া পশুতে পরিণত হয় ইনি যেন তাহারই একটা জ্বলন্ত আদর্শ। কিন্তু ইহার রক্ষিতাটি ছিল একবারে ইহার বিপরীত। তাহার গড়নটি ছিল বেশ সুশ্রী, রংটি ছিল পরিষ্কার,—বয়স পৌঁচিশের ঊর্দ্ধ নহে। যৌবন সমস্ত দেহটার উপর যেন উচ্ছ্বলিয়া পড়িতেছে। সে অর্থপণে তাহার সেই উচ্ছ্বলিত যৌবন এই অদ্ভুত জীবটীর নিকট বিক্রয় করিতেছিল,—আর সেই মূর্খটা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভুলিয়া পিতার সেই সঞ্চিত অর্থে সেই রূপ ক্রয় করিয়া দুই হস্তে নিজের ও বংশের মুখে কালি লেপিতেছিল। লোকটা দেখিতেও যেমন অদ্ভুত, তাহার চলন বলন ভাবভঙ্গিও কতকটা সেইরূপ হইয়া মত দাঁড়াইয়াছিল। বাবুটির নাম জীবনকুমার,—আর বাবুর রক্ষিতাটির নাম পারুল-বালা।”

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, আশার গৃহে তাসের হর্‌রা চলিতেছে। আশা একটী কোনে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। ভালো মন্দ কিছুই যেন সে জানে না,—পৃথিবীর সহিত যেন তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, সে যেন মোমের পুতুল। অতি ভালো মানুষটির মত বসিয়া সে মাঝে মাঝে পানের ডিস্ আগাইয়া দিতে ছিল এবং শত প্রশ্নে একটী আদটি উত্তর মৃদু হাসিয়া প্রদান করিতে ছিল। সে দিকে কাহার লক্ষ্য নাই, সে হাসির মূল্য কেহই দিতে দিল না, বাবুরা তাস খেলা লইয়াই উন্মত্ত,—ঠিক সেই সময় জীবনকুমার বাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া বাবুদের

বেশ একটু বিচলিত করিয়া তুলিল। সকলেই বেশ একটু উৎসুক কর্ণে পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। জ্যোতিপ্রসাদ তাস দিতে ছিল, সে তাস দেওয়া বন্ধ করিয়া শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি জীবনকুমার বাবুর আসন টল্‌লো নাকি? এ যে কেমন বেসুরা বলে মনে হচ্ছে।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "চুপ, শোন না ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।"

সকলেই চুপ,—সকলেই জীবনকুমার বাবুর কথাগুলা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া বসিল। জীবনকুমার বাবুর বড় একটা বন্ধুবর্গ কেহ ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার সহিত বড় একটা কেহ আসিত না। তিনি একাই আসিয়া, দিনরাত্র পারুলবালার জ্বলন্ত প্রেমের ভিতর ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি সে প্রেমে এমনই ভরাট হইয়াছিলেন যে বিশ্ব জগৎ তাঁহার নিকট একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর তিনি একটী তাকিয়া লইরা আড় হইয়া পড়িতেন, সম্মুখে সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া পারুলবালা বসিত,—উভয়ের মধ্যস্থলে বসিত একটী খাঁটীর বোতল। রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত জীবনকুমার বাবু ঢুকুঢুকু একটু একটু পান করিতেন, আর চক্ষু বুজিয়া পারুলবালার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইত যে, তাহার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পারুলও তাঁহারই ন্যায় তাঁহার প্রেমে একেবারে মস্‌গুল। সে

তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। তিনি যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে। এ বিশ্বাস এমনভাবে মানুষের প্রাণে না হইলে মানুষ কখন এই নরকে এমনভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। আমায় সে ভালবাসে এই বিশ্বাসটুকু পুরুষের প্রাণের ভিতর যেমনই একটু স্থান করিয়া লয় অমনি পুরুষ সব ভুলিয়া মান অপমান ভাসাইয়া দিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে। এইটুকুই পুরুষের প্রধান দৌর্ব্বল্য। বারনারী ভালবাসে না. ভালবাসিতে পারে না,—ভালবাসা উচিত নয়, এ কথা একবারও তাহাদের মনের কোনেও উদয় হয় না। মোহে অন্ধ হইয়া স্বহস্তে মোহের ফাঁস কণ্ঠে জড়াইয়া নিম্ন হইতে আরও নিম্নে, মহা নিম্নে ধীরে ধীরে নামাইয়া যাইতে থাকে। জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা কর্ত্তব্য হারাইয়া কেমন যেন একটা নেশায় বিভোর হইয়া যায়। সে নেশা এমনই তীব্র শত অভাব ও দৈন্যের অট্ট হাস্যেও কিছুতেই চেতনা ফিরিয়া আসিতে চায় না। পাপের কিঙ্করগণ প্রাণের ভিতর হইতে ক্রমাগতই উত্তেজিত করিতে থাকে, ইহাকে সুখে রাখাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, যেমন করিয়া পারো ইহাকে সুখী করো। দুই দিন পূর্ব্বে এ তোমার ছিল না, দুই দিন পরেও এ তোমার থাকিবে না। যত দিন তুমি অর্থ যোগাইতে পারিবে ততদিন ও তোমার, একথা একবারও মনে হয় না,—কেমন করিয়া মনে হইবে,—মোহ রাজ্যের এইটুকুই তো বৈচিত্র্য। এ কথা মনে হইলেই তো মোহের ফাঁস ছিঁড়িয়া যাইবে! মানুষ আবার মানুষ

হইবে,—বুদ্ধি বিবেচনা ফিরিয়া আসিবে। কাজেই সে কথা এক দিনের জন্যও মনে হয় না,—মনে হইতে পারে না। বন্ধুবর্গ একটু উৎকর্ণ হইয়া বসিবামাত্রই জীবনকুমার বাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হইয়া তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। জীবনকুমার বাবু বলিতেছিলেন, "তুই আমাকে একেবারে মোটে ভালবাসিস্‌নি তা আমি বেশ বুঝেছি, তোর নিশ্চয়ই কোন ভালবাসার বন্ধু আছে। তা না হ'লে তুই আমাকে এত বড় শক্ত কথা কখন বল্‌তে পারিস্‌। আমাকে এটা বলা কি তোর উচিত হ'লো,—জানিস্‌ এখনি তোকে ছেড়ে আমি চলে যেতে পারি। আমার অভাব কি, আমি কেন এমন করে এখানে পড়ে থাকৃতে যাবো।"

পারুল একেবারে প্রচণ্ড ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এসেছিলে কেন, কেউ তো তোমার পায়ে ধরে সাধতে যায়নি? আমি কি তোমার পায়ে ধরে সেধে এনেছিলুম। ছেড়ে দিয়ে চলে যাব ভয় দেখান হচ্ছে, যাও না এখনি যাও না। অত চোক রাঙ্গানির আমি কারুর ধারধারিনি।"

জীবনকুমার বাবুর স্বরটা এবার একটু মৃদুভাবে বাহির হইল, "পারুল এটা কি তোমার করা ভাল হচ্ছে। আমি তোমায় মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জোগাবো আর তুমি ভালবাসার বাবু কর্ব্বে। এটা কি তোমার ভাল হচ্ছে?"

জীবনকুমার বাবুর কথায় মাঝখানে বাধা দিয়া পারুল অতি তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "বেশ কর্ব্বো আমার ইচ্ছে। তোমার

ইচ্ছে হয় এস না ইচ্ছে হয় এসো না, আমি তো আর তোমার মাগ্ নই যে তোমার লাথি ঝাঁটা খেয়ে তোমার কাছে পড়ে থাক্‌বো। এক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিই। মুখ নাড়্‌তে লজ্জা করে না, বাবুর যেমন ছিরি তেমনি মিষ্টি মুখ। আমি অতি নিঘিন্নে তাই তোমার মত লোক্‌কে ঘরে আস্‌তে দিই। ভাল-বাসার বাবু করেছে,—তুমি দেখতে গেছ না? আমাদের সে স্বভাব নয়,—যতদিন যার খাই ততদিন তার মুখ চাই। আমার যদি সে স্বভাব হ'তো তাহ'লে তোমার মত লোক আমার ঘরে স্থান পেত না। এটা কিন্তু মনে জেন।"

জীবনকুমার বাবুর স্বর আরোও মৃদু হইয়া পড়িল, "পারুল তোর কি এই কথাগুলো বলা আমায় ভাল হচ্ছে। তুই জানিসনি পারুল আমি তোকে কত ভালবাসি, আমি তোর জন্যে পাগল। এই সব কথা বলে আমার প্রাণে কি কষ্ট দেওয়া তোর উচিত।"

পারুল মৃদুস্বরে বলিল, "ঘাঁটাও কেন,—না ঘাঁটালে তো আর এসব কথা শুন্‌তে হয় না।"

জীবনকুমার বাবুর স্বরটা এবার একেবারে ক্রন্দন সুরে বাহির হইয়া আসিল, "পারুল আমি তোর পায়ে ধচ্ছি তুই আমায় একটু ভালবাস। তুই যদি আমায় ভালো না বাসিস্ আমি সত্যি বল্‌ছি মরে যাবো।"

পারুল. বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নাও আর মাত্‌লামী ক'র্ত্তে

হবে না,—চুপ করে শুয়ে থাক। কত দেখ্‌লুম্,—ম'রে অনেকেই যায়,—ন্যাকামীর কথা শুন্‌লে গা জ্বলে যায়।"

পারুলবালার ধমক খাইয়া জীবনকুমার বাবু বোধ হয় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বস্ব ঢালিয়া গণিকার উঠিতে বসিতে পদাঘাত মানুষ কেন সহ্য করে,—এ সমস্যার মীমাংসা করিবে কে? বুঝি এ সমস্যার মীমাংসা নাই। বন্ধুগণ এতক্ষণ একেবারে নির্ব্বাক্ অবস্থায় এই প্রেমের লড়াই শুনিতেছিল। লড়াই বন্ধ হইবামাত্র জ্যোতিপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "একেই বলে কাজের চরম। তোর পায়ে ধরি তুই একটু ভালবাস্,—এমন না হ'লে প্রেম! এদের কাছে আমরা এখনও একেবারে নাবালক শিশু। আহা কি মধুর,—তোর পায়ে ধরি একটু ভালবাস। এই যে দেখ্‌ছ এই মেয়েটি চুপটি ক'রে ভাল মানুষটীর মত বসে আছে, এরও পেটে পেটে কম নেই। আর কম থাকবেই বা কেন, স্থানেরও তো একটা মাহাত্ম্য আছে। এস্থানে যখন উনি জন্মেছেন তখন উনিও কি আর প্রেমের বিছুটী ফুল না হয়ে ছাড়্‌বেন।"

শিবনারায়ণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেমের বিছুটী ফুল সে কি রকম?"

জ্যোতিপ্রসাদ বেশ একটু তৎপরভাবে উত্তর দিল, "প্রেমের বিছুটী ফুল কি তা বুঝি জান না। বিছুটী ফুল দূর থেকে দেখ ঠিক্

ফুলেরই মত সুন্দর কিন্তু গায়ে লেগেছে কি সর্ব্বনাশ, অমনি সমস্ত শরীর চিড়্‌বিড়্‌ ক'রে উঠে। এদের প্রেমও কতকটা সেই রকম কিনা, দূর থেকেই বেশ,—যত কাছে আস্‌বে, যত মেশামিশি হ'বে ততই সর্ব্বনাশ।"

পূর্ণেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—আশা আমাদের অমন হবে না,—ও বড় লক্ষ্মী মেয়ে? কি বলো গা, তুমি কিছুতেই ওরকম হ'বে না,—না?"

আশা কোন উত্তর দিল না,—ঘাড়টী একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ফিক্‌ করিয়া একটু মৃদু হাসিল। সে হাসিটুকুর ভিতর কি উত্তর ছিল অন্তর্য্যামীই তাহা কেবল বলিতে পারেন। সেই হাসিটুকু এত সরল, এত সুন্দর যে কে বলিবে যে এই বালিকাও ছলনাময়ী বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি। জ্যোতিপ্রসাদ বলিল, "বাবা এ রহস্যের আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মীমাংসা ক'র্ত্তে পাল্লুম না যে ভদ্রলোকের ছেলে পয়সা খরচ করে এ ঝকমারি কেনে কেন? একেই বলে সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলনো। পয়সা খরচ ক'রে ওরকম চোখ রাঙ্গানি আমরা কিন্তু ভাই সহ্য ক'র্ত্তে পারিনি"

শিবনারায়ণ একটা সিগারেট ধরাইতেছিল, সে সেটা মুখ হইতে বাহির করিয়া জ্যোতিপ্রসাদের কথার উত্তর দিল, "আমরা সহ্য ক'র্ত্তে পারিনি তার কারণ হ'চ্ছে কি জান আমরা এখনও জীবনকুমার বাবুর ওপরের ধাপে আছি। আর এক ধাপ নাম্‌লেই সব সহ্য হ'য়ে যায়। আমাদের এখনও এখানে কাইমিভাবে বাস

ক'র্ত্তে বাধ বাধ ঠেকে, ওই বাধ বাধ ভাবটুকু যেমনই কেটে যাবে বাস, অমনি তার কোন দ্বিধা থাক্‌বে না। মান অপমান সবই সমান,—রাধে তোমার প্রেমে আমি যোগী, ঠিক এই ভাবটা এসে দাঁড়ায়। তখন ঝাঁটাই খাও আর জুতই খাও চরণ ছাড়ার যো কি।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "যা বলেছ ভাই,—

উঠিতে বসিতে ঝাঁটা,
সদা কটু ভাষ ;
ছাড়াতে না পারি তবু,
কি যে মোহ ফাঁস।"

শিবনারায়ণ আশার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি গো তুমি দু' একটা কথাটথা বলো। অমন চুপটি ক'রে বসে থাক্‌লে আমরা যে ক্রমে মিইয়ে যাব।"

আশা শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "কি কথা বল্‌বো ?"

জ্যোতিপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা! যদি কোন কথা বল্‌তে না পারো, অন্ততঃ দু'টো গালাগালিও দাও।"

পূর্ণেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "দাঁড়ান দুটো চারটে দিন যেতে দিন, লজ্জাটা একটু ভাঙ্গুক, তারপর দেখবেন ওর কথার ঠেলায় আপনাদের অকেবারে অস্থির হতে হ'বে।"

শিবনারায়ণ পূর্ণেন্দুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিল, "যাক্ বাজে কথা,—প্রসাদ তুমি ভাই একে একটু লেখাপড়া শেখাও। এ লেখাপড়া একেবারে জানে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ একটা মহা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লিখ্‌তে পড়্‌তে জান না,—সে কি গো?"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ঘাড়টি নীচু করিল। শিবনারায়ণ বলিল, "প্রসাদ কাল ওর জন্যে একখানা প্রথম ভাগ কিনে নিয়ে এস। তারপর রোজ দুপুরবেলা একবার ক'রে এসে ওকে একটু একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিও।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিল, "যথা আজ্ঞা।"

নবম পরিচ্ছেদ

স্বামীতে স্বামীতে যদি বন্ধুত্ব থাকে তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের স্ত্রীর পরস্পর পরস্পর একটা সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কেমন যেন একটা আকুল আগ্রহ প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, ইহা একেবারে অতি সত্য,—অতি স্বাভাবিক। শিবনারায়ণ ও জ্যোতি-প্রসাদের বন্ধুত্বের গ্রন্থিটা যতই আঁট্ হইয়া বসিতেছিল, প্রভা ও বিন্দুর ততই পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিবার জন্য একটা আকুল আগ্রহ প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছিল কিন্তু এ যাবৎ পরস্পর পরস্পরের সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবার সুবিধা ও সুযোগ পাইতেছিল না। যদি ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকৃতই প্রাণের ভিতর বলবতী হইয়া উঠে তাহা হইলে ভগবান্ আপনা হইতেই সুবিধা ও সুযোগ মিলাইয়া দেন। প্রভা ও বিন্দুর প্রাণের ভিতর যেমনই ইচ্ছাটা বলবতী হইয়া উঠিল, ভগবান্ অমনিই তাহাদের সুবিধা ও সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে একটা নূতন নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। যে নাটকখানা অভিনয় হইতেছিল বাজারে তাহার বেশ একটু সুনাম পড়িয়া গিয়াছিল, কাজেই

রঙ্গমঞ্চে সপ্তার পর সপ্তাহ লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইতেছিল, অভিনয়ের সুখ্যাতি লোকের মুখে আর ধরিতেছিল না। বিন্দু এই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ নানা অজুহাতে দুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়া দিয়াছে কিন্তু আজ আর ছাড়ান ঝুড়োন নাই। মধ্যাহ্ন হইতেই বিন্দু গাওনা সুরু করিয়াছে, সে আজ থিয়েটার দেখিতে যাইবেই। জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরের বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া সেই কথাটাই চিন্তা করিতেছিল, পত্নীকে থিয়েটারে লইয়া যাওয়া উচিত কিনা? ঠিক সেই সময় শিবনারায়ণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শিবনারায়ণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া জ্যোতিপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "ভাই আজ মহা বিপদে পড়ে গেছি,—উনি তো না'ছোড়বন্দা থিয়েটার দেখ্‌তে যা'বেনই,—আজ দু' তিন সপ্তাহ থেকেই রব উঠেছে, আমি তো কোনক্রমে টালে বেটালে দুসপ্তাহ কাটিয়েছি কিন্তু আজ তো আর রেহাই দেখ্‌ছিনে,—কি করা উচিত বলো দেখি?"

শিবনারায়ণ সিগারেট টানিতেছিল,—যে মুখ হইতে সিগারেটা বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এর আবার কি করা উচিত কি! যখন থিয়েটার দেখ্‌তে চান্, তখন নিয়ে যাওয়াই উচিত। বরং এক কাজ করা যাক্ আমার তিনিটীকেও থিয়েটারে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। আমার তিনিটী তোমার ইনিটীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমায় একেবারে জ্বালিয়ে তুলেছেন,

এক কাজে দুই কাজ হবে,—থিয়েটার দেখাও হবে, পরস্পর আলাপও হ'য়ে যাবে। এই কথাই ঠিক—সেই রকমই বন্দোবস্ত করা হ'ক্।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তবে তাই হ'ক্."

শিবনারায়ণ জ্যোতিপ্রসাদের উত্তরে তেমন বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, একটা তীব্র-কটাক্ষে জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞসা করিল, "প্রসাদ ব্যাপার কি,—তুমি এমন দিন দিন মুস্‌ড়ে যাচ্ছ কেন বলো দেখি? তোমার সে কথায় কথায় কবিতা আওড়ান বন্ধ হ'য়ে গেছে,—ব্যাপারখানা কি? এতো বড় ভালো কথা নয়।"

শিবনারায়ণের মুখে সহসা এরূপ প্রশ্নের আশা জ্যোতিপ্রসাদ একেবারেই করে নাই। প্রশ্নটা বড় সহসা হওয়ায় সে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর দিল, "সত্যি ভাই প্রাণের কল্‌কব্জা গুলো কেমন যেন ঢিলে হ'য়ে পড়্‌ছে, কেন যে তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।"

শিবনারায়ণ মাঝে মাঝে বড় গম্ভীর হইয়া পড়িত। তাহার সেই গাম্ভীর্য্যমাখান মুখখানার দিকে চাহিয়া বড় একটা কেহ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না। সহসা শিবনারায়ণের মুখের উপর সেই গাম্ভীর্য্যের দাগ পড়িল,—সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেখ প্রসাদ তুমি যখন চলো তখন দুনিয়ার লোক ভাবে এ লোকটা বুঝি আর জীবনে কখন পড়্‌বে না,—

খানা বেড়া সব ডিঙ্গিয়ে চলে যাবে। যাও ঠিক তাই কিন্তু যদি একবার প'ড়ো তা'হলে একেবারে হুমড়ী খেয়ে প'ড়ো এইটাই হ'লো তোমার সব চেয়ে দুর্ব্বলতা।"

শিবনারয়ণ কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়া এই কথা বলিল, জ্যোতিপ্রসাদ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল কি না, ভগবান্ তাহা বলিতে পারেন কিন্তু সে কথাটা চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল, "থিয়েটারে যদি নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে তা'র এখনি বন্দোবস্ত করা উচিত আর দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেরীর তো কোন কারণ নেই। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটারে রওনা হও, আমি আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে থিয়েটারে যাই সেখানে আবার দেখা হবে।"

কথাটা বলিতে বলিতেই শিবনারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই জ্যোতিপ্রসাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিল,—জ্যোতিপ্রসাদও তাহার স্ত্রীকে থিয়েটারে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপরে চলিয়া গেল।

* * * *

বিন্দু প্রভার অগ্রেই থিয়েটারে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। থিয়েটার আরম্ভ হইবার অল্প কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রভা আসিয়া থিয়েটারে উপস্থিত হইল। থিয়েটার দেখার ঝোঁকটা প্রভার ততটা ছিল না

যতটা ছিল বিন্দুর সহিত আলাপ করার ঝোঁকটা। সে থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া অবিলম্বে বিন্দুকে বাহির করিল। থিয়েটারের তখন সবে প্রথম দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে বিন্দু একমনে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া অভিনয় দেখিতেছিল সেই সময় পশ্চাৎ হইতে প্রভা আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কেমন ভাই চিনে ধরেছি বল?"

প্রভার স্বর বিন্দুর কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র সে ঘাড়টা ফিরাইয়া আবাক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে কেবল নিমিষের জন্য। সে তাহার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিল প্রভা তাহার সহিত আলাপ করিতে থিয়েটারে আসিবে,—সেই কথা যেমন তাহার মনে পড়িল, অমনি একটা আনন্দের হাসিতে তাহার সমস্ত মুখখানি ভরিয়া গেল। বিন্দুকে হাসিতে দেখিয়া প্রভা আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এস ভাই এখান থেকে,—চল ভাই ওদিকে গিয়ে বসিগে। অনেক দিন পরে তোমায় ধরেছি, আজকে তোমায় সোজায় ছাড়ছিনি। এস ভাই উঠে এস।"

প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে বিন্দুর যেন কেমন লজ্জা লজ্জা করিতেছিল,—যে প্রভার কথার ভালো মন্দ কোন উত্তরই দিল না ফিক্ করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া বেশ একটা নিরালা স্থানে লইয়া যাইয়া বসিল। তাহার পর কথায় কথায় তাহাদের আলাপ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চে

তখন পূরাদমে অভিনয় হইতেছিল কিন্তু সে দিকে তখন তাহাদের কাহার লক্ষ্য ছিল না। স্ত্রীলোক পরস্পর পরস্পরের সহিত যত শীঘ্র আলাপ করিতে পারে পুরুষ তেমন পারে না। কাজেই প্রভা ও বিন্দুর সহিত এই অল্পক্ষণের ভিতর এমনি আলাপ হইয়া গেল যেন তাহারা পরস্পর পরস্পরের বহুদিনের পরিচিতা! এতক্ষণ তাহাদের ঘরেব কথা ও পরের কথা হইতেছিল, কথায় কথায় এতক্ষণে তাহাদের নিজেদের কথায় আসিয়া পড়িল। প্রভা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হা ভাই প্রসাদবাবু তোমায় খুব ভালো বাসেন না?"

বিন্দু এ কথার কোন উত্তর দিল না, তাহার হাস্য রঞ্জিত মুখখানির উপর দিয়া যে ভাব খেলিয়া গেল তাহাতেই প্রভার প্রশ্নের উত্তর একেবারে পরিস্কার হইয়া গেল। কিন্তু প্রভা ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা হবে না ভাই শুধু ফিক্ করে একটু হাস্‌লেই চল্‌বে না, একটা উত্তর তোমার মুখ থেকে আমি না শুনে ছাড়চিনি। তোমায় বলতেই হবে প্রসাদবাবু তোমায় কতখানি ভালো বাসেন?"

উত্তর না দিয়া উপায় নাই, প্রভা একেবারে নাছোড়বন্দা কাজে কাজেই বিন্দুকে বাধ্য হইয়া প্রভার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। সে মৃদু স্বরে বলিল, "তিনি সত্যি আমার কতখানি ভালো বাসেন না বাসেন তা কেমন করে জান্‌বো বলো ভাই। তবে আমার তো বিশ্বাস হবেই তিনি আমার খুব ভালো বাসেন। আর এই

বিশ্বাসটুকুই যে প্রত্যেক নারীর একমাত্র সম্বল। এই বিশ্বাসটুকু হারালে কোন নারীরই একপদ অগ্রসর হওয়া সংসার পথে অসম্ভব। স্বামী ভালো বাসেন এই চিন্তাটুকুর জোরেই তো নারী সংসারে আপন আসন পেতে নিয়ে বস্‌তে পারে,—তবে ভাই ওকথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন?"

প্রভা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল বিন্দু নীরব হইবা মাত্র সে বলিল, "তুমি ভাই লেখকের স্ত্রী কথায় তোমার সঙ্গে এটে ওঠা শক্ত। সত্যিই ভাই স্বামী আমার খুব ভালো বাসে এই বিশ্বাসটুকুই প্রাণে নিয়ে মেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। সে কথা থাক আচ্ছা ভাই প্রসাদ-বাবুর আস্‌তে তো অনেক রাত হয় ততক্ষণ তুমি কি কর?"

বিন্দু মুখ তুলিয়া প্রভার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখখানি হাসিতে ভাসিতেছিল, সে মৃদু স্বরে প্রভার প্রশ্নের উত্তর দিল, "কি কর'বো আর শুয়ে থাকি? ঘুমুবার ভাই চেষ্টা করি কিন্তু ঘুম কিছুতেই আস্‌তে চায় না।"

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঠিক এক রোগ একেবারে। আমারও ভাই এক সময় ঠিক ওই রকম হ'তো যতক্ষণ না ফির্‌তো কিছুতেই চোখে ঘুম আস্‌তো না কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, জানিইতো এক ঘুমের পর আস্‌বে তাই প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নিই। তুমিও ভাই তাই করো, শুধু শুধু সমস্ত রাত জেগে অবুঝের মত শরীর নষ্ট করে ফেল না। প্রথম রাত্রে একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা চাঙ্গা থাক্‌বে, সেবা শুশ্রুষা যত্নে আলিস্যি আস্‌বে না। আচ্ছা ভাই

তুমি বল্‌তে পারো না প্রসাদবাবুকে এত রাত্তির করে বাড়ী ফেরেন কেন ?”

বিন্দু ঘাড়টি হেট করিয়া প্রভার কথাগুলি শুনিতেছিল সেই ভাবেই প্রভার প্রশ্নের উত্তর দিল, “কেন ভাই সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাবো,—ভালো মন্দ তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন। তাছাড়া ভাই আমার বিশ্বাস স্বামী যত দুর্ল্লভ হন স্ত্রীর ভক্তি তত তার প্রতি বেড়ে ওঠে। যার স্বামী দিন রাত কাছে কাছে থাকে আমার মনে হয় তার ভক্তি স্বামীর প্রতি কমে যায়। দেবতা দুর্ল্লভ তাই দেবতার ওপর ভক্তি আমাদের এত। দিন রাত স্বামী আঁচল ধরে থাক্‌বে সেইটাই কি ভালো ? স্ত্রীর যেটুকু প্রাপ্য,—স্ত্রীর যেটুকু পাওয়া উচিত সেইটুকু পেয়েই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকাই উচিত নয় কি ?”

প্রভা বিন্দুর কথায় সায় দিয়া বলিল, “উচিত বটে কিন্তু ভাই আমরা ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় হয়, কাজেই মাঝে মাঝে বক্‌তে ইচ্ছে করে।”

প্রভা ও বিন্দু পরস্পর পরস্পরের কথার ভিতর এমনি মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার ভিতর দিয়া তিন চার ঘণ্টা কখন যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা তাহাদের খেয়ালই ছিল না। ঝিয়ের চীৎকারে তাহাদের চমক হইল যে থিয়েটার ভাঙ্গিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ‘ওমুক বাড়ী’ ঝির আকণ্ঠ চীৎকার নিম্ন হইতে উপরে আসিতেছে। প্রভা ও

বিন্দু পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া যে যাহার গাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

থিয়েটার হইতে প্রভা যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই শিবনারায়ণ বাড়ী ফিরিয়াছিল। স্ত্রীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে একবার ঘাড় তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। স্বামীকে ঘাড় তুলিতে দেখিয়া প্রভা বলিল, "তুমি যে আজ এত সকাল সকাল এসে শুয়েছ,—শরীর ভালো আছে তো, অসুখ বিসুখ কিছু করেনি তো?"

শিবনারায়ণ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এইটা হ'লো তোমার সকাল সকাল,—রাত্তির দুটো বাজতে চলেছে আর এইটা হ'লো কি না সকাল সকাল। বেশ—খুব ভালো।"

প্রভা কাপড় ছাড়িতেছিল, স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "অন্য লোকের কাছে রাত্তির হ'তে পারে, তোমাদের কাছে তো দুটো কিছুই নয়,—সন্ধ্যে বল্লেই হয়।"

শিবনারায়ণ গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের বকা ছেলে মনে কর?"

প্রভা ডান-হাতখানা তাড়াতাড়ি নাড়িয়া বলিল, "রামচন্দ্র, অমন কথা কেউ মুখে আনতে পারে, তোমরা বকা। সে যাক প্রসাদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'লো,—কত কথা হ'লো। বেশ লোক। আমায় সব কথা বল্লে।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "শুনে সুখী হ'লেম। স্বামীকে

কি রকম ক'রে শাসন ক'র্ত্তে হয়,—স্বামীকে কি ক'রে বস ক'র্ত্তে হয়, এই সব হিতোপদেশ গুলো ত বেশ ভালো করে দিয়ে এসেছ। তা'হলেই হ'লো। কিন্তু সে বড় শক্ত ঠাঁই সুবিধে হবে ব'লে তো বোধ হয় না। যা'হক্ তোমার কাজতো তুমি করে এসেছ তা'হলেই হ'লো।"

প্রভার স্বামীর শিয়রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্বামী নীরব হইবা মাত্র বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তাকে আর কোন হিতোপদেশ দিতে হবে না, সে তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো। প্রসাদবাবুর অনেক পুণ্যি তাই অমন স্ত্রী পেয়েছেন।

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মেনে নেওয়া গেল। এর জন্যে তুমি এমন কোঁমর বেধে দাঁড়াচ্ছ কেন? প্রসাদবাবুর অনেক পুণ্যি তাই অমন স্ত্রী পেয়েছেন আর শিবনারায়ণ বাবুরও অনেক পুণ্যি যে এমন স্ত্রী পেয়েছেন। শিরোধার্য্য-মেনে নেওয়া গেল।"

শিবনারায়ণ পত্নীর হাতখানি সোহাগে ধরিয়া একটু মৃদু টান দিল, প্রভা স্বামীর শিয়রের নিকট পালঙ্কের এক পার্শ্বে আসিয়া মুখখানি ভার করিয়া বসিল। স্বামীর কথার বিশেষ কোন উত্তর দিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

শিবনারায়ণের আদেশ অনুসারে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আহারের পর জ্যোতিপ্রসাদ আশাকে পড়াইতে যাইত সে গমনের এক দিনের জন্যও বিরাম ছিল না। সেই গমনই তাহার কাল হইল। আহারের পরই তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন আশার বাটী যাইবার জন্য কেমন আকুল হইয়া উঠিত,—সেও সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আশার বাটীতে ছুটিত। এই ভাবে আজ তিন চারি মাস কাটিয়া আসিয়াছে কিন্তু আশা লেখা পড়ায় বিশেষ কোনই উন্নতি করিতে পারে নাই। জ্যোতিপ্রসাদ প্রথম দুই চারি দিন তাহাকে একটু আদ্‌টু লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু আশার আদৌ সে দিকে মনোযোগ ছিল না। তাহার মন আর একটী মনকে ধরিবার জন্য এমনি উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল যে তখন আর অন্য দিকে মন দিবার তাহার মোটেই অবসর ছিল না। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে এক হাতে তালি বাজে না, এ কথাটা একেবারে খাঁটী সত্য। তুমি যদি কাহাকেও সত্যই ভালো বাস নিশ্চয়ই জানিও তাহাকেও তোমায় নিশ্চয়ই ভালো বাসিতে হইবে। সত্যই তোমার প্রাণ যাহার জন্য কাঁদিয়া উঠে জানিও তাহারও প্রাণ তোমার জন্য কাঁদিবেই কাঁদিবে। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম,—বিশ্ব এই

নিয়মেই চলিয়া আসিতেছে। এ নিয়মের কি ব্যতিক্রম হইবার উপায় আছে। জ্যোতিপ্রসাদের সমস্ত প্রাণটা যখন প্রেমের বাতাসে লাট খাইয়া ক্রমেই আশার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল তখন আশার প্রাণও একেবারে সুস্থির ছিল না,—সেও ভিতরে ভিতরে জ্যোতি-প্রসাদকে পাইবার জন্য বেশ একটু আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে যখন দুটী প্রাণ পরস্পর মিলিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে তখন তাহাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। সে মিলনের পথে বিঘ্ন প্রদান করিতে ভগবান্‌ও বুঝি অক্ষম।

হিসাব নিকাশ করিয়া, ভাবিয়া বুঝিয়া এ পৃথিবীতে মানুষ বোধ হয় সব কাজই সম্পন্ন করিতে পারে কিন্তু একটী পারে না—যাহার নাম ভালবাসা। ভালবাসা হিসাব নিকাশের গণ্ডির সম্পূর্ণ বাহিরে। হিসাব করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোন মানুষকে ভালবাসিতে পারে নাই,—পারে না। আমি অমুককে ভাল-বাসিতে চাই বলিলেই অমনি প্রাণ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না, আর অমুককে আমি ভালবাসিতে চাই না বলিলেই ভালবাসা প্রাণ হইতে লুপ্ত হইয়াও যায় না। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে তখন সে বুঝিবারও অবসর পায় না কখন সে ভালবাসিল,—কেমন করিয়া ভালবাসিল,—কেন ভালবাসিল। ভালবাসা যুক্তি মানে না,—উচিত অনুচিতের ধার ধারে না,—সে চায় শুধু ভালবাসা। ইহাকে আমার ভালবাসা উচিত নয়,—শত ভাবে শত বার এ কথা মনে হইলেও ভালবাসার

কবল হইতে মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে না। সে সমস্ত যুক্তি তর্ক উচিত অনুচিত,—পাপ পুণ্যের বেড়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপন রাজ্য পাতিয়া বসে।

জ্যোতিপ্রসাদের মনেও শত বার শত ভাবে উদয় হইয়াছে যে আশাকে ভালবাসা তাহার একেবারেই উচিত হইতেছে না কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে প্রাণ সে যুক্তি মানে কই। জ্যোতি-প্রসাদ প্রাণের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইল তবুও নিজেকে সামলাইতে পারিল না,—প্রেমের প্রচণ্ড টানে উচিত অনুচিত সমস্তই ভাসিয়া গেল, শেষ তাহাকে ধরা দিতে হইল কিন্তু শান্তি পাইল না, সমস্ত প্রাণটা একেবারে হাহাকারে পূর্ণ হইয়া গেল। জ্যোতি-প্রসাদের চির দিনের বিশ্বাস ছিল তাহার প্রাণটা লোহার মত কঠিন, কিছুতেই গলিতে পারে না, কিন্তু সে তো পূর্ব্বে কোন দিন জানিত না যে প্রেমের উত্তাপ এতই প্রখর যে তাহাতে পড়িলে লোহা তো সামান্ত বস্তু পাষাণও গলিতে অধিক সময় লাগে না। প্রেমের উত্তাপে যোগেশ্বর মহাদেবের আসন টলিয়া ছিল ;—হৃদয় গলিয়াছিল, মানুষের গলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি !

মধ্যাহ্নে আহারের পর আশা প্রত্যহ যেমন নিজের ঘরটীর ভিতর আসিয়া শয্যার একপার্শ্বে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া একজনের প্রতীক্ষায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে আজও সেইরূপ করিতেছিল তখন বেলা আন্দাজ দুইটা। আশ্বিন মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রৌদ্রের তেজে আর প্রখরতা নাই। মিটা রৌদ্র চিটা গুড়ের মত বেশ

যেন পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিতেছে। আশা অনেকক্ষণ স্নান আহার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এযাবৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া বসিতে পারে নাই। সে একবার উঠিতেছিল,—একবার বসিতেছিল,—একবার গবাক্ষের দিকে চাহিতেছিল,—একবার দ্বারের দিকে যাইতেছিল আর মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার যাইয়া স্বস্থানে শুইয়া পড়িতেছিল। কাহার জন্য আজ যেন তাহার সমস্ত প্রাণটার ভিতর একেবারে আনচানানী ধরিয়াছিল। ঠিক সেই সময় জ্যোতিপ্রসাদ আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। জ্যোতিপ্রসাদকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশা কপট নিদ্রার ভান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে যাইতেছিল কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ বিছানার উপর আসিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "এখন কি আর চোখ বোজালে চলে আমি যে দেখে ফেলেছি তুমি চোখ চেয়ে ছিলে। আজ ব্যাপার কি এত সকাল সকাল খেয়েছ? কোন দিনই তো তিনটে না বাজলে পেটে ভাত যায় না,—আজ এত বড় একটা নূতন কাণ্ড কেমন করে হ'লো?"

আশা শুইয়াছিল জ্যোতিপ্রসাদকে তাহার নিকটে আসিয়া বসিতে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল, একবার তাহার সেই বড় বড় চোখের অভিনব চাউনিতে জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আজ যে আমি এইখানেই খেয়েছি, পারুলমাসী যে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল, আজ তো আমি মার কাছে খেতে যায়নি। আচ্ছা অন্য দিন তো সকাল

সকাল এসে একলাটি এখানে দু'ঘণ্টা শুয়ে থাক,—আর আজ আমার খাওয়া হয়ে গেছে কিনা আজ আর বাবুর দেখা নেই।"

আশা ঠোঁটটা একটু ফুলাইয়া একটা বক্র চাউনিতে জ্যোতি-প্রসাদের দিকে চাহিয়া ঘাড়টা একটু নীচু করিয়া বসিল। তাহার এই অপরূপ ভঙ্গিমা জ্যোতিপ্রসাদের নিকট বড়ই মধুর ঠেকিল। সে মৃদু হাসিয়া আশার কথার উত্তর দিল, "কেমন করে জান্‌বো বল আজ তোমার খাওয়া এত সকাল সকাল হবে, আমি তো আর গণৎকার নই যে হাত গুণে জান্‌তে পার্ব্বো। তুমি তো আমায় বলনি যে কাল তোমার সকাল সকাল খাওয়া হবে। আমি বরং ভাবলুম্ একলা চুপ করে পড়ে থাকার চেয়ে একটু দেরী করে যাওয়াই ভালো।"

আশা মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "কেন শুন্‌তে শিখ্‌তে পারো না,—এ সব বিষয় শুন্‌তে হয়। আমি কতক্ষণ থেকে শুয়ে শুয়ে ভাবছি এই বাবু আসেন,—এই বাবু আসেন,—বাবুর আর দেখাই নেই।"

আশা কথা কহিতে কহিতে সহসা একবার মুখ চোখ সিট্‌কাইল। জ্যোতিপ্রসাদ তাহার মুখের দিক চাহিয়াছিল, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি মুখ সিট্‌কাচ্ছ কেন? পেট কাম্‌ড়াচ্ছে বুঝি?"

আশা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "না।"

তাহার পর একটুকু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "দেখ মাঝে মাঝে আমার বুকের এই খানটায় কেমন যন্ত্রণা হয়, আর যেন খুব জোরে জোরে ধড়াস ধড়াস কর্ত্তে থাকে। হাত দিয়ে দেখ কি রকম ধড়াস ধড়াস কচ্ছে।"

আশা জ্যোতিপ্রসাদের হাতখানা ধরিয়া বুকের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করিল। জ্যোতিপ্রসাদের হাতখানা মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে ছিল;—সে একবার ভাবিল তাহার হাতখানা এভাবে আশার বুকের উপর রাখা তাহার উচিত হইতেছে না, কিন্তু আশা তখনও তাহার হাত ধরিয়াছিল, জ্যোতিপ্রসাদের সে শক্তি নাই যে আশার হাতের ভিতর হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লয়,—সে শক্তি তাহার বহুদিন তিরোহিত হইয়াছিল। জ্যোতিপ্রসাদের হস্ত আশার বক্ষ স্পর্শ করিল,—তাহার স্পন্দন অনুভব করিল সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা পুলক তাহার দেহের প্রতি শিরায় শিরায় একটা আবেগ ছড়াইয়া দিল। জ্যোতিপ্রসাদের কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, সে যেন কেমন গুম্ খাইয়া গেল। আশা একটু নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সত্যি বলো আমার বুকটা খুব জোরে জোরে ধড়াস ধড়াস কচ্ছে না ?"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, বেশী উত্তেজনা হ'লে মানুষের এ রকম হয়ে থাকে। তোমার এখন এমন কোন কাজ করা,—বা কথা ভাবা একেবারেই উচিত নয় যাতে মনের কোন রকম উত্তেজনা হ'তে পারে।"

আশা মুখখানি ভার করিয়া উত্তর দিল, "উচিত নয় তো জানি কিন্তু মনের ওপর তো আর জোর চলে না, মন তো আর কারুর কথা শোনে না। তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া।"

আশার কথায় একটা মহা বিস্ময়ে জ্যোতিপ্রসাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল। সে আশার মুখের দিকে চাহিয়া মহা বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি।"

আশা ঘাড় নাড়িয়া তখনি উত্তর দিল, "হ্যাগো মশাই হ্যা তুমিই। তুমি কেন আমায় অত মিষ্টি কথা বলো,—তুমি কেন আমায় অত যত্ন কর,—আমি যে বুঝিতে পারি তুমি দিন রাত আমারই কথা ভাবো। যে মানুষ যাকে যতটুকু ভালবাসে সেই ভালবাসার ছাপটুকু তার বুকের ওপর এসে পড়ে। কাজেই আমি বুঝতে পেরেছি সবায়ের চেয়ে তুমিই আমায় বেশী ভালবাস।"

যে কথা জ্যোতিপ্রসাদ জীবনে কোন দিন প্রকাশ করিবে না ভাবিয়াছিল,—যে কথা জানিবেন কেবল অন্তর্যামী,—সেই কথা যে এমন স্পষ্ট ভাবে আশা কোন দিন তাহার মুখের উপর বলিতে পারে জ্যোতিপ্রসাদ তাহা জীবনে কখনও কল্পনাতে আনিতে পারে নাই। আজ আশার মুখে এই কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন ফাপিয়া ফুলিয়া একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত রাখা আজ যেন তাহার সাধ্যের বাহিরে যাইয়া পড়িল। তবুও সে প্রাণপণ শক্তিতে প্রাণের সহিত যুদ্ধ

করিয়া নিজেকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—সে একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া তাহার উপর আড় হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ঘরখানা একটা নিবিড় নীরবতায় ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া উঠিল। সেই প্রগাঢ় নীরবতা বিচলিত করিয়া আশা আবার কথা কহিল, সে ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বলিল, "তুমি যে আমায় ভালোও বাসবে অথচ দূরে দূরে ঠেলে রাখ্‌বে তা কিছুতেই হতে পারবে না। বলো তুমি আমায় যেমন ভালবাস তেমনি আমায় নিজের ভাব্‌বে।"

এ কথার জ্যোতিপ্রসাদ কি উত্তর দিবে? সে কেমন করিয়া আশাকে নিজের ভাবিবে? আশাতো তাহার নহে,—আশা যে তাহার প্রাণের বন্ধু শিবনারায়ণের। সে বন্ধুর দ্রব্য চুরি করিবে? তাহাও কি সম্ভব! কোন এক ইংরাজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন ভালবাসার অপর নাম দুর্ব্বলতা। কথাটা খাঁটী সত্য। ভালবাসায় মানুষকে এমনি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে তাহার নিজস্ব আর কিছুই থাকে না। জ্যোতিপ্রসাদ কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি শিবনারায়ণকে মোটেই ভালবাস না?"

আশা বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল, "কে বল্‌লে বাসিনি। তুমি যদি আশার এই বুকের মধ্যে ঢুক্‌তে পার্ত্তে তাহ'লে দেখ্‌তে পেতে আমি শিবনারায়ণবাবুকে কম ভালবাসিনি।

লোকের কেমন একটা ভুল বিশ্বাস আছে একটা প্রাণ দুটো প্রাণকে ভাল বাসতে পারে না। এ ধারণাটা তাদের একেবারে সম্পূর্ণ ভুল। মানুষ না জেনে শুনে পরীক্ষা না করেই ধারণা ক'রে বসে, কাজেই তাদের ধারণা গুলো এই রকমই পদে পদে ভুল হয়ে থাকে। তবে—"

আশার মত ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া জ্যোতিপ্রসাদ অবাক্ হইতে মহা অবাকের ভিতর যাইয়া পড়িতে ছিল। তাহার মনে হইতে ছিল,—এই ক্ষুদ্র বালিকা এই সকল কথা কোথা হইতে শিখিল,—কেমন করিয়া জানিল। জ্যোতি-প্রসাদ উৎকর্ণ হইয়া আশার কথাগুলি শুনিতে ছিল, মহা ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি ?"

আশার মুখখানি এতক্ষণ কেমন যেন একটু কালো হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহার উপর আবার মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে কাকে যে বেশী ভালবাসি তা আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।"

জ্যোতিপ্রসাদ কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল,—বাহির হইতে আশার মেজমাসির কণ্ঠস্বর ভিতরে আসিল,—"ও আশা বাহিরে বেরোতো একবার।"

আশা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিপ্রসাদ গৃহের ভিতর একাকী পড়িয়া পড়িয়া কত কথাই

চিন্তা করিতে লাগিল ; সে চিন্তার শেষ নাই,—মীমাংসা নাই। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আশা আবার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল,—জ্যোতিপ্রসাদ তাহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তাহ'লে এখন আমি চল্লুম।"

আশা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না এখন যাওয়া হবে না, সেই রাত্তির বেলা শিবনারায়ণ বাবু এলে তারপর যাবে।"

জ্যোতিপ্রসাদ আর কোন কথা কহিল না, যে ভাবে শুইয়া ছিল ঠিক সেই ভাবেই শুইয়া রহিল। আশা তাহার পার্শ্বে বসিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিল,—তাহার চুল বাঁধা শেষ হইলে সে গা ধুইতে গেল। গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আশা আবার যখন আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গৃহের ভিতর কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিয়াছে। আশা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "বা বেশ তো মজার লোক তুমি, আলোটাও জ্বাল্‌তে নেই,—ঠিক সেই ভাবেই পড়ে রয়েছ। আমি তোমার জন্যে চা আন্‌তে দিয়ে এসেছি এলো বলে।"

আশা আলোর শুইস্‌টা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল,—বৈদ্যুতিক আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। জ্যোতিপ্রসাদ উঠিয়া বসিয়া ছিল, আশা আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। তাহার পর তাহাদের কত কথাই হইল,—রাত্রি গভীর হইতে ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন তখনও শিবনারায়ণের দেখা নাই। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পড়িয়া গেল। তথাপি

শিবনারায়ণ আসিল না। যদি শিবনারায়ণ সে দিন আসিত তাহা হইলে হয়তো জ্যোতিপ্রসাদ নিজেকে সাম্‌লাইলেও সাম্‌লাইতে পারিত কিন্তু ভগবান্ যাহা ঘটাইবেন মানুষের সাধ্য কি যে তাহার গতিরোধ করে,—বন্ধুর জিনিষ চুরি করিয়া গভীর রাত্রে জ্যোতি-প্রসাদ মাতালের ন্যায় গৃহে ফিরিল। মানুষ যতই আস্ফালন করুক তাহার কোন শক্তিই নাই। এত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনা তাহাকে এমন স্থানে লইয়া আনিয়া ফেলিল, তাহার সব শক্তি, সব চেষ্টা বৃথা হইয়া গেল। মানুষ জড়,—নেপথ্য হইতে আর এক শক্তি তাহাকে যেমন নাচায় সে তেমনি নাচে মাত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই আপনা হইতেই প্রাণটা কেমন সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে। অন্যায় কাজ করিয়া করিয়া যাহারা একেবারে পাকিয়া উঠিয়াছে তাহারাও যখন কোন অন্যায় কর্ম্ম করে তখন কিছুতেই একেবারে প্রাণটাকে চাঙ্গা রাখিতে পারে না। অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্যও প্রাণটা ভিতরে ভিতরে কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িতে থাকে। শিবনারায়ণ যখন প্রত্যহ আশার বাড়ী হইতে বাটী ফিরিত তখন মহানগরী নিদ্রার কোলে সমাচ্ছন্ন থাকিত। ভোরের প্রথম স্নিগ্ধ বাতাস ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিতে না বহিতেই সে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু সে দিন যখন সে বাড়ী ফিরিল তখন রীতিমত বেলা হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত কলিকাতা নগর কর্ম্ম কোলাহলের ভিতর ওলোটপালট খাইতেছে। মানুষ, পশু, পক্ষী কাহারও আর জাগিতে বাকি নাই,—সকলেই জাগিয়া উঠিয়া যে যাহার কাজে ছুটিতেছে। বেলার দিকে চাহিয়া শিবনারায়ণের প্রাণটাও আজ একটু সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। বাটীর সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে কাজেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার যেন কেমন একটু লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল,—কিন্তু বাটীতে প্রবেশ করিতেই
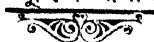
হইবে,—উপায় নাই। কাজেই সে বেশ একটু সঙ্কোচিত ভাবে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। কোন ক্রমে একবার নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া কাপড় জামা জুতাটা ছাড়িতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু মানুষ যদি সব সময় নিশ্চিন্ত হইতে পারিত তাহা হইলে ভাবনার কিছুই থাকিত না। মানুষ যখনই একটা কিছু অন্যায় ডাকিবার চেষ্টা করে তখনই যেন কোথা হইতে এক অনন্ত শক্তি আসিয়া সেটা আরো অধিক প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। শিবনারায়ণ সবে মাত্র কয়েক পদ বাটীর ভিতর অগ্রসর হইয়াছে,—সম্মুখেই তাহার দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, শিবনারায়ণকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণের প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন একবার ছুলিয়া উঠিল,—সে তাহার দাদার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, মহা কিন্তু ভাবে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যেন তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শিবনারায়ণ কোন ক্রমে নিজের ঘরটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাত্রির পরিচ্ছদগুলা ছাড়িয়া ফেলিয়া যেন কতকটা সুস্থ হইল। গৃহের মেঝের উপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আপন মনে বসিয়া খেলা করিতেছিল, সে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে যা তোর মাকে গিয়ে বল্‌গে যা, বাবার চা নিয়ে আস্‌তে।

কন্যা একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর পিতার আদেশটুকু মাতাকে জানাইবার জন্য ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কন্যা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে শিবনারায়ণ একটা আশ্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পালঙ্কের উপর যাইয়া আড় হইয়া পড়িল। তখন তাহার প্রাণের ভিতর কেবলই তাল পাকাইতে ছিল, "এত বেলা করিয়া বাটী ফেরা তাহার একেবারেই উচিত হয় নাই,—ভবিষ্যতে এরূপ আর কিছুতেই হইতে দেওয়া হইবে না।"

শিবনারায়ণ এই সকল কথাই এক মনে চিন্তা করিতেছিল, সহসা বাহিরে চুড়ির টুন্ টুন্ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল। চুড়ির শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র শিবনারায়ণ বুঝিল, চুড়ির মালিক গৃহে প্রবেশ করিতেছে। এত বেলায় বাটী ফিরিবার দরুণ এখনি তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। শিবনারায়ণ পূর্ব্বে হইতেই একটু নড়িয়া চড়িয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। প্রভা একটী রেকাবীতে কয়েকটী মিষ্টান্ন ও এক পেয়ালা উষ্ণ চা লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ কয়িয়া পালঙ্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শিবনারায়ণ অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইয়া ছিল, যে পাশ ফিরিয়া একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিল তাহার পর অতি ভালো মানুষটীর মত উঠিয়া বসিয়া পত্নীর হস্ত হইতে মিষ্টান্নের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালাটা গ্রহণ করিল। সে চায়ের পেয়ালাটা পালঙ্কের এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া মিষ্টান্ন কয়টী একটীর পর

একটা বদনে ফেলিয়া দিতে লাগিল। শিবনারায়ণ মিষ্টান্ন কয়টা শেষ করিয়া শূন্য রেকাবীখানা পত্নীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়া এতক্ষণ পরে সে একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। সে ভাবিয়াছিল পত্নীর মুখে অমানিশার ঘোর অন্ধকার দেখিতে পাইবে কিন্তু একেবারে তাহার বিপরীত। পত্নীর মুখখানি আজ হাস্যরাগে রঞ্জিত। তথায় ক্রোধের চিহ্ন মাত্র নাই। এই ব্যাপারে সে মনে মনে বেশ একটু বিস্মিত হইল কিন্তু সে ভাবটা আর বাহিরে প্রকাশ করিতে দিল না, আপন মনে চা পান করিতে লাগিল। প্রভা এতক্ষণ চুপটী করিয়া দাড়াইয়াছিল, সেই প্রথম কথা কহিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তোমার আক্কেল তো খুব যা হক্?"

শিবনারায়ণ চায়ের পেয়ালাটা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল, সে তাহাতে একটা বড় রকম চুমুক দিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আক্কেলের আবার কোথায় গোলযোগ ঘট্‌লো?"

প্রভা মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "তোমার কি বল না, তোমাকে তো আর কাউকে জবাবদিহি কর্ত্তে হয় না, আমার যে লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশ্‌তে ইচ্ছে করে। আচ্ছা এত বেলায় বাড়ীতে ঢুকতে একটু লজ্জাও কর্ল্লো না?"

পেয়ালার চাটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া পেয়ালাটা পত্নীর হস্তে দিয়া মহা অপ্রস্তুত ভাবে শিবনারায়ণ উত্তর দিল, "লজ্জা

বিলক্ষণই করেছিল, কিন্তু কি কচ্ছি বলো ঘুমটা তো আর হাত ধরা নয়। মানুষ যখন ঘুমোয় তখন সে এ কথা একেবারে হলোপ করে কিছুতেই বল্‌তে পারে না, যে ঠিক কোন্ সময় তার ঘুমটা ভাঙ্গবে। কাজেই মানুষ তো আর ঘুমুতে ঘুমুতে আস্‌তে পারে না। এদিকে যতই লজ্জা করুক, বাড়ী না ঢুকেই বা উপায় কি? তখন মানুষের ভাবটা হয় কি রকম জান যেন ফুলশয্যার রাত্রের নতুন ক'নেটা। লজ্জায় মর আর বাঁচ স্বামীর কথার উত্তরে একটা হু হাঁ দিতেই হবে,—কেন না তাকে নিয়েই সারা জীবনটা কাটাতে হবে। আমারও বাড়ী ঢোকা কতকটা সেই রকম, লজ্জা যতই করুক বাড়ী না ঢুকে তো আর উপায় নেই।"

প্রভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব যা'হক,—জবাব যেন ঠোঁটের গোড়ায় যুগিয়ে আছে! এ রকম হ'লে কিন্তু আমি সত্যি বল্‌ছি তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে। আমি যে তোমার জন্যে দু'শো লোককে জবাবদিহি কর্ব্বো, তা আমি কিছুতেই পার্ব্বো না।"

শিবনারায়ণ কিছুক্ষণ পত্নীর মুখের দিকে বেশ একটু গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "হায়রে আমার অদৃষ্ট,—হায়রে ভারত! একদিন যে দেশের নারী স্বামীর জন্যে এক বস্ত্রে বনে বনে ছুটেছিল, আজ সেই দেশের নারীর অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ? আচ্ছা তুমি এত বড় কথাটা ফস্ করে আমার মুখের ওপর কেমন করে বলে ফেল্লে, স্বামীর জন্য দুটো জবাবদিহিও কর্ত্তে নারাজ। আশ্চর্য্য যে এই কথাটা বল্‌তে তোমার গলায় একটু বাধলো না!"

মুস্কিল আসান

প্রভা মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "না সত্যি বল্‌ছি, তোমার ও ঠাট্টা তামাসা আমার মোটেই ভাল লাগে না। তুমি যে সব কথায় হেসে ওঠ, সত্যি বল্‌ছি আমার গা জ্বলে যায়?"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া পত্নীর কথার উত্তর দিল, "না আমায় সত্যিই গম্ভীর হতে হ'লো! একজনের হাসি দেখে যদি একজনের গা জ্বলে তাহ'লে কি বুঝ্‌তে হবে,—তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে তার কঠিন পীড়া হয়েছে,—চিকিৎসা করার দরকার। আমার হাসি দেখে যখন তোমার গা জ্বলে যায় তখন তোমার রীতিমত চিকিৎসা করান দরকার। বল কি গো হাসির মত জিনিস যা' ভগবানের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দান, তা' যে পৃথিবীতে রীতিমত আয়ত্তাধান কর্ত্তে পারে, তার মত আর ভাগ্যবান্ কে আছে? আমি সেই হাসিটাকে রীতিমত ভোগ কচ্ছি, আর তোমার কিনা তাইতে গা জ্বলে যায়। যে মানুষ হাসে না বা হাস্‌তে জানে না তার দ্বারা সব হওয়া সম্ভব। সে খুন কর্ত্তে পারে,—চুরি কর্ত্তে পারে, তাকে জেলে রাখাই উচিত। ছি,—ছি,—ছি,—তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এই হাসির মর্ম্মটুকু বুঝ্‌লে না। শুধু এইটুকু মনে রাখ্‌লেই যে যথেষ্ট হয় যে, কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে, হেসে উড়িয়ে দেওয়া সহস্রগুণে ভাল।"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া প্রভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি কেঁদে ভাসাতেও চাইনি,—হেসে ওড়াতেও চাইনি। আমি চাই যেটুকু ন্যায্য সেইটুকু কর্ত্তে।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার কথা

শুন্‌লে মানুষ কিছুতেই গম্ভীর থাক্‌তে পারে না,—এই সাফ স্পষ্ট কথা বলে দিলুম। ন্যায্য কাজ কটা লোক করে? যদি পৃথিবী শুদ্ধ সব লোক শুধু তাদের ন্যায্য কাজটুকু কর্‌তো, তাহ'লে এই পৃথিবীটা স্বর্গ হ'তো,—ন্যায্য কাজ উচিত কাজ এগুলো শুন্‌তে বেশ মিষ্টি,—কিন্তু আমি জোর করে বল্‌তে পারি কেউ তা' করে না। আমি করি না,—তুমিও কর না,—আমাদের আসে পাশে আর সব যারা আছেন তাঁরাও করেন না। কাজেই ন্যায্য কাজ তিনি শুধু ন্যায্য ভাবেই আছেন। সম্পন্ন হতে বড় কখন একটা শুন্‌লেম না। এইটুকুই ওর মজা।"

প্রভা স্বামীর কথার উত্তরে বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, "সবাই করে না বলে তুমিও কর্ব্বে না এটা কি একটা কথা। সবাই যদি চোর হয় তাহ'লে তুমিও চোর হবে?"

শিবনারায়ণ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "না হয়ে উপায় কি বলো! সবই যেখানে চোর সেখানে থাক্‌তে গেলে নিশ্চয়ই চোর হতে হবে। নইলে নিজের সব খুইয়ে অবিলম্বে দিগম্বর হয়ে দাঁড়াতে হবে। মানুষ আর দেবতায় প্রভেদ কি জান? দেবতাদের প্রাণ বজ্রের মত কঠিন, কিছুতেই তা' নোয়াতে চায় না, আর মানুষের প্রাণ দুর্ব্বলতায় ভরা,—প্রতি পদে পদে নুয়ে পড়ে। এমন এক এক সময় মানুষ এমন এক এক ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়ে, যে তারা বুঝতে পাচ্ছে, অন্যায় কাজ কচ্ছে কিন্তু ঘটনা চক্র এমনি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে, সে কাজ না করে আর তাদের উপায় থাকে

না। ন্যায্য যেটুকু সেইটুকুই কেবল করা উচিত,—একথা সকলেই জানে, সকলেই বোঝে কিন্তু করা কি সব সময় সম্ভব হয়? কিছুতেই নয়।"

প্রভা মুখখানি বেশ ভারি করিয়া বলিয়া উঠিল, "সম্ভব হক্ আর না হক্ ওসব আমি শুনতে চাইনি। আমি তো তোমায় যেতে বারণ কচ্ছিনি,— আমি শুধু এইটুকু চাই যে, সবাই উঠ্‌বার আগে তুমি বাড়ী ফির্‌বে। তুমি জান না আমায় কত লোকে কত কথা বলে। লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়।"

শিবনারায়ণ আর একবার চোখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল,—পত্নীর রোষ-রঞ্জিত ঢল ঢল মুখখানির বাহার তাহার চক্ষে বড়ই সুন্দর ঠেকিল। সে মুখে রাগ ও অভিমান, প্রেম ও প্রীতি মেশা-মিশি পেষাপিষি হইয়া যেন একটা নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সে মুখের প্রতি ভঙ্গিমায় কত নূতন চিত্র প্রতি নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে,—কয়জন তাহা দেখে,—দেখিতে জানে বা দেখিতে পারে! শিবনারায়ণ তাহার পত্নীর সেই রোষ-বিরঞ্জিত মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ঘাড়টা ঈষৎ একটু নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সে মরুগে যা' হয় পরে করা যাবে,—কিন্তু এখন তোমার মুখ-খানির যা' বাহার হয়েছে এমন বাহার সত্যি বল্‌ছি বহুদিন দেখিছি বলে তো আমার মনে হয় না। রাগের সঙ্গে অনুরাগের মিলন যদি কেউ প্রত্যক্ষ কর্ত্তে চায় তো সে একবার এসে তোমার মুখের দিকে

চেয়ে দেখুক। তোমার মুখের এই বাহার দেখে আমার মনে হচ্ছে কি জান,—রোজ এই রকম বেলা করে বাড়ী ফিরি আর তোমার মুখের এই রকম বাহার নিত্যি নূতন দেখি।"

স্বামীর কথায় অভিমানে প্রভার ঠোঁট দুইখানি যেন একটু স্ফীত হইয়া উঠিল,—সে ঘাড়টী নীচু করিয়া গাঢ়স্বরে স্বামীর কথার উত্তর দিল, "তুমি যে আমার কোন কথা রাখ্‌বে না তাতো জানাই আছে,—আমার ঝকমারি তাই তোমায় কোন কথা বল্‌তে আসি। যা' ভাল বোঝ তাই কর,—আমার বল্‌তে হয় বল্লুম,—না শোন কি আর কর্ব্বো বলো।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ,—আমি কি সত্যি বল্‌ছি যে আমি রোজ এই রকম বেলা করে আস্‌বো। আমি বলেছি তোমার মুখের বাহার দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছে রোজ এই রকম বেলা করে আসি,—তার মানে তা নয় যে রোজই আমি এই রকম বেলা করে আস্‌বো! আমি যদি বলি তোমায়, আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে ন্যাংটো হয়ে নাচি,—তাহ'লে কি তুমি অমনি বুঝ্‌বে আমি রাস্তার মাঝখানে ন্যাংটো হয়ে নাচ্‌তে চল্লুম। সেও যেমন নয় এও ঠিক তেমনি নয়। ও একটা কথার কথা। এতে তোমার রাগ করবারও কিছু নেই,—অভিমান করবারও কিছু নেই। এত বেলায় বাড়ী ঢুকতে আমারও বড় কম লজ্জা করেনি। তোমার বলাটা কি হ'লো জান অধিকন্তু,—তুমি না বল্লেও আমাকে আপনা থেকেই সকলে

উঠ্‌বার আগে বাড়ী ফেরবার চেষ্টা কর্ত্তে হ'তো? কেন না বেলা করে বাড়ী ফিরতে আমার নিজেরই লজ্জা বোধ করে।"

প্রভা কোন কথা কহিল না, অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, চায়ের পেয়ালাটি ও ডিস্‌খানি এবং মিষ্টান্নের রেকাবী-খানি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, শিবনারায়ণ মহা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বা, বেশ, নিজের মনেই গোঁ ভরে চলে যাচ্ছ, একটা উত্তর দিয়ে যাও।"

প্রভা একটা নিরাশা জড়িত স্বরে বলিল, "আমি আর কি উত্তর দেব? তুমি যা' ভাল বুঝ্‌বে তাই কর্ব্বে, আমার তাতে কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া মোলাম স্বরে বলিল, "তবু রাগ,—তবু অভিমান?"

স্বামীর কথায় একটা চাপা হাসি প্রভার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল, সে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "এর ভেতর আবার রাগ অভিমান কোথায় পেলে?"

শিবনারায়ণ পত্নীর হাতটা ধরিয়া কোলের নিকট টানিয়া আনিয়া বলিল, "ওই দুটো কথার ভেতরই সব আছে। ওরে পাগ্‌লী,—তুমি হ'লে আমার কাশ্মীরি শাল, আর সেটা হ'লো জারম্যানীর দো-রোকা? একটা হ'লো খালি পশম আর একটা
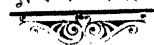
হ'লো খালি পাট। দেখতে যতই বাহার হউক, প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার কোন দিনই তুলনা হবে না।"

প্রভা কোন কথা কহিল না, সে একবার ঈষৎ একটু নয়ন তুলিয়া প্রেমবিহ্বল নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
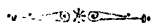
"হ্যাগা দিন দিন তুমি এমনতর হয়ে যাচ্ছ কেন,—কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা কও না,—দিন রাত বসে বসে কি ভাবো, আমায় বলবে না তোমার কি হয়েছে?"

এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে বিন্দু আসিয়া স্বামীর পাশটীতে বসিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সে গৃহে আলো দিতে আসিয়া ছিল, কিন্তু অসময়ে স্বামীকে গৃহের ভিতর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার প্রাণটা যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। জ্যোতিপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে বিছানার উপর বসিয়াছিল;—পত্নীর স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল, সে মুখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামীকে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিয়া বিন্দু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা এমন অসময় আজ যে বড় তুমি বাড়ীতে বসে রয়েছ? বেরুবে না? আজকাল তোমার কি হয়েছে, দিন রাত কি ভাবো,—সদাই অন্যমনস্ক,—কি হয়েছে তোমার আমায় বলবে না?"

জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল আমি ইহাকেও ভালবাসি তাহাকেও ভালবাসি, কিন্তু এই দুই ভালবাসার নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে, কিন্তু সেই প্রভেদটুকু যে কি তাহা তো কই বুঝিতে পারি না,—এও

আমায় ভালবাসে, সেও আমায় ভালবাসে, দুই আমি অনুভব করি কিন্তু পার্থক্য করিতে পারি কই! ঠিক সেই সময় কে যেন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, মূর্খ এইটুকু বুঝিতে পারিতেছ না, প্রথমটি হইতেছে ব্রহ্মার কমণ্ডলু নিঃসৃত পূত-মন্দাকিনী বারি,—সে একই গতিতে, একই লক্ষ্যে,—একই উদ্দেশ্যে বাহিয়া চলিয়াছে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে পার্ব্বত্য নদী,—বর্ষায় স্ফীত হইয়া দুকূল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যও নাই, গতিও নাই—আছে কেবল তাণ্ডব নৃত্য। তবুও কি মূর্খ বুঝিতেছ না পার্থক্য কি? পার্থক্য অনন্ত,—স্বর্গ ও রসাতলের মধ্যে যতটা পার্থক্য এই দুই ভালবাসার ভিতর তাহারও অধিক পার্থক্য। চন্দ্রের বিমল আলোর সহিত প্রদীপের আলোর কি তুলনা হইতে পারে!

জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। স্বামীর ভাবে বিন্দু বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে স্বামীর মুখের নিকট মুখ আনিয়া অতি কোমল মধুর স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ! তোমার হ'লো কি, দিন দিন তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

জ্যোতিপ্রসাদের মুখের উপর একটা ম্লান হাসি ভাসিয়া উঠিল, যে মৃদু স্বরে পত্নীর কথায় উত্তর দিল, "দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছি কেন? এ কেনর উত্তর তো আমি তোমার কাছে দিতে পারিনি,—

কেনর উত্তর নেই। আর উত্তর থাক্‌লেও সে উত্তর দেবার নয়, তবে যখন তুমি জিজ্ঞাসা কল্লে তখন এইটুকু শোন আমি এক-জনকে বড় ভালবেসেছি।"

স্বামীর কথায় বিন্দুর মুখখানি বিমল হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মধুর স্বরে বলিল, "ভালবেসেছ তার এত ভাববার কি আছে বলো? তুমিইতো বলেছ ভালবাসার চেয়ে ভালো জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। মানুষকে যদি আপনার কর্ত্তে চাও তবে প্রাণ ভরে ভালবাস। ভালবাসার কাছে মাথা নীচু করে না এমন লোক পৃথিবীতে নেই। সেই ভালবেসেছ তবে তাতে এত ভাবনার কি আছে?"

জ্যোতিপ্রসাদ ঘাড় নাড়িয়া পত্নীর কথায় উত্তর দিল, "সত্যি কথা ভালবাসার চেয়ে ভালো জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কিন্তু সকলের তো সবাইকে ভালবাসা উচিত নয়। আমার যাকে ভালো উচিত নয় আমি যদি তাকে ভালবাসি তাহ'লে আমার ন্যায়ের গণ্ডী লঙ্ঘন করা হ'লো। ন্যায়ের গণ্ডী লঙ্ঘন কল্লেই মানুষের মন নীচু হয়ে যায়, প্রাণে কিছুতেই শান্তি থাক্‌তে পারে না।"

বিন্দু মুখখানি একটু ভার করিয়া বলিল, "তবে তুমি অন্যায় যেনে শুনে এমন কাজ কল্লে কেন? তোমারই তো দোষ।"

জ্যোতিপ্রসাদ সোহাগে পত্নীর চিবুক ধরিয়া বলিল, "তোমায় তো আগেই বলেছি এ কেনর উত্তর নেই। আমার যে অন্যায়

সেতো দুশোবার, তাইতো দিন রাত ভাবি এমন অন্যায়টা কল্লুম কেন। কিন্তু আজ চার পাঁচ মাস ধরে দিন রাত ভেবেও তার কোন মীমাংসা খুঁজে পেলুম না—এইটুকুই আশ্চর্য্য। আমার মনে হয় এই অবস্থায় পড়্‌লে মানুষের ঠিক এই অবস্থাই ঘটে। এই অবস্থায় পড়েও যে মানুষ নিজেকে সাম্‌লে ধরে রাখ্‌তে পারে সে নিশ্চয়ই মানুষ নয় দেবতা।"

বিন্দু স্বামীর কথাগুলি কাণ খাড়া করিয়া শুনিতে ছিল। জ্যোতিপ্রসাদ নীরব হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "যা হবার তাতো হয়ে গেছে সেতো আর ফির্‌বে না,—তবে আর তার জন্যে মিছে ভেবে কি কর্ব্বে বলো?"

জ্যোতিপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভেবে যে কোন ফল নেই তা' জানি,—কিন্তু তবু মানুষকে ভাব্‌তে হয়? আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা কি জান,—না থাক্ তা' তোমার শুনে কাজ নেই, তা তোমার শুনা উচিতও নয়।"

জ্যোতিপ্রসাদ শুইয়াছিল উঠিয়া বসিল,—একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "না এ ভাবনার কাল আমি একটা হেস্তনেস্ত কর্ব্বোই। এরকম করে মানুষ নিজকে দিনরাত সঙ্কোচিত করে বেঁচে থাক্‌তে পারে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ একটা পাশবালিস টানিয়া লইয়া তাহাতে ঠেস দিয়া আবার আড় হইয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি উন্মুক্ত গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল। বাহিরে অন্ধকার রাত্রের

কালো আকাশ তারার মালা পরিয়া স্থির, ধীর শান্ত। সেই আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের ভিতর কত কথাই জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল সেই আশার বাড়ীর প্রথম গমনের দিন,—মনে পড়িল সেই শঙ্কিত কম্পিত আশার নোট কয়খানি গুণিবার ভঙ্গি,—তাহার পর ধীরে ধীরে সে কেমন করিয়া আশার প্রেমে আচ্ছন্ন হইল,—কেমন করিয়া অন্যায় হইতে মহা অন্যায়ের ভিতর যাইয়া পড়িল। একে একে যতই তাহার সব কথা মনে হইতে লাগিল ততই যেন তাহার সমস্ত প্রাণটা ভাঙ্গিয়া ধসিয়া বসিয়া যাইবার মত হইল! সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পত্নীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল। বিন্দু বেশ একটু বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা তুমিই তো বলেছ ভগবান্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন,—তবে আবার তুমি ভাবছ কেন? তুমি তো আমায় কতবার বলেছ মানুষের এক বিন্দুও শক্তি নেই। যাঁর শক্তিতে তারা শক্তিবান্ তিনি তাদের যেমনি নাচান তারা ঠিক তেমনি নাচে। মানুষ নিজের ইচ্ছে এক পাও আগ্রসর হ'তে পারে না। আমার কথা শোন ভেব না। ভগবান যা' করেছেন ভালোর জন্যেই করেছেন,—দেখ এর ফল ভালোই হবে।"

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদুস্বরে পত্নীর কথার উত্তরে বলিল, "হয়তো ভালোও হ'তে পারে। মানুষের যে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই তাও জানি। কিন্তু ভগবান্ মানুষকে বিবেক দিয়েছেন,—আমি সেই বিবেক

হারালুম কেন? বিবেক আমায় নিষেধ করেছিল,—সে নিষেধ আমি শুন্‌লেম না কেন? সে নিষেধ তো আমার শোনা উচিত ছিল।”

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “উচিত ছিল বটে কিন্তু যিনি তোমায় বিবেক দিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছায় তো তোমার বিবেক অন্ধ হয়েছিল। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন ‘অশ্বত্থামা হত ইতি গজ’ বলেন তখন কি বিবেক তাঁকে বলেনি যে তিনি অন্যায় কচ্ছেন,—তিনি কি তখন বিবেকের নিষেধ শুনেছিলেন? না! ঘটনা অনুকূল হ’লে আর বিবেকের নিষেধ শোনা যায় না।”

জ্যোতিপ্রসাদ শুইয়াছিল আবার উঠিয়া বসিল। আর একবার ভালো করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। সে দেখিল সে মুখ-খানি যেন স্বর্গের সুষমায় ভরা। সে মুখের উপর যেন একটা জীবন্ত সত্য জাগিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিপ্রসাদ ম্লান হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এত কথা তুমি শিখ্‌লে কেমন করে! তোমার মত স্ত্রী যার, ভগবান্ তার শত অপরাধ চিরদিনই মাপ করে থাকেন। যা’ চিরদিন গোপন করে রাখ্‌বো ভেবেছিলুম, যা গোপন করে রাখ্‌তে গিয়ে নিজে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলুম আর তা’ গোপন করে রাখ্‌বো না। ভালোই হক্ আর মন্দই হক্ সব প্রকাশ করে দেব। তবে কি ভাবি জান শিবনারায়ণ প্রাণে ব্যথা পাবে, তাকে আমি কত ভালবাসি তা’ কেবল আমিই জানি। তার প্রাণে ব্যথা দিতে হবে এইটাই আমার সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক। কিন্তু আর গোপন করা

কিছুতেই চলে না। যতই আমি গোপন কচ্ছি ততই আমি অন্যায় থেকে মহা অন্যায়ের ভেতর গিয়ে পড়ছি। আর আমি তা' কিছুতেই হতে দেব না। কি বলো তুমি,—আর কি গোপন করা উচিত ?"

বিন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা আমি কি করে বল্‌বো বলো। তোমার বিবেচনায় যা' ভালো হয় তাই করো। আমি যা' জানি না বুঝি না আমি তার কি মতামত দেব বলো ?"

জ্যোতিপ্রসাদ পত্নীর কথার উত্তরে আবার কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু কথাটা তাহার আর বলা হইল না নিম্ন হইতে তাহার ভ্রাতৃকন্যার স্বর উপরে আসিল, "কাকাবাবু শিব-নারায়ণ বাবু এসেছেন।"

শিবনারায়ণ বাবু আসিয়াছেন শুনিয়াই জ্যোতিপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—বিন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "যাও একেবারে কাপড় চোপড় ছেড়ে বেরোও, এমন সময় ঘরের কোণে এমন ভাবে পড়ে থেক না। যাও শিবনারায়ণ বাবুর সঙ্গে একটু ঘুরে এসোগে যাও।"

জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল,—দ্বারের নিকট হইতে ঘাড়টা ফিরাইয়া পত্নীর কথার উত্তর দিল, "কাপড় ছাড়তে আর কতক্ষণ লাগ্‌বে! যাই দেখে আসিগে এমন সময় আবার শিবনারায়ণ এলো কেন ? বলা তো যায় না যদি কোন দরকার থাকে।"

বিন্দু আর কোন কথা কহিল না—জ্যোতিপ্রসাদ বন্ধুর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। শিবনারায়ণ বাহিরের দরজার সম্মুখে বন্ধুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল,—জ্যোতিপ্রসাদকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব যাহক্,—তোমায় খুঁজিনি এমন জায়গাই নেই। তুমি যে এমন সময় ভাল মানুষটির মত ঘরের কোণে চুপটি করে বসে আছ তা' কেমন করে জানবো বলো। দিন দিন তোমার ব্যাপার যা' দেখছি তাতে তো তোমার গতিক সুবিধে বলে বোধ হয় না। জ্যোতিপ্রসাদ—যাকে বাড়ীতে পাওয়া দুর্ঘট ছিল তিনি কিনা এই সন্ধ্যে বেলা বাড়ীতে। আর আমি কিনা বেলা ছ'টা থেকে ওকে খুঁজিনি এমন জায়গাই নেই। যাও শিগ্‌গীর কাপড় ছেড়ে এসো। আজ কোথায় যেতে হবে তা' বুঝি একেবারে মনে নেই। আজ বারটা কি তাও বোধ হয় বাবুর খেয়াল নেই,—আজ সোমবার,—এবার মনে পড়েছে?"

শিবনারায়ণের মুখে সোমবার শুনিয়া জ্যোতিপ্রসাদের খেয়াল হইল সত্যই তো আজ যে তাহাদের এক বন্ধুর বাটী নিমন্ত্রণ। তাহার মনের অবস্থা এমনি সুন্দর যে, সেকথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। শিবনারায়ণ নীরব হইবা মাত্র সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সত্যিই ভাই আমি একেবারে ভুলে গেছলুম।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ করেছিলে। এখন তোমার ভাবভঙ্গি বড়লোকের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে,—ওসব ছোট
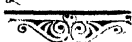
কথা তো মনে থাকবে না। যাও এখন তো মনে হয়েছে তা হ'লে অনুগ্রহ করে যাও কাপড়টা ছেড়ে এস।"

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে,—এস ঘরের ভেতর এসে বোস।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ! আমি দাঁড়িয়েই থাক্‌বো,—তুমি অনুগ্রহ করে কাপড়টা ছেড়ে এসো দেখি।"

জ্যোতিপ্রসাদ মাথাটা বার দুই চুলকাইয়া বলিল, "ঘরে এসে একটু বসলে পাত্তে আমার তোমার সঙ্গে গোটা কতক কথা ছিল।"

শিবনারায়ণ এইবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ তুমি সত্যিই বিগ্‌ড়ে যাচ্ছ। আমি যত কচ্ছি তাড়া; আর তুমি তত কর্ব্বে দেরী। তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে,—কিসের হে এত কথা বাপু? আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমার মোটেই ফুরসুদ নেই। তোমার কথা টথা সিকেয় তুলে রাখো,—আমি শুন্‌তে একেবারেই প্রস্তুত নই। আমি এখন শুন্‌তে চাই তুমি কাপড় ছেড়ে আস্‌বে কিনা। একজন ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্নে যেতে হবে,—রাত্তির বারটায় গেলে তো আর চল্‌বে না। তুমি ছোটলোক হয়ে গেছ বলে তো আর সবাই ছোটলোক হয়নি।"

শিবনারায়ণের শেষের কথাটা ঠিক যেন বিষাক্ত তীরের মত আসিয়া জ্যোতিপ্রসাদের বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল। তবে কি শিব-

নারায়ণ সব কথাই জানিতে পারিয়াছে, তাই কি সে ইঙ্গিতে তাহাকে ছোটলোক বলিল,—তাই কি সে বলিল তাহার কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নয়। পাপীর মন বাতাস সঞ্চালনেও কম্পিত হইয়া উঠে। জ্যোতিপ্রসাদের সমস্ত প্রাণটা যেন কুণ্ডলি পাকাইয়া এত-টুকু হইয়া গেল। শিবনারায়ণ ত তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া আসিতে বলিল কিন্তু সে কথা সে একেবারে বিস্মৃত হইল,—সে একটা মহা আশঙ্কার দৃষ্টি লইয়া শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিল। শিব-নারায়ণ জ্যোতিপ্রসাদের ভাবে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—বেশ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে আবার বলিল, "তোমার লক্ষণ একেবারেই ভালো নয়—তা আমি ভাই স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি। তোমার কথা তো আর এক দিনে শোনা শেষ হবে না,—আমি মাস খানেক ফুরসুদ নিয়ে বসি তারপর তোমার যত কথা আছে একে একে সব বোলে শেষ করো। আপাততঃ ভদ্রতা যদি রাখতে চাও কাপড়টা ছেড়ে এসো।"

জ্যোতিপ্রসাদ আর কোন কথা কহিল না। প্রাণে একটা মহা আশঙ্কা লইয়া কাপড় ছাড়িতে ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল শিবনারায়ণ হয়তো সব জানিতে পারিয়াছে,—বুঝিতে পারিয়াছে,—সে কোন মুখ লইয়া আর তাহার সম্মুখে বাহির হইবে। শিবনারায়ণ যদি জিজ্ঞাসা করে, প্রসাদ তোমার এ কাজটা করা কি ভালো হইয়াছে। তখন সে তাহার কি উত্তর দিবে?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্য গগনমণ্ডলে বসিয়া রক্তিম নয়নে সমস্ত ধরার গায়ে যেন অগ্নি বৃষ্টি করিতেছেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর কেহ এ রৌদ্রে বাটী হইতে বাহির হইতে চাহে না। কাজেই রাস্তায় লোক চলাচল বিরল বলিলেই হয়। যাহারা কাজের লোক তাহারা রৌদ্রের তাপ বাড়িবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন। যাহাদের কাজ নাই, কর্ম্মহীন বেকারগণ কেবল বিছানায় পড়িয়া ঘামিয়া ভিজিয়া এই মধ্যাহ্ন কালটুকু কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক সেই সময়,—সেই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র ভেদ করিয়া জ্যোতিপ্রসাদ আসিয়া আশার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর কেহ ছিল না,—গৃহের সমস্ত জানালা ও দরজা উন্মুক্ত,—সেই প্রচণ্ড রৌদ্র—সেই উন্মুক্ত দ্বার ও গবাক্ষ পথে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া যেন সমস্ত গৃহখানাকে ঝলসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। আশা গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডার উপর রেলিং ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—জ্যোতিপ্রসাদের দৃষ্টি যে তাহার উপর না পড়িল এমন নহে। আশার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি চকিতের জন্য একবার মিলিত হইল বটে কিন্তু পরস্পর কেহই কোন কথা কহিল না। জ্যোতিপ্রসাদ ধীরে গৃহের

ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহের গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও পাঞ্জাবীটি খুলিয়া আন্‌লার উপর টাঙ্গাইয়া দিয়া বিছানার এক পার্শ্বে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

আজ কয়েক মাস হইতে জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের শান্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। সে কোন কাজেই মন বসাইতে পারিতেছিল না,—কেমন যেন একটা অশান্তির হাহাকার তাহার প্রাণের ভিতর একটা মহীরাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্ত প্রাণটাকে একেবারে সঙ্কোচিত করিয়া ফেলিতেছিল। সে যতই আশার প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল ততই যেন সে কর্ম্ম-জগৎ হইতে দূরে,—বহুদূরে যাইয়া পড়িতেছিল। সে যে অন্যায় করিয়াছে ও অন্যায় করিতেছে এইটাই হইয়াছিল তাহার একমাত্র চিন্তা। সেই চিন্তায় তাহার কোন কাজেই মন স্থির হইতেছিল না,—জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়া যাইতেছিল কিন্তু তথাপি সে কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিতেছিল না। মোহের প্রচণ্ড টানে অন্যায় হইতে মহা অন্যায়ের ভিতর যাইয়া পড়িতেছিল। জ্যোতিপ্রসাদ বিছানার উপর শুইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটাই যেন আবার তাহার প্রাণের ভিতর সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা প্রদান করিয়া নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে—তাহার বিবেক হুঙ্কার দিয়া উঠিল, —"জ্যোতিপ্রসাদ এ তুমি করিতেছ কি? ইহার পরিণাম কি তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? জগতে যাহা মহা দুর্ল্লভ,—যাহা অপেক্ষা পবিত্র বন্ধন বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই,—

সেই বন্ধু-বিচ্ছেদ? জ্যোতিপ্রসাদ এখনও প্রাণ দৃঢ় কর,—সাবধান হও। ভালবাসার অপর নাম স্বার্থত্যাগ। যদি তুমি আশাকে সত্যই ভালবাসিয়া থাকো প্রাণ ভরিয়া ভালবাস,—কিন্তু বিনিময়ে কিছু পাইবার আশা রাখিও না,—প্রাণে যদি বিন্দুমাত্র আশা থাকে তাহা হইলে বন্ধু-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে যত প্রকার বন্ধন আছে,—তাহার ভিতর শ্রেষ্ঠ বন্ধন বন্ধুত্ব। যাহাতে স্বার্থের সংস্পর্শ নাই,—যাহার ভিত্তিতে ভালবাসাবাসি,—যাহার চরম পরিণাম আত্মবিসর্জ্জন। তুমি কি সেই বন্ধুত্বের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিতে চাও? জ্যোতিপ্রসাদ নিজেকে দৃঢ় কর,—দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে আবার বিশ্বের বুকের উপর দাঁড়াইয়া উঠ।”

বিবেকের হুঙ্কারে একটা অশান্তির আগুন বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া জ্যোতিপ্রসাদ সেই বিছানার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল,—সেই সময় আশা এক গাল হাসি গৃহের ভিতর ছড়াইয়া দিয়া গৃহের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। জ্যোতিপ্রসাদ দ্বারের দিকেই চাহিয়াছিল,—আশা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার দৃষ্টি আশার উপর পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাক্লিষ্ট শূন্য প্রাণটা যেন একটা কিসের আবেশে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ন্যায় অন্যায়, বৈধ্য অবৈধ্য, বিচার আচার সমস্তই যেন মুহূর্ত্তে একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তাহার প্রাণের ভিতর হইতে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল,—সে একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আশা হাসিতে হাসিতে আসিয়া জ্যোতিপ্রসাদের শিয়রের নিকট বসিল, ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া মুখখানি ভারি করিয়া টিট্‌কারী মিশ্রিত স্বরে ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আজ আমার কি সৌভাগ্য, তবু ভাল, দুই দিন বাদে বাবুর তবু দেখা পেলুম।"

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদু হাসিল কোন উত্তর দিল না,—তাহার প্রাণের ভিতর কত কথা জাগিয়া উঠিতেছিল, ক্ষুদ্র বালিকার তাহার কতটুকু বুঝিবার ক্ষমতা আছে? আজ কয় মাস হইতে তাহার সমস্ত প্রাণটা কি ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল তাহা কেবল বুঝিতে ছিলেন তিনি,—যিনি অন্তরে থাকিয়া অন্তরের সব কথাই বুঝিতে পারেন। জ্যোতিপ্রসাদকে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া আশার মুখখানি আরো একটু ভার হইয়া উঠিল,—সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমার কথার উত্তর দেবে কেন,—আমি কে বল না? আমায় তো তোমরা কেউ দেখ্‌তে পারো না।"

আশার কথায় জ্যোতিপ্রসাদের মুখের উপর একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল,—একটী গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রাণের শত কথা যেন বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিল। আমায় তোমরা তো কেউ দেখিতে পারো না এ কথার উত্তর সে কি দিবে? যাহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত প্রাণটা সতত আকুল হইয়া থাকে, সে যদি বলে তুমি তো আমায় দেখিতে

পারো না, সে কথায় কি উত্তর দেওয়া সম্ভব! এবারও জ্যোতিপ্রসাদকে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া আশা রীতি মত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "বেশ তুমি তো মজার লোক যাহক্, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন! কি হয়েছে তোমার? বাবুর গুমোর করে আবার কথা কওয়া হচ্ছে না! পায়ে ধরে সাধ্‌তে হবে নাকি?"

জ্যোতিপ্রসাদ তথাপি কোন কথা কহিল না,—একবার আশার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। সেই চাউনিটুকুর ভিতর দিয়া সে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল,—কিন্তু বালিকা তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না। সে আবার বেশ একটু মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো আমার সঙ্গে আর কথা কইবে না! বল্‌বে না আমায়,—কি হয়েছে তোমার?"

কি হয়েছে তোমার,—এই কথার উত্তর দিবার জন্য যেন জ্যোতিপ্রসাদের সমস্ত প্রাণটা একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল, —একরাশ কথা একেবারে এক সঙ্গে বাহিরে বাহির হইয়া আসিবার জন্য তাহার কণ্ঠনালীতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। জ্যোতিপ্রসাদ প্রাণ-পণ শক্তিতে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া এতক্ষণ পরে কথা কহিল। সে আশার কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "কি হয়েছে আমার,—সে কথার উত্তর আমি তোমাকে কি দেব,—আর তুমিই বা তার কতটুকু বুঝ্‌বে বলো? আমি কি অন্যায় করেছি, আর কি অন্যায় কর্‌ছি তার কতটুকু তুমি বুঝ্‌তে পারো। বুঝছি, জান্‌ছি অন্যায় কচ্ছি কিন্তু তবু তার প্রতিকারের কোনই

উপায় দেখ্‌ছিনি। আর যে কোন দিন প্রতিকার কর্ত্তে পার্ব্বো তারও কোন আশা দেখিনি। কেন তার উত্তর যে নেই তা নয়, কিন্তু তোমার কাছে তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এই বুকখানা একদিন ছিল যখন পাল তোলা জাহাজের মত সর্ব্বদা উচু হয়ে থাকতো, সেই বুক দিন দিন নেমে বসে যাচ্ছে। আমার সব চেয়ে দুঃখ কি জান,—এই কথা যে দিন শিবনারায়ণ জানতে পার্ব্বে সে দিন তার প্রাণে যে ব্যথা বাজ্‌বে সেই ব্যথার তীব্র তাপে এই বুক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু আর তো আমি এ কথা শিবনারায়ণের কাছে চেপে রাখ্‌তে পারিনি, আর চেপে রাখ্‌তে গেলে সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাবো।"

আশা এপর্য্যন্ত একটীও কথা কহে নাই, জ্যোতিপ্রসাদ প্রাণের আবেগে বলিয়া যাইতেছিল আর সে মুখখানি ম্লান করিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল, জ্যোতিপ্রসাদ নীরব হইবা মাত্র যে মৃদু স্বরে বলিল, "তোমার অন্যায়ের চেয়ে আমার অন্যায় ঢের বেশী।"

জ্যোতিপ্রসাদ শুইয়াছিল উঠিয়া বসিল আশার হাতটি ধরিয়া কোলের নিকট টানিয়া আনিয়া একবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার অন্যায় বেশী! এতে তোমার বিশেষ কোন অন্যায় নেই। তুমি জন্মেছই এই জন্যে, ভগবানের আদেশই যে তোমার ওপর এই রকম। যাক এ কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করা সাজে না। আজ ক'মাস থেকে এই বুকটা কি জ্বালায়

তিল তিল করে পুড়ে ছাই হচ্ছে তা কাউকে জানাবার নয়,—বল্‌বার নয়।”

জ্যোতিপ্রসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা তাকিয়া লইয়া আড় হইয়া পড়িল, আশা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার বুকের উপর মাথা দিয়া শুইল, কাহার মুখে কথা নাই সমস্ত ঘরখানা একটা গাঢ় নীরবতার ভিতর ঝম্‌ঝম্‌ করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর আশা প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ করিল। সে জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, “আমার জন্যে তোমার এত জ্বালা? তা যা অন্যায় হয়ে গেছে তারতো আর চারা নেই, তার চেয়ে শিবনারায়ণ বাবুকে বলে তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নাও না কেন? সে তোমায় বড় ভালবাসে,—নিশ্চয়ই সে তোমায় মাপ কর্ব্বে।”

সে তোমায় বড় ভালবাসে এই কথাটা যেন শক্তিশেলের মত জ্যোতিপ্রসাদের বুকে আসিয়া তাহার সমস্ত বুকটা গুড়া গুড়া করিয়া দিল। জ্যোতিপ্রসাদের মনে হইল তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে অসার হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সজোরে আশাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। ঠিক সেই সময় শিবনারায়ণ আসিয়া গৃহের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষের মুখের ভাব যেরূপ হয় শিবনারায়ণকে দরজার সম্মুখে দেখিয়া আশারও ঠিক সেই অবস্থা হইল। সে শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে তাড়াতাড়ি

জ্যোতিপ্রসাদের বুকের উপর হইতে উঠিয়া একটুখানি সরিয়া যাইয়া ধড়াস করিয়া শুইয়া পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদের দৃষ্টিও শিবনারায়ণের উপর পড়িয়াছিল। চোর বামাল সমেত ধরা পড়িলে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয় জ্যোতিপ্রসাদের মনটাও ঠিক সেইভাবে দমিয়া গেল। তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে চক্ষু মেলিয়া শিবনারায়ণের দিকে কিছুতেই চাহিতে পারিল না,—মুদ্রিত নয়নে পাষাণের মত পড়িয়া রহিল।

শিবনারায়ণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল,—দুঃখে ঘৃণায় তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল কিন্তু নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে সামলাইয়া লইল। জুতা খুলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যার উপর উপবিষ্ট হইল। কাহারও মুখে কথা নাই,—তিন জনেই নীরব। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর শিবনারায়ণ ধীরে ধীরে জ্যোতিপ্রসাদের হাতটা ধরিয়া দুই তিন বার নাড়া দিল। জ্যোতিপ্রসাদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া ছিল, শিবনারায়ণ ডাকিতেছে আর এরূপ ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকা সাজে না। সে হৃদয়ে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল। সে মুখ তুলিয়া শিবনারায়নের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। আপনা হইতেই মাথাটা অবনত হইয়া পড়িল। জ্যোতিপ্রসাদকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া একটা ম্লান

হাসি হাসিয়া শিবনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুচ্ছ কেন ?"

ঘুমুচ্ছ কেন ? এ কেনর উপর দিবে কে ? জ্যোতিপ্রসাদ একবার বঙ্কিম নয়নে শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিল। সে দেখিল সেই মুখখানার উপর কেমন যেন একটা কালো দাগ পড়িয়াছে। জ্যোতিপ্রসাদ বহু কষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইয়া রাখিয়া শিবনারায়ণের কথায় উত্তর দিল, "কি জানি কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।"

শিবনারায়ণ কোন উত্তর দিল না, ঘাড়টা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ ভাবে শিবনারায়ণের সম্মুখে বসিয়া থাকা জ্যোতিপ্রসাদের একেবারে তখন অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কিছুক্ষণ এই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পাগলের মত বলিয়া উঠিল, "আমি ভাই এখন চল্লেম, এখনি আমায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে। আমি আর ভাই দাঁড়াতে পারছিনি।"

শিবনারায়ণ মুখ তুলিয়া একবার জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিল, তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিল, "যদি দরকার থাকে তাহ'লে যাও।"

জ্যোতিপ্রসাদ আর কোন কথা কহিল না, সে তাড়াতাড়ি গৃহে হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার প্রাণের ভিতর কি ঝড় বহিতেছিল সে কেবল অন্তর্য্যামী বুঝিতে ছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার পায়ের নীচে দুলিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শিবনারায়ণ সেই যে আশার বাটী ঢুকিয়াছিল ; পর দিন যখন তথা হইতে বাহির হইল তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসের কড়া রৌদ্র রীতিমত চড়া হইয়া উঠিয়াছে। সে রাস্তায় বাহির হইয়া একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে সটাং আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার মুখ চোখের ভাব ভীষণ গম্ভীর, দেখিলেই বোধ হয় তাহার ভিতরে যেন আজ একটা কিসের ঝড় বহিতেছে। কাল সে বেলা দুইটার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল আর আজ বেলা এগারটার সময় বাড়ী ফিরিল কিন্তু সে জন্য আজ তাহাকে মোটেই লজ্জিত বা শঙ্কিত বলিয়া মনে হইল না। আজ যেন তাহার কিছুইতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই ভৃত্যকে আদেশ করিল, "শিগ্‌গির তেল গামছা কাপড় নিয়ে আয়, আমাকে এখনি নেয়ে খেয়ে বেরুতে হবে।"

ভৃত্য একবার বাবুর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু মনিবের গম্ভীর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ

ধীরে ধীরে নিজের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল,—গৃহে তখন কেহ ছিল না। সে রাত্রের বেশটা পরিত্যাগ করিয়া তখনি স্নানের চেষ্টায় আবার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই, শিবনারায়ণ স্নান আহার শেষ করিয়া আবার আসিয়া নিজের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। স্বামী আহার করিয়া উপরে গিয়াছেন শুনিয়া প্রভা তাড়াতাড়ি এক ডিবা পান লইয়া গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। পত্নীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া শিবনারায়ণ মহা গম্ভীর স্বরে বলিল, "পানের ডিবেটা ওইখানে রেখে আগে আমার কাপড় জামা বের করে দাও,—আমায় এখনি বেরুতে হবে।"

"এখনি বেরুতে হবে। প্রভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল,—স্বামীর মুখ আজ মহা গম্ভীর। সে মৃদু স্বরে বলিল, "কাল তো সেই বেলা দুটোর সময় বেরিয়েছিলে, বাড়ী ঢুক্‌লে তো আজ বেলা এগারটায় আবার এখনি বেরুতে হবে? কোথায় যাওয়া হবে শুন্‌তে পাইনি কি?"

শিবনারায়ণ সেই ভাবেই বলিল, "শুন্‌তে চাও?"

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যদি বলো তো শুন্‌তে পারি।"

শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার এখনি একবার প্রসাদের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, আমাকে এখনি একবার তার বাড়ী যেতে হবে।"

প্রভা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এমন অসময় প্রসাদের

সঙ্গে আবার এমন কি প্রয়োজন হ'লো ? রোদ একটু পড়্লেও তো তার সঙ্গে দেখা করা যায়। এখন একটু ঘুমুও, রোদ পড়ুক তারপর যেখানে ইচ্ছে হয় যেও। এত রোদে মানুষে কখন বেরুতে পারে ?"

পত্নীর কথায় শিবনারায়ণের দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল। বাহিরে প্রচণ্ড রৌদ্র সমস্ত কলিকাতা সহর পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিবার জন্য যেন একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শিবনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মানুষে বেরুতে পারে কিনা জানিনি, কিন্তু আমাকে বেরুতেই হবে। প্রসাদের সঙ্গে দেখা না করা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই সুস্থির হ'তে পাচ্ছিনি। প্রসাদ যে এ কাজ কর্ত্তে পারে তা আমি ধারণাই কর্ত্তে পারিনি। মাঝে মাঝে তার কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ হ'তো বটে কিন্তু তবুও বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি।"

স্বামীর কথায় প্রভার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। প্রসাদের সহিত একটা যে কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেই ব্যাপারটা যে কি সেটা জানিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে একটা আকুল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মহা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে হ্যাঁগা ? প্রসাদ কি করেছে ? সে যে তোমার অনিষ্ট কর্ত্তে পারে এ কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস করোনা। আমি জানি সে তোমায় বড় ভালবাসে।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সেইটাই হ'লো তার সব চেয়ে অপরাধ। সে কেন আমায় এত ভালবাসে। সে যদি আমায় ভালো না বাসতো তাহ'লে আমার কোন কথা বলবার ছিল না। এ অবস্থায় তার এ অপরাধ আমি কিছুতেই মাপ কর্ত্তে পারিনি।"

প্রভা স্বামীর কথায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি করেছে,—কই তাতো এখন শুন্‌তে পেলুম না?"

শিবনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "সে কি করেছে শুন্‌তে চাও। তাকে আমি বিশ্বাস করে একটা জিনিষের ভার দিয়েছিলুম, সে সেই জিনিষ চুরি করেছে,—আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে,—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সর্ব্বনাশ করেছে।"

স্বামীর কথায় প্রভা একেবারে অবাক হইয়া গেল, যে অবাক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি এমন জিনিষ যা' চুরি করে তোমারও বিশ্বাস নষ্ট কল্লে সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সর্ব্বনাশ কল্লে?

"কি সে জিনিষ শুন্‌বে?" শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "যেই জিনিষটি হচ্ছে সেই থিয়েটারের নর্ত্তকীটি। আমি তার সমস্ত ভার প্রসাদের উপর দিয়ে রেখেছিলুম আর প্রসাদ কিনা আমার অজ্ঞাতসারে তাকে দখল করে বস্‌লো। এ অপরাধ আমি তার কিছুতেই মাপ কর্ত্তে পারিনি,—এ আপরাধ তার কিছুতেই মাপ করা উচিত নয়।"

প্রভা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই ব্যাপার!

আমি ভেবেছিলাম না জানি কি কাণ্ডই ঘটেছে। এতো প্রসাদ ভালোই করেছে। তোমার ঘাড় থেকে ভূতটা নাম্‌লে যে বাঁচি। অপরাধ তো মাপ কর্ব্বে না,—মাপ না করে কর্ব্বে কি ?"

"কর্ব্বো কি ?" শিবনারায়ণ বেশ একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, "আজ থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের হিসাব নিকাশ শেষ করে আস্‌বো। তাকে স্পষ্ট বলে আসবো,—তুমি যা' করেছ তা' কোন ভদ্রলোকের করা উচিত নয়,—অতএব তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার এই পর্য্যন্ত।"

এইবার প্রভা বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "ও তাহ'লে তোমার ভারি পৌরুষ বাড়বে না ? একটা বাজারের মেয়ে মানুষের জন্যে এতদিনের বন্ধুত্ব শেষ করে দিয়ে আস্‌বো,—বল্‌তেও তো একটু বাধলো না। ছি, ছি, ছি, মানুষের এমন অধঃপতনও হয়।"

শিবনারায়ণ বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হাঁ হয়। আর বক্তিতা দিও না আজ এই বার বৎসর হ'লো শুধু বক্তিতাই খেয়ে আস্‌ছি। আমার কি করা উচিত অনুচিত সেটা আমি যতটা বুঝি ততটা তোমার ঝোঝা সম্ভবও নয়,—উচিত নয়। প্রসাদ আমর বন্ধু—তোমার বন্ধু নয়। কাজেই তার সম্বন্ধে আমার কি করা উচিত না উচিত সেটা আমিই ভালো বুঝি। এখন আমি যা বলি তাই কর, কাপড় জামা বের কর, আমায় এখনি বেরুতে হবে।"

প্রভা ঘাড় নড়িয়া বলিল, "আমিতো কাপড় জামা বের করে
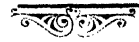
দেব না। তুমি লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে যাবে, আর আমি যে তোমায় সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দেব তা হতেই পারে না। অন্যায়ের সাহায্য কল্লে নিজেরই অন্যায় করা হয়। আমি বুঝতে পাচ্ছি যখন তুমি অন্যায় কর্ত্তে যাচ্ছ,—তখন আমি কোন লজ্জায় তোমায় সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

শিবনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে ভ্রুকুটী কুটিল চক্ষে চাহিল,—সে চাউনি প্রভা সহ্য করিতে পারিল না; সে মুখখানি চুন করিয়া ঘাড়টি হেট করিয়া দাঁড়াইল। শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার দেখছি এর মধ্যে অনেক জ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। নিজের কর্ত্তব্যটুকু কর্ত্তে পারো না আর পার শুধু বক্তৃতা দিতে। নিজের কোনটা ন্যায় অন্যায় সেইটা আগে বুঝতে শেখ তারপর পরের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করো। স্ত্রীর প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি জান,—বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করা কিন্তু তোমাদের এমনি অধঃপতন হয়েছে যে, প্রশ্ন ভিন্ন তোমরা কোন কাজ কর্ত্তে পারো না,—কর্ত্তে চাও না। তোমাদের অধঃপতন হয়েছে বলেই আজ আমাদের অধঃপতন। স্ত্রী হ'লো শ্রী। যদি শ্রী বজায় থাকে তাহ'লে কি মানুষের কোন দিন অধঃপতন হতে পারে? ঠিক একটী ঘণ্টার ওপর হবে তোমাকে কাপড় জামা বের করে দিতে বলেছি,—তা বের করে দেওয়া ত দূরের কথা তুশো প্রশ্ন কোচ্ছ কেন—কি বৃত্তান্ত—কোথায় যাবে? এই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য? তোমার এই গাফিলীতে

যদি প্রসাদের সঙ্গে আমার দেখা না হয়,—সে যদি ইতিমধ্যে কল্‌কাতা ছেড়ে চ'লে যায়,—তা হ'লে এ অপরাধ আমি জীবনে কখনও তোমায় মাপ কর্ব্বো না।"

এত বড় বক্তৃতার সম্মুখে প্রভাকে হার মানিতে হইল। সে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। ধীরে ধীরে বুককেসটা খুলিয়া স্বামীর কাপড় জামা বাহির করিয়া, শিবনারায়ণের সম্মুখে আনিয়া রাখিল। শিবনারায়ণ সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, প্রভা সম্মুখে আসিয়া মুখখানি চূণ করিয়া বলিল, "দেখ আমার কথা শোন ঝগড়াঝাটী করো না। ঝগড়াঝাটী করাটাই কি ভালো? প্রসাদের সঙ্গে যদি তুমি সম্বন্ধ না রাখ্‌তে চাও সম্বন্ধ রেখ না, তা বলে তার সঙ্গে মুখোমুখি একটা কথা কাটাকাটি ঝগড়া করে লাভ কি বলো?"

শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে পত্নীর কথায় উত্তর দিল, "লাভ কি তা তোমার বোঝবার এখনও অনেক দেরী। তার যদি কিছু বলবার থাকে সে আমায় বলুক। মুখোমুখী একটা মীমাংসা হয়ে যাক্। সেও আমায় কিছু বল্‌লে না, আমিও তাকে কিছু বল্‌লুম না অথচ মনে মনে দুজনেরই অমিল হয়ে গেল তা আমি কিছুতেই হ'তে দিতে পারিনি। যা হবার সাম্‌নাসাম্‌নি হয়ে যাক।"

শিবনারায়ণ পত্নীর আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না

রাখিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার মনের অবস্থা কি তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন কিন্তু প্রভার মনটা যেন একেবারেই কেমন দমিয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
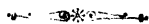
আশার বাটী হইতে বাহির হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যোতি-প্রসাদ সুস্থির হইতে পারে নাই,—একটা যেন কেমন অসহ্য জ্বালায় তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যেন এই বিরাট কলিকাতা সহরটা তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একটা বিদ্রুপের বিকট হাসি হাসিতেছে। সে স্বহস্তে সর্ব্বাঙ্গে যে কালি মাখিয়াছে সে কালি লইয়া পৃথিবীর সম্মুখে তাহার আর বাহির হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। কিন্তু ইহাতে তাহার অপরাধ কি? সে তো ইচ্ছা করিয়া এ কালি সর্ব্বাঙ্গে মাখে নাই। ঘটনাচক্র এমন অবস্থা-সঙ্কটে লইয়া যাইয়া তাহাকে ফেলিয়া ছিল যে, সে প্রাণের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও এই কালি সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে বাধ্য হইয়াছে। একদিন ছিল যখন সেও কত আস্ফালন করিয়াছে,—কত লোককে কত বড় বড় হিতোপদেশ দিয়াছে কিন্তু আজ আর তাহার সে দিন নাই এখন সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে হিতোপদেশ দেওয়াটা কত সোজা সেই অনুযায়ী কার্য্য করাটা তত সোজা নহে। এমন কত শত দেখিতে পাওয়া যায় যে সুবিখ্যাত

সন্তরণপটু ব্যক্তিও জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতগণ কি ঘটনা বা কি অবস্থায় পড়িয়া সে জলে ডুবিয়াছে সে কথা একবারের জন্যও চিন্তা না করিয়াই তখনই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন,—লোকটা কি আহাম্মুক অমন সাঁতার জানিয়াও অমন ভাবে জলে ডুবিয়া মরিল। কিন্তু তাঁহারা যদি একবারও তাহার ঘটনা ও অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে ও মতামতটা অমন সোজা ভাবে আর তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিত না। সব জিনিষ কি মানুষের জীবনে সব সময়ে দেখা ঘটিয়া উঠে? ঘটিয়া উঠে না বলিয়াই মানুষ হৃদয়বলের উপর অত আস্ফালন করিয়া থাকে।

জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরের গৃহে একখানা চেয়ারের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া বুকের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছিল। ঠিক সেই সময় শিবনারায়ণ আসিয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। আহারের পরই এই প্রচণ্ড রৌদ্র ভেদ করিয়া আসিতে শিবনায়ণকে গলদ ঘর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছিল, সে নীরবে পাঞ্জাবীটী খুলিয়া আল্‌নায় টাঙ্গাইয়া দিল; গৃহের মধ্যস্থিত বিছানায় উপর আসিয়া বসিয়া মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রসাদ?"

জ্যোতিপ্রসাদ এই সকল চিন্তার ভিতর নিজেকে এমনি ডুবাইয়া-দিয়া ছিল যে, শিবনারায়ণ কখন যে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল

তাহাও সে জানিতে পারে নাই,—সহসা শিবনারায়ণের গম্ভীর কণ্ঠ স্বরে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—সম্মুখেই শিবনারায়ণ। তাহার সমস্ত বুকটা সহসা কি জানি একটা কিসের আশঙ্কায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বায়স্কোপের ছবির মত এক সঙ্গে শত ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া যেন নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না,—সে মাথাটা ঈষৎ উন্নত করিয়া একটা করুণ দৃষ্টি লইয়া শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিল। জ্যোতিপ্রসাদকে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে ঘুমুচ্ছিলে নাকি ?"

জ্যোতিপ্রসাদের সমস্ত বুকের রক্ত তোলপাড় করিতেছিল, সে নিজেকে কোন ক্রমে সাম্‌লাইয়া লইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "না ভাই, ঠিক ঘুমুইনি, তবে যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল বলে মনে হয়। আমি তোমারই কথা ভাবছিলুম। কেন জানি না,—কেমন যেন আমার মনে হচ্ছিল তুমি এখনি এখানে আসবে।"

কথাটা শেষ করিয়া জ্যোতিপ্রসাদ শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিল। শিবনারায়ণের চক্ষু মুদ্রিত। যে সে একটা বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন তাহা তাহার দিকে মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শিবনারায়ণকে ডাকিতে বা তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে জ্যোতিপ্রসাদের সাহসে কুলাইল না। সে মাথাটা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, কি ভাবে ও কেমন করিয়া কথাটা উত্থাপন করিবে শিবনারায়ণ মনে মনে

তাহাই চিন্তা করিতেছে। কাহার মুখে কথা নাই,—সমস্ত ঘরখানা একেবারে নিবিড় নীরব। সহসা শিবনারায়ণ চক্ষু মেলিয়া জ্যোতি-প্রসাদের দিকে চহিল ;—ও গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রসাদ এই দিকে এস। আমি আজ তোমার সঙ্গে কতকগুলো গুরুতর কথার মীমাংসা কর্ত্তে এসেছি।"

জ্যোতিপ্রসাদ ঠিক সেই ভাবেই বসিয়াছিল ;—শিবনারায়ণের স্বরে তাহার সমস্ত দেহটা যেন কেমন সঙ্কোচিত হইয়া উঠিল। ফাঁসি কাষ্ঠে গমনের পূর্ব্বে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তখন তাহারও মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিল ও শিবনারায়ণের সম্মুখে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। শিবনারায়ণ শুইয়াছিল উঠিয়া বসিল,—একটা তীব্র দৃষ্টিতে জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিল, তাহার সে দৃষ্টি যেন জ্যোতি-প্রসাদের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। শিবনারায়ণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "প্রসাদ আমি যে এখন আস্‌বো তা যখন তুমি আশা কচ্ছিলে তখন আমি তোমার সঙ্গে কি কথার মীমাংসা কর্ত্তে এসেছি তাও বোধ হয় তুমি কতকটা আভাযে বুঝতে পেরেছ।"

জ্যোতিপ্রসাদ মস্তক না তুলিয়াই উত্তর দিল, "আভাযে কতকটা বুঝেছি বলেই আমার মনে হয়। আমি অপরাধ স্বীকার কচ্ছি।"

শিবনারায়ণ তীব্র দৃষ্টিতে জ্যোতিপ্রসাদের দিকে চাহিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "অপরাধ শুধু স্বীকার কচ্ছি বল্লেই তো হবে
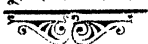
না। তুমি আমায় বলো এ অবস্থার আর আমার আশার বাড়ী যাওয়া উচিত কি না ?"

এ বড় কঠিন প্রশ্ন,—এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিপ্রসাদ কি দিবে ? তখন তাহার প্রাণের ভিতর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল. সে আর কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিতেছিল না ; কিন্তু প্রাণ ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও যেমন করিয়া হউক নিজেকে সামলাইতে হইবে, নচেৎ সমস্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। জ্যোতিপ্রসাদ প্রাণপণ শক্তিকে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি আমার সম্ভব ? তবে যখন তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে তখন আমার যেটুকু বলা উচিত সেইটুকু শুধু আমি বল্‌তে পারি। যদি অপব্যয়ের হিসাব দিয়ে তুমি আশার বাড়ী আর যেতে না চাও তাহ'লে আমার বল্‌বার কোন কথা নেই। আর যদি তুমি আমার জন্যে আশার বাড়ী যাওয়া বন্ধ কর্ত্তে চাও তবে তোমায় আমি এইটুকু বল্‌তে পারি, যতদিন তুমি সেখানে যাবে ততদিন আর আমি আশার বাড়ীর পাশ দিয়েও হাট্‌বো না। যদি কোন দিন শুন্‌তে পাও আমি আশার বাড়ীর পাশ দিয়েও কোন দিন গেছি তখন তুমি আমায় বলো,— জ্যোতিপ্রসাদ তুমি শুধু খল নও তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমায় অনেক বিশ্বাস করেছ, এটাও বিশ্বাস করো। আর এটুকু বিশ্বাস কল্লে আমার মনে হয় তাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে না।"

একটা অবক্ত বেদনায় জ্যোতিপ্রসাদের নয়নদ্বয় ছল্‌ছল্‌ করিয়া
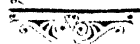
উঠিল, পাছে শিবনারায়ণ তাহা দেখিতে পায় সেই আশঙ্কায় সে ঘাড়টা আরো একটু নীচু করিল। শিবনারায়ণ স্থির ভাবে জ্যোতি-প্রসাদের কথাগুলা শুনিতেছিল,—জ্যোতিপ্রসাদ নীরব হইবা মাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে একটা গম্ভীর স্বর বাহির হইয়া আসিল, "তাহ'লে তো আশার বাড়ী যাওয়ার কথা এইখানেই ইতি করে দিতে হয়।"

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

শিবনারায়ণ এবার যেন বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, "কেন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে তোমার একটু লজ্জা বোধ হ'লো না। তুমি যেখানে যাবে না আমি সেখানে যাব এও কি সম্ভব ! এও কি হতে পারে ! মুখ্য,—তুমি না লেখা পড়া শিখেছ,—তুমি না বই লেখ। তুমি কি ভাবো বন্ধুত্ব জিনিষটা এতই পল্‌কা যে একটু আঘাত লাগলেই সে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ভালবাসারূপ প্রস্তরে যে বন্ধুত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়েও সে কি দুল্‌তে পারে ! তুমি আমায় কি চক্ষে দেখ তা সে তুমিই জান, —কিন্তু আমি তোমায় বন্ধু বলেই, চিরদিন জেনেছি—এখন জানি। যাক্ সে কথা আমি তোমার কাছে সত্য শুন্‌তে চাই, তুমি সত্যিই আশাকে ভালোবাস কি না ?"

শিবনারায়ণের কথাগুলা যেন শক্তিশেলের মত জ্যোতিপ্রসাদের হৃদয়ে লাগিয়া হৃদয় একেবারে গুড়াগুড়া করিয়া দিতেছিল। তীব্র অনুশোচনায় তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে আর কিছুতেই নয়ন অশ্রু দমন করিতে পারিতেছিল না। বহু

কষ্টে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার সম্মুখে কেমন করে মিথ্যা কথা বলবো.—সত্যিই আমি আশাকে ভালবাসি।"

শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা যদি হয় তবে শোন প্রসাদ,—আজ থেকে তুমিই হও আশার বাবু আর আমি যাই তোমার বন্ধু হিসেবে। তুমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না কিন্তু আমি অনায়াসে সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বো। একদিন তুমি আমার মুস্কিল-আসান করেছিলে আজ আমি তোমার মুস্কিল-আসান কর্ব্বো। এতে জেদ নেই,—রাগ নেই,—হিংসা নেই,—মান নেই,—অভিমান নেই,—আছে শুধু বন্ধুত্ব। বিধাতা আমাদের যে ঘটনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলুন, যে পরীক্ষাই করুন আমরা চিরদিন বন্ধু—চিরদিন বন্ধু থাকবো। বন্ধু মনের কালি ধুয়ে ফেলে দাও,—সেই রকম বন্ধুর দৃষ্টি নিয়ে আবার আমার দিকে মুখ তুলে চাও। অন্যে বুঝুক আর নাই বুঝুক আমি তো তোমার প্রাণের ব্যথা বুঝতে পাচ্ছি। ভাল বেসেছে এতে তোমার কোন অপরাধ নেই, ভালবাসা তো কারুর হাত ধরা নয়। তুমি জাননা প্রসাদ তোমার মুখ কালো দেখ্‌লে আমার প্রাণে যে ব্যথা লাগে, তার তুলনায় জগতের সব ব্যথা আমার কাছে অতি তুচ্ছ। আমার প্রাণে কোন দ্বিধা নেই,—আমি বল্‌ছি আজ থেকে আশা তোমার।"

জ্যোতিপ্রসাদ অবাক হইয়া শিবনারায়ণের এই কথাগুলো শুনিতেছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল শিবনারায়ণ মানুষ না দেবতা। আমিও শিবনারাণকে ভালবাসি শিবনারায়ণও আমাকে

ভালবাসে কিন্তু তাহার নীরব ভালবাসার সহিত আমার এই উদ্বে-লিত ভালবাসার কি তুলনা হয়! তাহার ভালবাসা যেন সুমেরু চূড়ার মত আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য উঁচু হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু কই আমার ভালবাসা তো তেমন করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। শিবনারায়ণের তুলনায় আমি কি,—আমার চরিত্র কত লঘু। আমার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান সমস্তই অসার। শিবনারায়ণ নীরব হইবা মাত্র জ্যোতিপ্রসাদ একেবারে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি হীন হয়েছি সত্য কিন্তু অতটা হীন এখনও হয়নি। তোমার ভালবাসার দোহাই দিয়ে আমি বল্‌ছি আশার কথা আর তুমি আমার সুমুখে তুল না।"

শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুলব না, একশোবার তুলবো। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এর একটা মীমাংসা হয় ততক্ষণ তুল্‌বো; এক-বার মীমাংসা হয়ে গেলে আর জীবনে কখন একথা আমার মুখে শুনতে পাবে না। তুমি কি মনে করো আমি তোমায় পৃথিবীর সুমুখে হাস্যাস্পদ হতে দেব,—নিজে হাস্যাস্পদ হবো। তা কিছুতেই হবে না।

জ্যোতিপ্রসাদ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তবে তুমি কি কর্ত্তে চাও?"

"আমি কি কর্ত্তে চাই।", শিবনারায়ণ দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি কর্ত্তে চাই আগে যেমন ছিল ঠিক তেম্‌নি হক্। আমার বন্ধুত্বের দোহাই তুমি আগে যেমন আশার বাড়ী যাচ্ছিলে

এখনও আবার তোমায় তেমনি যেতে হবে। যদি এতে না বলো সত্যিই আমি দুঃখিত হবো। স্পষ্ট বলো যাবে কি না?"

জ্যোতিপ্রসাদের কণ্ঠ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না, সে ঘাড় হেট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শিবনারায়ণ একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "বন্ধু, মনের যত কালি একেবারে ধুয়ে মুছে সাপ করে ফেল। আমার হাতে হাত দাও, পৃথিবীর বুকের ওপর আবার উঠে দাঁড়াও। একদিন যেমন করে বলেছিলে আজ আবার তেমনি করে বলো:—

উড়াইয়া দাও তবে,
বিজয় নিশান;
মোহ নদী পাড়ী দিব,
গরুর সমান।

সঙ্গে সঙ্গে সব মুস্কিল আসান হয়ে যাক।"

জ্যোতিপ্রসাদ তথাপি কোন কথা কহিতে পারিল না, শিবনারায়ণের আচরণে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহার কেবলই মনে হইতেছিল শিবনারায়ণ মানুষ না দেবতা।

* * * *

মানুষ দুর্ব্বল,—যে যতই আস্ফালন করুক ঘটনা চক্রে পাড়লে তাহার সে আস্ফালন অচিরে বন্ধ হইয়া যায়, তাহার যতই সহ্য শক্তি থাকুক তাহারও অসহ্য হইয়া উঠে। তাই আমাদের ঋষিগণ অনন্ত

জ্ঞান ও বহু গবেষণার ফলে বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের কোন শক্তি নাই, তাহারা সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রের অধীন। ঘটনাচক্র তাহাদের যে ভাবে নাচাইবে তাহাদের সেই ভাবেই নাচিতে হইবে। শিবনারায়ণ বড় গলায় বলিয়াছিল যে, আমি সহ্য করিতে পারিব কিন্তু মুখে বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করাটাতো তত সহজ নহে। ঘটনা তাহাকে এমন স্থানে আনিয়া ফেলিল যে তাহার আর সহ্য করিতে হইলে পাগল হইতে হয়। কাজেই তাহার অত আস্ফালন অত কথা সকলই একেবারে অসার,—নিস্ফল হইয়া গেল। অসহ্য সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া সে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দিন দিন ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

শিবনারায়ণের ইচ্ছায় ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া জ্যোতিপ্রসাদকে আবার আশার বাড়ী যাইতে হইল বটে কিন্তু সে নিজেকে আশার নিকট হইতে তফাতে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং তাহার প্রাণের দুর্ব্বলতা আর যাহাতে না প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেজন্য সততই সতর্ক থাকিত কিন্তু আশা নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। কেমন করিয়া পারিবে! সে যে ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। প্রাণের অনুরাগ প্রাণের ভিতর চাপিয়া রাখিবে তাহার সে শক্তি কোথায়? জ্যোতিপ্রসাদের প্রতি তাহার অনুরাগ দিন দিন এমনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, সে অনুরাগের প্রচণ্ডবেগ সে আর তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারিল না,—তাহার প্রতি ভঙ্গিমাই তাহা প্রকাশিত হইয়া বাহিরে একেবারে ছড়াইয়া পড়িতে

লাগিল। শিবনারায়ণ যতই তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল ততই সে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। সে প্রাণকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু প্রাণ দৃঢ় হইল না, তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল।

এক মাসের পরের ঘটনা জ্যৈষ্ঠমাস প্রায় শেষ হয়, আমওয়ালারা রাস্তায় সবে ন্যাংড়া আম হাঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সময় একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিপ্রসাদ ধীরে ধীরে আসিয়া আশার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া জ্যোতিপ্রসাদ দেখিল, আশা সিড়ির পাশটিতে বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া মুখটি চূন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া আশা একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু নত করিল। জ্যোতিপ্রসাদ আশার সেই একটী দৃষ্টিতেই দেখিতে পাইল যে আশার নয়ন-পল্লব ছল্‌ছল করিতেছে। আশার মলিন মুখ, ছল্‌ছল্ নয়ন জ্যোতিপ্রসাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্রই তাহার সমস্ত বুকা যেন কেমন দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে আশাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া মহা কিন্তু ভাবে যাইয়া শয্যার উপর উপবিষ্ট হইল। গৃহের ভিতর যাইয়া উপবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে শত কথা শত ভাবে আবার তাহার প্রাণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে যেন নাড়িয়া দিতে লাগিল। আশা আজ এমন মুখখানি মলিন করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে কেন ? প্রত্যহ সে আসিলে তাহার সমস্ত মুখখানি মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠে তবে আজ কেন তাহার সেমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল না। তবে কি শিবনারায়ণ তাহাকে কিছু বলিয়াছে ; খুব সম্ভব তাহাই !

জ্যোতিপ্রসাদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল,—বাহিরে দিনের আলো বেশ একটু ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছে, সে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল আকাশে সাদা কালো মেঘ স্তরে স্তরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। সে আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাম হস্তে বক্ষ চাপিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া লইল। গৃহের ভিতর একাকী বসিয়া বসিয়া কত কথাই জ্যোতিপ্রসাদের প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল,—শত সন্দেহে ভিতর পড়িয়া তাহার প্রাণ যেন হাপাইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি আশার দেখা নাই। যে আশা তাহার পদ শব্দ পাইবা মাত্র আনন্দে ছুটিয়া আসে, তাহার আজ এখন দেখা নাই কেন ? এই কেনর মীমাংসা জ্যোতিপ্রসাদ আজ আর কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে মীমাংসা মাঝে মাঝে তাহার প্রাণের ভিতর উকি দিয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাবিতেও জ্যোতিপ্রসাদের সমস্ত প্রাণটা প্রাণের ভিতর বসিয়া যাইতেছিল। আশাকে ডাকিতেও তাহার সাহসে কুলাইতে-ছিল না। ভয়ে সংশয়ে সে একেবারে যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই সময় আশা যেন একটা দমকা ঝড়ের মত সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া জ্যোতিপ্রসাদের সম্মুখে একটা তাকিয়ার উপর

মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আশার গৃহ প্রবেশের ভঙ্গিমাতেই জ্যোতিপ্রসাদ একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল,—সে স্তম্ভিতভাবে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর আশা সহসা মুখ তুলিয়া যেন একেবারে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—"তুমি আর আমার বাড়ীতে এস না,—তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার নিষেধ।"

সোডার বোতল সহসা ফাটিয়া গেলে তাহার ভিতরস্থিত গুলিটা যেমন ভাবে লাফাইয়া উঠে জ্যোতিপ্রসাদও ঠিক সেই ভাবে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য লাফাইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আশা তাহার কোচার নিম্নভাগ ধরিয়া ফেলায় তাহাতে আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। তাহার দৃষ্টি আশার মুখের উপর পতিত হইল,—আশার গণ্ড বহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। জ্যোতিপ্রসাদকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আশা আকুল দৃষ্টে জ্যোতিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু জড়িত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি তো তোমাকে না দেখে থাকৃতে পার্ব্বো না, মাসে মাসে একবারও এসে অন্ততঃ তুমি আমায় দেখা দিয়ে যেও।"

জ্যোতিপ্রসাদের তখন প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত অপরের বোঝা অসম্ভব। তাহার সমস্ত প্রাণটা কে যেন সাঁড়াসী দিয়া মুষড়াইয়া মুষড়াইয়া ধরিতেছিল। সে নিজেকে একটুখানি সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল,

"একথা তুমি বলতে পারো কিন্তু আমি বল্‌তে পারিনি, শিব-নারায়ণের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ চিরদিনের নয়। আজকে তুমি তার আছ, কালকে হয়তো তুমি তার থাক্‌বে না।
সে তোমাকে করেনি, এ আদেশ করেছে সে আ
বল্‌তে পারেনি তাই তোমাকে দিয়ে এই কথা
তার কথা না রাখতে পারো কিন্তু আমি তার
তুমি তাকে বলো প্রসাদ তার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। যদি এ বুক ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায় তবু সে তার আদেশ লঙ্ঘন কর্ব্বে না।"

আশার নয়ন দিয়া ক্রমাগতই অশ্রু ঝরিতেছিল সে অঞ্চলে অশ্রু জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আর কি জীবনে কখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না?"

জ্যোতিপ্রসাদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "জীবনে কখন দেখা হবে না এমন কথা কেমন করে বলি, ভগবানের যদি ইচ্ছা হয় আবার হয়তো দেখা হবে। আমি চল্লুম, তোমার ওপর হয়তো অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি সে সব ভুলে যেও। এই বলে ভুলে যেও যে আর কখন আমি তোমায় বিরক্ত কর্ত্তে আসবো না। ভগবানের কাছে চিরদিন প্রার্থনা কর্ব্বো তোমার মতি যেন স্থির থাকে,—চিরদিন যেন তুমি সুখে থাকো। শিবনারাণকে সুখী কর্ত্তে চেষ্টা করো, আর তাকে বলো সে যেন আমায় ক্ষমা করে।"

জ্যোতিপ্রসাদ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, আশা ধীরে ধীরে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমার কথা কি আর তোমার মনে থাকবে?"

জ্যোতিপ্রসাদের অন্তরাত্মা তখন যেন ভিতর হইতে গর্জ্জিয়া [illegible] বুঝিতে পারিতেছ অপাত্রে ভাল- [illegible] াস্ফালন কর নারী যদি মধ্যস্থলে [illegible] হইতে পারে যে কি তাহা কেবল বাধাতে [illegible] ত্বের সুদূর ভিত্তি কম্পিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সে আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ভগবানকে জিজ্ঞাসা করো তিনি তার উত্তর দেবেন। তবে আমি এইটুকু বল্‌তে পারি আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি, শুনেছি ভালবাসার স্মৃতি জীবনে কখন মোছে না।"

জ্যোতিপ্রসাদ আর দাঁড়াইল না, হৃদয়ের মধ্যে প্রলয়ের ঝটিকা লইয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আর আশা,—দরজার পাশটিতে যেন একখানি বিষাদ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়ন বহিয়া,—গণ্ড বহিয়া অব্যক্ত বেদনার অশ্রু কেবলই ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। একটী ফুৎকারে সব শেষ হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ

বরেন্দ্র লাইব্রেরীর

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

ধর্ম্ম-পত্নী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস, মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। যতীনবাবুর পারিবারিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যতীনবাবুর উপন্যাস বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীদের একমাত্র আদরের সামগ্রী। সুন্দর ছাপা, বিলাতী বাঁধাই।

স্বয়ম্বরা—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে সমাজের অনেক চিত্রই আছে। সকলেরই পাঠ করা উচিত। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই।

বিয়ের ক'নে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত বৈচিত্র্যময় সামাজিক উপন্যাস। ভাব, ভাষা, ঘটনা আগাগোড়া নূতন। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

কমলিনী—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল, প্রণীত সুন্দর উপন্যাস—মূল্য ১৷৹। ছাপা বাঁধা সকলই সুন্দর।

মিলন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সচিত্র সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। উপহার দিবার মত এমন পুস্তক আর একখানিও নাই, নিঃসঙ্কোচে পুত্রকন্যার হস্তে প্রদান করা যায়। রঙ্গিন কালীতে ছাপা, ভূলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীর-স্বর্গ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যে 'সতীর-স্বর্গ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

২য় সংস্করণ। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ মাত্র।

সতী-লক্ষ্মী—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। যে পুস্তকের এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। রেশমে বাঁধা, মূল্য ১॥০ টাকা।

লক্ষ্মী-লাভ—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। এ এক নূতন ধরণের নূতন উপন্যাস। পল্লী-জননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণমণ্ডিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১॥০ মাত্র।

স্বর্ণ কুটীর—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

হর-পার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত হরপার্ব্বতীর অপূর্ব্ব লীলা। উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধা; মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

স্বর্ণ-প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রেশমে বাঁধা সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দুগৃহের উজ্জ্বল চিত্র! পুণ্য-প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ! মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের দারুণ হাহাকার, বঙ্গ-গৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। নয়নরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

সঙ্গিনী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী বঙ্গ কুল-ললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে এই পুস্তকে অতি সরল-ভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে রমণীর কি কি প্রয়োজন, স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর কি কি সম্বন্ধ, সঙ্গিনীর ভূষণ, সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থকার এমন সুন্দর ও সরল ভাষায় লিখিয়াছেন যে বালিকা পর্য্যন্ত অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত সঙ্গিনীতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সঙ্গিনীগণের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। বিবা-হিতা ও অবিবাহিতা প্রত্যেক বঙ্গবালার এই পুস্তকখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তূলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সুখের মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা, সুন্দর ছাপা, মূল্য ১॥০ টাকা।

পরাধীনা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস। উপন্যাসখানির আগাগোড়া নূতন। এমন ঘটনাবহুল উপন্যাস বহুকাল বাহির হয় নাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

সতীরাণী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। বিবাহবাসরে প্রিয়জনকে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক। তূলার প্যাডে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা।

রংবাহার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত প্রহসন। মিনার্ভা থিয়েটারে মহা সমারোহে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ।৵০ আনা।